জুলিয়াস্ সীজার।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক

ভাষান্তরিত।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত।

৫৫, নং আপার চিৎপুর রোড,

সন ১৩১৪ সাল।

মূল্য ১৲ টাকা।

নাট্যোল্লিখিত ঐতিহাসিক তথ্যের ব্যাখ্যা।

প্রথম অঙ্ক।

পৃষ্ঠা পংক্তি

৪ ১৫ "পম্পের শোনিতে সিক্ত—আসিতেছে মহাদর্পে বিজয় উল্লাসে।"

স্পেনে "মণ্ডায়" যুদ্ধে সীজার পম্পের পুত্রদিগকে পরাভূত করেন। তাহার পর সীজার চিরজীবনের জন্য রোমের অধিনায়করূপে মনোনীত হয়েন। এই উপলক্ষে রোমে বিজয়-উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছিল। "পম্পের শোনিতে সিক্ত"—ইহার অর্থ পম্পের পুত্রদিগের শোনিতে সিক্ত।

৭ ১৬ "সাবধান মার্চ্চের পঞ্চদশ দিনে"—মূলে আছে "আইড্স্ অফ মার্চ্চ—রোমীয় পঞ্জিকায়, ইহা ১৫ই মার্চ্চ।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

৪৯ ৯ "উরুদেশ অস্ত্রক্ষত করিয়া স্বেচ্ছায়" North কৃত "Plutarch" গ্রন্থে এই ঘটনার উল্লেখ আছে।

পৃষ্ঠা

পঞ্চম অঙ্ক।

১১৬ "হিব্‌লাবাসী অলিদেরো কর তুমি মধুতে বঞ্চিত।" সিসিলির অন্তর্গত হিব্‌লা নামক একটি প্রদেশ উৎকৃষ্ট মধুর জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। সীজারের অন্ত্যেষ্টি উপলক্ষে অ্যান্তনি যেরূপ মধুমাখা অথচ হুল্-ফুটানো গূঢ় শ্লেষ পূর্ণ বাক্যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন এই স্থলে তাহারই ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

ভ্রম-সংশোধন।

পৃষ্ঠা	ভুল	শুদ্ধ
১	ফ্লেভিয়াস ও ম্যারল্লাসকে "বিচারপতি" বলা হইয়াছে। আসলে উহারা tribune অর্থাৎ পৌরজনের সত্ত্ব-রক্ষক নগরপাল (magistrate)	
২৩	অচল টঅল	অচল অটল
২৭	কেন চিন্তা করে মত ...	কেন চিন্তা করে যত
৩৬	যে কু সময়	যেটুকু সময়
১০৭	বিপুল নৈন্য	বিপুল সৈন্য
১১৮	কিছুই নাহিক স্থির এবে	কিছুই নাহিক স্থির

পাত্রগণ।

জুলিয়াস সীজার।

অক্টেভিয়স্ সীজার, মার্কস অ্যাণ্টনিয়স, লেপিডাস্,	জুলিয়াস সীজারের মৃত্যুর পর, যে ত্রি-নায়ক।
সিসিরো, পব্লিয়স, পপিলিয়স লীনা,	পুর-জ্যেষ্ঠগণ। (Senators)
মার্কস ব্রুটাস, ক্যাশ্যস্, ক্যাস্কা, ট্রেবোনিয়স্, লিগারিয়স, ডিশিয়স ব্রুটাস, মেটেলাস সিম্বার, সিনা,	জুলিয়াস সীজারের বিরুদ্ধাচারী ষড়যন্ত্রীর দল।
ফ্লেভিয়াস ও ম্যারল্লাস্,	পৌরজন-সত্ত্বরক্ষক রোমের নগর-পাল-দ্বয়।
আর্টিমিডোরাস্,	একজন তত্ত্বজ্ঞানী।

একজন দৈবজ্ঞ। সিনা,—একজন কবি। আর একজন কবি।

লুসিল্যস্, টিটিনিয়াস, মেসালা, কেটো-পুত্র, ভোলমনিয়াস ভ্যারো,	ব্রুটাস ও ক্যাশ্যসের মিত্রগণ।
ক্লাইটাস ক্লডিয়াস ষ্ট্যাটো লুসিয়স্ ডার্ডানিয়াস	ব্রুটাসের ভৃত্যগণ।
পিণ্ডারস,	ক্যাশ্যসের ভৃত্য।
ক্যালফর্ণিয়া,	সীজারের স্ত্রী।
পোর্সিয়া,	ব্রুটাসের স্ত্রী।

পুর-জ্যেষ্ঠগণ, পৌরজন, রক্ষী ও পরিচারকবর্গ।

ঘটনাস্থল—অভিনয়ের প্রথমাংশকাল রোম; পরে সার্ডিস্ ও ফিলিপির সন্নিকটে।

জুলিয়াস্ সীজার।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।—রোম-নগরী ; রাজপথ।

(ফ্লেভিয়াস ও ম্যারল্লাস—বিচারপতিদ্বয় এবং পুরবাসী ইতর লোকের দল)

ফ্লে। বাড়ী যা' বাড়ী যা' তোরা যত সব অকর্ম্মার দল !
আজ কি ছুটির দিন ? তোরা সব কারিগর লোক
—তোরা কি জানিস্ নারে, উচিত না করমের দিনে
পথ দিয়া চলা' হেন বিনা নিজ ব্যবসায়-চিহ্ন ?
বল্, তুই কি করিস্, কিসের ব্যবসা তোর বল্।

১ পুর। আমি মশাই ছুতোর।

ম্যার। কোথা তোর বুকে-ঝোলা চামড়ার বক্ষ-আবরণ ?
কোথা তোর মাপ-কাঠি ? —ভাল বস্ত্র কেন তোর আজি ?
আর তুই ?—তোরি বা কি ব্যবসায়, বল্ শীঘ্র করি।

২ পুর। আমি মশাই একজন মস্ত কারিগর ; তোমরা যাকে চামার বল' আমি তাই।

ম্যার। চামার যেন বুঝ্‌লেম, কিন্তু তোর ব্যবসাটা কি বল্ না। আমার কথার সিধে জবাব দে।

২ পুর। আরে মশাই, আমার ব্যবসাটা খুব খাঁটি ব্যবসা; তাতে চুরি নেই, ঠকামি নেই। সে ব্যবসায়ে মনটা খুব সাফ্ থাকে। আমি মশাই খারাপ জিনিস দুরস্ত করে’দি।

ম্যার। আরে ব্যাটা পাজি লক্ষ্মীছাড়া, তোর ব্যবসাটা কি বল্ না, ব্যবসাটা কি তোর—তাই জিজ্ঞাসা করচি হারামজাদা।

২ পুর। মশাই, অমন করে’ মুখ খারাপ কোরো না বল্‌চি, আমি তাহ’লে তোমাকে পর্য্যন্ত দুরস্ত করে’ দেব।

ম্যার। আরে ব্যাটা তুই বলিস্ কি?—আমাকে দুরস্ত করবি? তুই তো ভারি মুখফোড় লোক দেখ্‌চি।

২ পুর। আমি যেমন ফোঁড় দিয়ে ছেঁড়া জুতো শেলাই করে দি, তেম্‌নি তোমার মুখ্‌ও আমি শেলাই করে দিতে পারি, তা তুমি জানো মশাই?

ফ্লে। তুই তবে জুতো শেলাই করিস্ বুঝি?—তুই জুতো-শেলাইওয়ালা মুচি?

২পুর। হাঁ মশাই ফোঁড়-যন্তর দিয়েই আমার গুজরান চলে। আমি মশাই, আর কোন যন্তর ব্যভার করিনে। আমি মশাই পুরোনো জুতোর ডাক্তার। যখন তার যায়-যায় অবস্থা হয়, আমি তখন তা’ সারিয়ে দি। মশাই, চাম্‌ড়ার কাজে আমার যেমন হাতের সাফাই এমন আর কারো নয়।

ফ্লে। কিন্তু আজি কেন তবে, এলি তুই দোকান ছাড়িয়া?
এই সব লোক লয়ে, কেনরে ভ্রমিস্ রাজপথে?

২ পুর। মশাই, তা বোঝো না? বেড়িয়ে বেড়িয়ে যখন ওদের

জুতোর তলা খয়ে যাবে, তখন আমারি কাজ বাড়বে, এই আর কি। আসল কথাটা তবে বলি শুনুন্ ;—আজ আমরা সীজারকে দেখ্‌বো বোলে আপনারাই আমাদের ছুটি করে নিয়েছি। আজ আমরা তাঁর জয়ে জয়জয়কার করে' আনন্দ ক'রব।

ম্যার। কিসের আনন্দ তব? জয় করি' কি সামগ্রী
আনিলেন তিনি?
বিজিত করদ-রাজা কত জন আসিতেছে
তাঁহার পশ্চাতে?
বিজয়ীর রথ-চক্র ভূষিতে কি আসে তারা
বন্দীর বন্ধনে?
লোষ্ট্র মৃৎপিণ্ড তোরা —তোরা সব অচেতন
জড়েরো অধম;
পাষাণ-হৃদয় তোরা, নির্দ্দয় নিষ্ঠুর অতি
তোরা রোম-বাসী!
প্রবল-প্রতাপ সেই "পম্পে"রে কি তোরা কভু
দেখিস্‌নি চোখে?
কতদিন, কতবার, উঠেছিস্ তোরা যেরে
প্রাচীর-উপরে,
উত্তুঙ্গ দুর্গের পরে, মন্দিরের চূড়াদেশে,
দেখিতে তাঁহারে;
শৈশবেও তোরা যেরে সারাদিন থাকিতিস্
সেথায় বসিয়া

কখন্ যাইবে পম্পে রোম-রাজপথ দিয়া
—সেই প্রতীক্ষায়।
আর, তাঁর জয়-রথ দৃষ্টিপথে আসিলেই
অমনি যে তোরা
অযুত-অযুত কণ্ঠে ছাড়িতিস্ মুহুর্মুহু
ভীম সিংহনাদ
—যার ঘোর প্রতিধ্বনি "টাইবার"-নদী-তট
করিত কম্পিত।
আর, এবে তোরা কিনা, ভালো ভালো বস্ত্র পরি'
এসেছিস্ হেথা,
নিজ নিজ কর্ম্ম ছাড়ি' ঘুরিয়া বেড়াস্ সবে
ছুটির আমোদে,
ছড়াস্ কুসুম-রাশি সেই সীজারের পথে
যে ক্রুর সীজার
—পম্পের শোনিতে সিক্ত—আসিতেছে মহাদর্পে
বিজয়-উল্লাসে!
চলে' যা' এখান্ থেকে, যা' সবে আপন গৃহে;
হয়ে কৃতাঞ্জলি
ক্ষমা চা' দেবতা-কাছে —না যেন পাঠান তাঁরা
এ রোম নগরে
ভীষণ সে মহামারী —অকৃতজ্ঞতার-পাপে
দণ্ডিতে তোদের।

ফ্লে। যাও বাপু যাও সবে; খণ্ডিতে এ অপরাধ,
জড়ো কর স্বশ্রেণীর দীন দুঃখীজনে;

লয়ে গিয়া তাহাদের টাইবার-নদী-তটে
এত অশ্রু তার জলে কর বিসর্জ্জন
যাতে সেই তটিনীর নিম্নতম স্রোতো জল
উচ্চতম তটভূমি করয়ে চুম্বন।

(পৌরজনের প্রস্থান)

উহাদের মাঝে যারা অধম শ্রেণীর লোক
দেখো যেন তারা নাহি হয় বিচলিত।
ওই দেখ যায় ওরা নীরব নির্ব্বাক্ হয়ে
নিজেদের যথার্থই ভাবি' অপরাধী।
তুমি যাও ওই দিকে সভা-ভবনের পানে;
আমি যাই এই দিকে; আর শোনো বলি,
—ওরা যদি করে' থাকে মূর্ত্তিগুলি বিভূষিত,
খুলিয়া ফেলিয়া দিবে সে সব ভূষণ।

ম্যার। খুলিয়া ফেলিব মোরা? কিন্তু তুমি জান না কি
* "লুপার্কা"—উৎসব-দিন আজিকে হেথায়?

ফ্লে। হোক্ সে উৎসব-দিন, কোনো মূর্ত্তি আজি যেন
সীজারের জয়চিহ্নে না হয় ভূষিত।
আমি গিয়া খেদাইব ইতর লোকের দল
রাজ-পথ হতে; কোরো তুমিও তাহাই।
সিজারের পাখা হতে বাড়ন্ত পালোকগুলা
উপাড়িলে না পারিবে অধিক উড়িতে;

---

* প্যান্-নামক কোন রোমীয় দেবতার সম্মানার্থ, প্যালাটাইন্-শৈলের উপর, একটা ঘেরের মধ্যে, প্রতি ফেব্রুয়ারী মাসে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইত।

নচেৎ উধাও হয়ে, ছাড়ায়ে মানব-দৃষ্টি
উড়িবে সে ;—মোরা নীচে র'ব ভয়ে ভয়ে ।

দ্বিতীয় দৃশ্য—নগরের চত্বর-ভূমি ।

(বাদ্য সহকারে, সমারোহে বহির্গত সিজার; দৌড়-ক্রীড়ার জন্য আন্তনি ;
ক্যালিফর্ণিয়া, পোর্শিয়া, ডিসিয়াস্, ব্রুটাস্, ক্যাসিয়াস, ও কাস্কা ;
পশ্চাতে লোকের বহুল জনতা; উহাদের মধ্যে একজন দৈবজ্ঞ)

সীজার । ক্যালিফর্ণিয়া,—
ক্যাস্কা । চুপ্ কর্ তোরা সবে,
সীজার কহেন কথা ।

(বাদ্যের বিরাম)

সীজার । ক্যালিফর্ণিয়া !
ক্যালি । হেথা আমি আছি নাথ !
সীজার । * ক্রীড়া-চক্র-ভূমে
দৌড়িবে আন্তনি যবে থেকো সেই পথে ।
আন্তনি । সীজার !
সীজার । দৌড়-কালে, ভুলোনা ছুঁইতে
ক্যালিফর্ণির দেহ ; কহে বৃদ্ধগণ,—

---

* লুপার্কাল-উৎসবে, একজন পুরোহিত, কেবলমাত্র একটা সরু কটিবস্ত্র পরিধান করিয়া, রাস্তা দিয়া দৌড়িয়া যাইত । আন্তনি এই দলের প্রধান ছিলেন ।

পবিত্র এ ক্রীড়া-কালে, মুখ্য পুরোহিত
পরশিলে, বন্ধ্যা নারী হয় গর্ভবতী।

আন্তনি। সীজার বলেন যদি—কর এই কাজ,
—তথনি সম্পন্ন হবে; ভুলিব না আমি।

সীজার। কর স্বরু; ছাড়িয়োনা কোন অনুষ্ঠান।

(বাদ্যারম্ভ)

দৈবজ্ঞ। সীজার!

সীজার। কে ডাকে মোরে?

ক্যাস্কা। থামায়ে দে বাদ্যধ্বনি,
চুপ্ কর্ সবে।

(বাদ্যের বিরাম)

সীজার। এই এ জনতা-মাঝে কে মোরে সীজার বলি'
ডাকে তীক্ষ্ণ স্বরে
—যে স্বর ছাড়ায়ে উঠে সুতীব্র সমস্ত এই
বাদ্যের নির্ঘোষ?
কি বলিবি বল্ ওরে! শুনিতে সীজার দ্যাথ্
রয়েছে উন্মুখ।

দৈবজ্ঞ। সাবধান! মার্চের পঞ্চদশদিনে।

সীজার। লোক্‌টা কে, বল দেখি?

ব্রুটাস্। ও এক দৈবজ্ঞ
—সাবধান হ'তে বলে মার্চ্চ পঞ্চদশে।

সীজার। নিয়ে এসো মোর কাছে, দেখি ওর মুখ।

ক্যাস্কা। আয় ব্যাটা এই দিকে—দ্যাথ্ তাকাইয়া
সীজারের মুখ-পানে।

সীজার। কি বলিলি তুই
—বল্ পুনর্ব্বার আমি চাহি শুনিবারে।
দৈবজ্ঞ। সাবধান! মার্চ্চের পঞ্চদশ দিনে।
সীজার। মাথা-পাগলা লোক ওটা—দেখিছে খেয়াল;
চল' মোরা যাই চলি উহারে ছাড়িয়া।

(তুরী ভেরীর শব্দাড়ম্বর—ব্রুটাস্ ও ক্যাস্কা ব্যতীত আর সকলের প্রস্থান)

ক্যাশাস্। দেখিতে কি যাবে তুমি দৌড়ের খেলা?
ব্রুটাস্। না, আমি যাব না সেথা;
ক্যাশাস্। চল না, দেখিগে।
ব্রুটাস্। আমি নহি ক্রীড়া-প্রিয়; আন্তনির প্রকৃতিতে
আছে যত চাঞ্চল্য—উদ্যমের ভাব
আমার নাহিক তত; বাধা আমি নাহি দিব
তোমার ইচ্ছায়, দেও বিদায় আমারে।
ক্যাশাস্। কিছু দিন হতে সখা লক্ষ্য করিতেছি আমি
—নাহি আর তব নেত্রে সে কোমল ভাব,
নাহি সে প্রণয় স্নেহ চিরকাল আমি যাহা
পাইয়াছি তোমা হতে অক্ষুণ্ণভাবে।
দারুণ কঠোর ভাবে নিতান্ত পরের-মত
দেখিতেছ তব বন্ধু ক্যাশাসেরে এবে।
ব্রুটাস্। ভুল বুঝো নাহে তুমি; অন্যভাব মুখে মোর
যদ্যপি দেখিতে পাও, জানিবে নিশ্চয়,
সে আর কিছুই নহে,— নিজ চিন্তা-আবরণ
পড়িয়াছে মোর এই মুখের উপর।

কিছু দিন হতে চিত্ত উত্তেজিত হয়ে আছে
কতিপয় আত্মগত চিন্তার প্রবাহে।
কখন কখন তারি ছায়া পড়ে একটুকু
আমার যতেক কাজে—সর্ব্ব ব্যবহারে।
আমার বন্ধুরা যেন না হ'ন দুঃখিত তায়
(বন্ধুদিগের মাঝে আমি তোমারেও গণি)
যদি কিছু অবহেলা করে' থাকি তোমাদের,
অন্যভাবে নিয়ো তাহা—মিনতি আমার।
এই মাত্র জেনো শুধু, হতভাগ্য ব্রুটাসের
যুঝাযুঝি চলিতেছে নিজ চিত্ত-সনে,
তাই সে পারে না এবে দেখাতে অন্যের প্রতি
প্রণয়ের শুধুমাত্র বাহ্য নিদর্শন।

ক্যাশ্যস্। ব্রুটাস তাহলে আমি বড়ই করেছি ভুল
—বুঝি নাই ঠিক্ তব চিন্তার স্বরূপ ;
—বুঝিবারে করিয়াছি কতই গভীর চিন্তা,
হইল সে সব দেখি ভস্মে-ঘৃত-ঢালা।
আচ্ছা বল' দেখি সখা তোমারে সুধাই আমি,
তুমি কি দেখিতে পাও আপনার মুখ ?

ব্রু। না সখা, পারি না তাহা, নিজেরে না ছাখে চক্ষু
— দ্যাথে অন্য পদার্থের প্রতিবিম্ব শুধু।

ক্যা। সে কথা বলেছ ঠিক্, দুঃখের বিষয় কিন্তু—
এ হেন দর্পণ কোনো নাহি তব কাছে
যা-দিয়া দেখিতে পারো প্রচ্ছন্ন যোগ্যতা নিজ,
যা-দিয়া দেখিতে পারো আপনার ছায়া।

কত মান্য রোমবাসী অমর সীজার ছাড়া
—অধুনা শাসন-চাপে যাঁরা প্রপীড়িত—
তাঁহাদের মুখে আমি শুনেছি আক্ষেপ এই :—
"আহা যদি থাকিত গো ব্রুটাসের আঁখি" !

ব্রু। তুমি যে খুঁজিতে বল' আমার আপন-মাঝে
যাহা আমি আপনাতে না পাই দেখিতে,
—এ কথা বলিয়া মোরে কোন্ বিপদের মুখে
লইয়া যাইতে চাহ বল' দেখি শুনি।

ক্যা। আচ্ছা তবে শুনিবারে হওগো প্রস্তুত সখা :—
যেহেতু দর্পণ-বিনা না পাও দেখিতে
ভালো করি' আপনারে,— আমিই দর্পণ হয়ে,
তোমারে দেখাব আমি তব মন-কথা।
দেখ সখা, আমা-পরে করোনা সন্দেহ কিছু
—তোমা কাছে এই মাত্র মিনতি আমার।
আমি যদি হাসিতাম অধম ভাঁড়ের মত ;
কিম্বা সদা করিতাম প্রণয়-শপথ ;
দেখায়ে আসক্তি ঘোর গাঢ় আলিঙ্গন দিয়া
পরে কুৎসা রটাতাম আমি যদি কারো ;
বলিতে পারিতে তবে— "এ বড় বিষম লোক,
—ইহা হতে আছে ঘোর বিপদ-আশঙ্কা"।

(বাদ্যাড়ম্বর ও জয়ধ্বনি)

ব্রু। কি হেতু এ জয়ধ্বনি ? আশঙ্কা হতেছে মোর
সীজারকে রাজারূপে করিছে বরণ।

ক্যা। হতেছে আশঙ্কা তব? ইথে কি বুঝিব তবে
—এ কার্য্যে নাহিক তব ইচ্ছা একটুকু?

ব্রু। নাহি ইচ্ছা মোর সখা; তবু ভালবাসি তারে।
কেন বল' দেখি মোরে রেখেছ আটকি'?
বল', কি বলিবে মোরে; লোক-হিতকর কথা
থাকে যদি কিছু তবে বল' তা' এখনি।
একদিকে থাক্ মান, মরণ অপর দিকে,
উভয়েরে করি আমি সমান উপেক্ষা;
কিন্তু যদি দেবতারা করেন আদেশ মোরে,
প্রাণ দিয়া মান রাখি—না ডরি মরণে।

ক্যা। যেমন আকৃতি তব পরিচিত মোর কাছে,
তেমনি ও-মনোভাব জানি আমি বেশ।
এখন বলিব যা'—সে মানমর্য্যাদারি কথা,
একটুকু ধৈর্য্য ধরি' শোনো তবে সখা।
জীবন-সম্বন্ধে, তব— অথবা অপর কারো—
কি মত জানি না, তবে মোর এই মত:—
বরঞ্চ না বাঁচা ভাল, কিন্তু বাঁচি' আমা-সম
কোন এক পদার্থের ভয়ে-ভয়ে থাকা
—বিষম লাঞ্ছনা গণি; জন্মেছি স্বাধীন হয়ে
সীজারেরি মত, সখা তুমিও তাহাই;
—অন্নে পুষ্ট তারি মত; দুজনেই মোরা পারি
সহিবারে হেমন্তের নিদারুণ শীত।
শোনো তবে:—ঘোর-শীত কোনো এক ঝোড়ো দিনে
—ক্ষুব্ধ "টাইবার" পড়ে আছাড়িয়া তটে—

সীজার বলিল মোরে ঃ— পারো কি সাহস করি'
ঝাঁপায়ে পড়িতে এই প্রচণ্ড প্রবাহে ?
তখনি বলিবামাত্র পরিধান-বস্ত্র-সহ
ঝাঁপায়ে পড়িয়া জলে করিনু আহ্বান।
সীজারো দিলেন ঝাঁপ্ ; গর্জ্জিতে লাগিল নদী,
বলিষ্ঠ এ বাহুদিয়া লাগিনু যুঝিতে ;
প্রচণ্ড স্রোতের জল ঠেলিয়া রুধিয়া মোরা
প্রস্তাবিত গম্যস্থলে চলিনু সাঁতারি'।
পৌঁছিবার আগে সেথা, সীজার কহিলা ডাকি'
"ক্যাশাস্! ধরহ মোরে—নতুবা ডুবিনু।"
তখনি সাঁতার দিয়া প্রচণ্ড স্রোতের মুখে
ক্লান্ত সে সীজারে আমি করিনু উদ্ধার।
সেই সে মানুষ কিনা হয়েছে দেবতা এবে
—আর আমি ক্যাশিয়াস্—হতভাগ্য জীব !
এখন সীজার যদি অভিবাদনের কালে
ঈষৎ নোয়ান মাথা তাচ্ছিল্যের ভাবে,
প্রত্যভিবাদনে তার তাঁহার নিকটে মোর
আনত করিতে হবে সমস্ত শরীর !
সীজারের একবার জ্বর হয় স্পেন্-দেশে ;
—দেখিলাম, কাঁপিছেন থর থর করি ;
সত্য কহিতেছি আমি - এই দেবতারি দেহ
কাঁপিল সঘনে—ওষ্ঠ হইল বিবর্ণ ;
—যে আঁখির ভঙ্গিমায় জগৎ স্তম্ভিত ভয়ে,
সে আঁখির জ্যোতি তেজ হল অপহৃত।

রোগের যন্ত্রণা-বশে করিছেন আর্ত্তনাদ
—তাও আমি শুনিয়াছি স্বকর্ণে আমার।
যে সীজার কহিতেন দর্পভরে উচ্চকণ্ঠে
"আমার বক্তৃতা লিখি' রাখহ পুস্তকে"
সেই সে সীজার কিনা রুগ্না বালিকার মত
বলিলেন ক্ষীণ কণ্ঠে "দেরে একটু জল।"
কি আশ্চর্য্য! যেই লোক দুর্ব্বল-প্রকৃতি হেন
সে কিনা একাধিপতি বিশাল ধরায়!

(জয়ধ্বনি—বাদ্যনির্ঘোষ)

ব্রু। আবার সে জয়ধ্বনি! সীজার ভূষিত হয়
আরো বুঝি নব নব সম্মান-ভূষণে।

ক্যা। দেখিছ না সখা তুমি, সংকীর্ণ এ ধরাপৃষ্ঠ
চাপিয়া বসিয়া আছে বিরাট সীজার?
আর মোরা ক্ষুদ্র জীব পায়ের তলার নীচে
ঘুরিয়া বেড়াই হীন মরণ যাচিয়া!
কখন কখন নর নিজ অদৃষ্টের প্রভু;
আমাদের নক্ষত্রের নাহি কোন দোষ,
দোষ আমাদেরি সখা—মোরা ক্ষুদ্র বলি'।
ব্রুটাস্—সীজার;—এই সীজারে আছয়ে কিবা?
কিবা মন্ত্র-গুণ আছে সীজারের নামে?
না উচ্চারি' তব নাম ওই নাম কেন তবে
উচ্চকণ্ঠে লোক সবে করে উচ্চারণ?
ওই দুই নাম যদি লেখা যায় পাশাপাশি
তব নাম দেখা যাবে সমান সুন্দর;

উচ্চারণ কর যদি —সমান শোভিবে মুখে ;
ওজন করিলে হবে গুরুত্বে সমান ;
এই নামে পড়' মন্ত্র —ও নামেও প্রেত-আত্মা
আবির্ভূত হবে আসি' তোমার সম্মুখে।
বিশ্বদেবতার নামে জিজ্ঞাসি তোমারে আমি
—কি অমৃতে পুষ্ট হয়ে বাড়িল সীজার ?
ধিক্ কাল তোরে ধিক্ ! ধিক্ রোম্ ! তোর সেই
মহাত্মা জনের বংশ হয়েছে বিলোপ।
প্রলয়ের পরে, হেন কোন্ যুগ গেছে, যাহে
একাধিক-লোক-যশে না ছাইল ধরা ?
রোমের সম্বন্ধে আগে কে পারিত বলিবারে
—এক ব্যক্তি জুড়ে' আছে সমস্ত নগর ?
এখনো তো আছে রোম, রয়েছে যথেষ্ট স্থান,
কিন্তু সেথা রহে এবে একটি মানুষ।
তুমি আমি - উভয়েই শুনিয়াছি পিতৃমুখে
* ব্রুটাস্ নামেতে ছিল মহাত্মা রোমেতে
সয়তানের রাজ্য তিনি পারিতেন সহিবারে,
তথাপি না পারিতেন সহিতে রাজায়।
ব্রু। তুমি মোরে ভালোবাসো —সন্দেহ করি না তায় ;
কিজন্য এ উত্তেজনা—তাও বুঝিয়াছি।
মোর যাহা মতামত বলিব তোমায় পরে,
আপাতত আমি সখা নাই এ কাজেতে।

---

* এই ব্রুটাসের পূর্ব্বপুরুষ যিনি "টার্কুইন্"দিগকে রোম হইতে বহিষ্কৃত করিয়া রাজার পরিবর্ত্তে কন্সলের আধিপত্য স্থাপন করেন।

দেখিব ভাবিয়া আমি যা' তুমি বলিলে মোরে ;
থাকিলে বক্তব্য আরো,—শুনিব যতনে।
বিষয়টি গুরুতর ; শুনিয়া তোমার কথা
উচিত উত্তর দিতে চাই অবসর।
আপাতত প্রিয়সখা, বলি যা তোমারে আমি
তাই আলোচনা কোরো পুনঃ পুনঃ মনে :—
বরং এ শাসনাধীনে হব আমি গ্রামবাসী,
তবু না করিব স্পর্দ্ধা রোমক বলিয়া।

ক্যা। দুর্ব্বল এ বাক্যে মোর এটুকু আগুনো যে
জ্বলিল ব্রুটাস্-হৃদে—সুখী আমি তাই।

(অনুচরবর্গের সহিত সীজারের পুনঃ প্রবেশ)

ব্রু। ক্রীড়া বুঝি হ'ল শেষ, ফিরিছে সীজার এবে।

ক্যা। যাবে পার্শ্ব দিয়া যবে, বস্ত্র ধরি টেনো ক্যাস্‌কায়,
তাহা হলে বর্ণিবে সে রূঢ় ধরণেতে তার
যাহা আজি সবিশেষ ঘটিয়াছে বলিবার মোতো।

ব্রু। আচ্ছা তা' করিব আমি, কিন্তু দেখ ক্যাশিয়াস্
সীজারের ভালে যেন জ্বলিতেছে ঘোর রোষানল ;
আর, যত অনুচর তিরস্কৃত সবে যেন ;
বিবর্ণ হইয়া গেছে ক্যালিফর্ণি-দেবীর কপোল ;
সিসিরোর আঁখি রাঙ্গা —যা হয় সর্ব্বদা তাঁর,
কথা কাটাকাটি হলে কারো সাথে মন্ত্রণা-সভায়।

ব্রু। ঘটিয়াছে যে ব্যাপার শুনিব ক্যাস্কার কাছে।

সীজার। আন্তনিয়াস্!

আন্ত। সীজার! বল', কি আদেশ তব।

সীজার। স্থূলকায় লোক যেন থাকে মোর চারি পাশে,
আর, যারা স্নিগ্ধশিরঃ—নিদ্রা যায় রাতে।
ওই যে ক্যাশাস্,—ওর ক্ষুধাক্লিষ্ট কৃশ মুখ,
শীর্ণ তনু— মনে হয়, বেশি চিন্তা করে।
জে নো তুমি, উহারাই বড় ভয়ানক লোক

আন্ত। না সীজার, উহা-হতে নাহি কোন ভয়;
ক্যাশাস্ মহাত্মা লোক, নানাগুণে গুণবান,

সীজার। [illegible] একটু স্থূল হলে হইত উত্তম।
আমি নাহি ডরি; কিন্তু ভীরু যদি হইতাম
ওরি সঙ্গ করিতাম যতনে বর্জ্জন।
সূক্ষ্মদর্শী ক্যাশিয়াস্, অধ্যয়ন করে বেশী
—লোকদের কার্য্য সব দেখে তলাইয়া।
ক্রীড়া নাহি ভালবাসে আন্তনি তোমার মোতো,
না শোনে সঙ্গীত কোন—কদাচিৎ হাসে।
যদিও বা হাসে কভু হাসে সে এমনি ভাবে
—নিজ-সাথে নিজে যেন করিছে ছলনা।
কিছুতে যে হাসি তার উদ্রেক্ হইতে পারে
—মনে করিতেও যেন হয় তার ঘৃণা।
এই সব লোকদের না থাকে মনের শান্তি
যতক্ষণ দেখে—আছে আরো কেহ বড়।
সেজন্যই বলি, এরা বড় ভয়ানক লোক;
সীজার তাদের কিন্তু নাহি করে ভয়।

আমি শুধু বলিতেছি —কাহারা ভয়ের পাত্র ;
এসো মোর ডান্‌দিকে—এ কাণ বধির।
সত্য করে' বল' সখা ক্যাশাস্‌-সম্বন্ধে এবে
*কিবা তব মতামত—কি-ভাবো উহারে।

(অনুচরবর্গের সহিত সীজারের প্রস্থান, কেবল ক্যাস্কার অবস্থিতি)

ক্যাস্কা। তুমি তখন আমার চাদর ধরে' টেনেছিলে, তুমি কি আমার সঙ্গে কথা কইতে চাও ?

ব্রুটাস্‌। হাঁ ক্যাস্কা ; সীজারকে যে আজ এত বিষণ্ণ দেখ্‌ছি ? —ব্যাপারটা কি ?

ক্যাস্কা। কেন, তুমি ত তাঁর সঙ্গে ছিলে—ছিলে না কি ?

ব্রু। তাহলে ক্যাস্কাকে কেন এ কথা জিজ্ঞাসা করব ?

ক্যাস্কা। আর কিছু না, লোকেরা তাঁকে রাজমুকুট দিতে যাচ্ছিল। আর যখন সেই মুকুট তাঁকে দেওয়া হল, তখন তিনি হাত দিয়ে সেটা সরিয়ে দিলেন ; সেই সময়, লোকেরা খুব জয়ধ্বনি কর্‌ছিল।

ব্রু। দ্বিতীয়বার যে গোলমালটা শোনা গেল—সেটা কিসের জন্য ?

ক্যাস্কা। সেটাও ঐ একই কারণে।

ক্যাশিয়াস্‌। তারা ত তিনবার জয়ধ্বনি করে ; শেষের জয়-ধ্বনিটা কিসের জন্য ?

ক্যাস্কা। ঐ একই কারণে।

ব্রু। লোকেরা কি তাঁকে তিনবার রাজমুকুট দিতে গিয়েছিল ?

ক্যাস্কা। হাঁ, আর তিনবারই তিনি হাত দিয়ে সরিয়ে দিয়ে-

ছিলেন ;—কিন্তু প্রতিবারই পূর্ব্বাপেক্ষা যেন একটু মৃদুভাবে। আর, যত বার তিনি মুকুটটা সরিয়ে দিচ্ছিলেন, ততবারই সেই সব ভাল মানুষগুলো জয়ধ্বনি করে উঠছিল।

ব্রু। কে তাঁকে রাজমুকুট দিতে গিয়েছিল ?

ক্যাস্কা। আবার কে—আন্তনি।

ব্রু। কি রকম করে' দিলে বল' দিকি ক্যাস্কা।

ক্যাস্কা। সে সব বলা আমার কর্ম্ম নয়। সে একটা বাঁদ্‌রামি-কাণ্ড ; আমি ভালো করে দেখিওনি। মার্ক-আন্তনি একটা রাজমুকুট দিলে—এই শুধু আমি দেখ্‌লেম। তা, সে আবার রীতিমত রাজমুকুটও নয়—সে একটা যেসে মুকুট মাত্র। আমি তোমাকে পূর্ব্বেইত বলেছি, প্রথমবারে মুকুটটা হাত দিয়ে সরিয়ে দিলেন। কিন্তু যাই করুন, আমার মনে হয়, মনে-মনে যেন তাঁর মুকুটটা নেবার ইচ্ছে ছিল। তারপর, আন্তনি যখন দ্বিতীয়বার দিলে তখনও তিনি হাত দিয়ে সরিয়ে দিলেন। কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল, মুকুট থেকে যেন তিনি আঙ্গুলগুল কিছুতেই সরিয়ে নিতে পারচেন না। তারপর অন্তনি তাঁকে তৃতীয়বার মুকুটটা দিলে, সেবারও তিনি সরিয়ে দিলেন। তাতে, লোকেরা আবার জয়ধ্বনি করে' উঠ্‌ল ; তাদের সেই ফাটা-ফাটা হাতে তারা করতালি দিতে লাগ্‌ল ;—তাদের সেই ঘেমো রাতটুপিগুলো উপর-পানে ছুঁড়ে ফেল্‌তে লাগ্‌ল। আর যখন সীজার রাজমুকুটটা নিলেন না, তখন তাদের সেই দুর্গন্ধ মুখ খুলে এত জয়ধ্বনি করতে লাগ্‌ল যে তাতে সীজারের প্রায় দম্ আট্‌কে এল ; সীজার মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। আর আমি—মুখ খুল্লে পাছে সেই খারাপ বাতাসের নিঃশ্বাস নিতে হয়, এইজন্য হাসতেও সাহস করলেম না।

ক্যাশিয়াস্। তিনি সেই চত্বরেই মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন; মুখে গ্যাঁজলা উঠ্‌তে লাগ্‌ল—আর একেবারে কথা বন্ধ।

ব্রু। তা খুব সম্ভব—তাঁর মূর্চ্ছা-রোগ আছে আমি জানি।—আমাদের চলিত ভাষায় যাকে "পতন-রোগ" বলে।

ক্যাশিয়াস্। পতন?—না, সীজারের পতন-রোগ নেই। তুমি, আমি, এই ভাল মানুষ ক্যাস্কা—আমাদেরই অধঃপতন।

ক্যাস্কা। তোমার কথার ভাব তো আমি কিছুই বুঝতে পারচিনে; কিন্তু সীজার পড়ে গিয়েছিলেন সত্যি। আর এ কথাও ঠিক্, সেই সব বাজে লোকগুলো তুষ্ট হলেই হাততালি দিচ্ছিল, আর রুষ্ট হলেই "ছি ছি" করে উঠ্‌ছিল।

ব্রু। তাঁর তখন জ্ঞান হল তখন তিনি কি বল্লেন?

ক্যাস্কা। পোড়ে যাবার আগে যখন তিনি দেখ্‌লেন, মুকুটটা না নেওয়াতে লোকে খুসি হয়েছে—তখন তিনি তাঁর ভিতরের কাপড়টা খুলে দিতে আমাকে ইসারা করলেন; সেই কাপড়টা খুলে দিতেই ঠিক্ সেই কাপড়টার উপরে তিনি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। তারপর, যখন জ্ঞান হল, তখন তিনি বল্লেন; "দেখুন মহাশয়গণ। যদি আমি কখন কোন অন্যায় কথা বলে থাকি, কিংবা অন্যায় কাজ করে' থাকি, সে আমার দুর্ব্বলতা বই আর কিছুই নয়।" আমার কাছে দুই তিনটে ছুঁড়ি দাঁড়িয়ে ছিল, তারা বলে' উঠ্‌ল;—"আহা! সীজার কি ভাল মানুষ!" তখন সীজারের সমস্ত দোষ তারা একেবারেই ভুলে গেল। তবে তাদের কথা ছেড়ে দেও; সীজার যদি তাদের মায়ের বুকে ছুরি বসিয়ে দিত, তাহলেও তারা ঠিক ঐ কথাই বল্‌ত।

ব্রু। আর, তার পরেই তিনি এই রকম বিষণ্ণ হয়ে চলে গেলেন?

ক্যাস্কা। হাঁ।

ক্যাশিয়াস্। সিসিরো কিছু বল্লেন?

ক্যাস্কা। হাঁ, তিনি গ্রীক্ ভাষায় কি একটু বল্লেন।

ক্যাশিয়াস্। তার মর্ম্মটা কি?

ক্যাস্কা। তাই যদি বল্‌তে পারব, তাহলে কি তোমাদের কাছে আমি আসি? যাহোক্, যারা বুঝতে পেরেছিল তারা পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ি করে হাস্‌তে লাগ্‌ল, আর মাথা নাড়তে লাগ্‌ল! কিন্তু আমি তার এক অক্ষরও বুঝতে পারিনি। আমি তোমাদের আরও দুই একটা খবর দিতে পারি। ম্যারল্লাস্ ও ফ্লেভিয়াস্ সীজারের মূর্ত্তিগুলো হতে রেশমের চাদর-আচ্ছাদন টেনে ছিঁড়ে ফ্যালায় তাদের জন্মের মত নিস্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এখন তবে বিদায় হই। আরো কত কি বাঁদরামি হয়েছিল; সে সব এখন আর মনে পড়্‌চে না।

ক্যাসিয়াস্। আজ রাত্রে আমার সঙ্গে আহার করবে ক্যাস্কা?

ক্যাস্কা। না, আমার অন্য জায়গায় নিমন্ত্রণ আছে।

ক্যাশিয়াস্। কাল আমার সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজন করবে?

ক্যাস্কা। হাঁ, আমি যদি বেঁচে থাকি, যদি তোমার মত উৎসাহটা আমার থাকে, আর যদি ভোজের মত ভোজটা হয়।

ক্যাশিয়াস্। আচ্ছা, এখন তবে আসি, আমি তোমার প্রতীক্ষায় থাকব।

ক্যাস্কা। আমিও তবে এখন বিদায় হই।

(প্রস্থান)

ব্রু। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে লোকটার বুদ্ধিশুদ্ধি যেন ভোঁতা হয়ে গেছে। বিদ্যালয়ে যখন পড়্‌ত তখন ত বেশ চালাক চতুর ছিল।

ক্যাশিয়াস।

এখনো তাহাই আছে; যদিও কাজেতে তার
দেখা যায় বিলম্বের ভাব,
মহৎ ব্যাপারে কিন্তু, সাহসের কাজে আর,
এখনো তেমনি তৎপর।
বুদ্ধি বেশ খ্যালে তার; তবে, যে গ্রাম্যতা দেখ,
—সে শুধু চাট্‌নির মত।
তাই, ওর কথাগুলা পরিপাক করে লোকে
আরো যেন রুচির সহিত।

ব্রু। সে কথা বলেছ ঠিক্; এখন তোমার কাছে
লইনু বিদায়।
কাল যদি ইচ্ছা হয় আলাপিতে মোর সনে
—যাব তব গৃহে।
কিন্তু যদি তুমি এসো গৃহে মোর, তোমা তরে
করিব প্রতীক্ষা।

ক্যাশিয়াস।

আমিই যাইব তবে; ততক্ষণ ভেবো সখা
জগতের গতি।

(ব্রুটাসের প্রস্থান)

ক্যাশিয়াস।

ব্রুটাস! হৃদয় তব উদার মহান্ অতি;
তবু আমি দেখিবারে পাই

—তোমা-সম খাঁটি সোনা   রূপান্তর করা যায়
গড়ি পিটি নিজ ইচ্ছামত।
তাই, মনে হয় মোর   মহতেরি সনে সদা
মহতের সংসর্গ বিহিত।
কে এমন আছে বল   যারে নাহি পারা যায়
লওয়াইতে কু-পথের দিকে।
আমা'পরে সীজারের   বিষম বিদ্বেষ, কিন্তু
স্নেহ তার ব্রুটাসের প্রতি।
আমি যদি হইতাম   বুরুটাস, আর যদি
ব্রুরুটাস্ ক্যাসাস্ হইত,
পারিত না লওয়াইতে   আমারে ব্রুটাস কভু
আমি যথা লওয়ায়েছি তারে।
আজি রজনীতে আমি   নানা ছাঁদে পত্র লিখি,
ব্রুটাসের গবাক্ষেতে করিব নিক্ষেপ;
—মনে হবে, যেন কত   পৌরজন লিখিয়াছে
পত্রগুলি একই মর্ম্মে ব্রুটাস-সমীপে।
"সমস্ত রোমের কাছে   ব্রুটাসের নাম আজি
যার পর নাই সমাদৃত"
—এই মর্ম্মে হবে লেখা; "সীজার সে অত্যাকাঙ্ক্ষী"
—একথাও থাকিবে ইঙ্গিতে।
তার পর দেখা যাবে সীজার কেমনে
বসেন সুদৃঢ় হয়ে নিজ সিংহাসনে।
হয়, তাঁরে নাড়া দিয়া পাড়িব ভূমিতে
নয়তো দুর্দ্দিন হবে মোদের ভুগিতে॥

তৃতীয় দৃশ্য।

বজ্র-বিদ্যুৎ—এক দিক দিয়া নিষ্কোষিত অসি হস্তে ক্যাস্কা এবং অপর দিক্ দিয়া সিসিরোর প্রবেশ।

সিসিরো।

এসো এসো ক্যাস্কা! বলি, সীজারকে তুমিই কি
পৌছাইলে গৃহে?
হাঁপাইছ কেন এত? —এক দৃষ্টে চেয়ে আছ
কেন আমা-পানে?

ক্যাস্কা। সমস্ত এ পৃথ্বীরাজ্য কাঁপিতেছে মুহুর্মুহু
লঘু দ্রব্য সম
—আর কিনা এ সময়ে রয়েছ সিসিরো তুমি
অচল টঅল?
সিসিরো! দেখেছি আমি —প্রচণ্ড ঝটিকা-বায়ু,
জটাময় বট বৃক্ষে করেছে দ্বিখণ্ড;
—দেখিয়াছি, মহা সিন্ধু ফেনায়ে ফুলিছে রোষে
ঊর্দ্ধে উঠিবারে উচ্চ মেঘের সমান;
কিন্তু কভু দেখি নাই দেখিনু যা আজি রাতে,
—ঝটিকা অনল-পিণ্ড করিছে বর্ষণ;
পৃথিবী নাশিতে যেন হইয়াছে সমুদ্যত,
নিশ্চয় করিয়া আমি কহিনু তোমারে।

সিসিরো। আরো কি আশ্চর্য্য কিছু দেখিয়াছ তুমি?

ক্যাস্কা। সামান্য গোলাম এক (দেখিলেই গোলাম বলি'
চেনা যায় তারে)

উঠাইল বাম হস্ত —জ্বলে যেন একত্তরে
কুড়িটা মশাল।
তবু সে হাতটি তার পোড়ে নাই একটুকু
—রয়েছে অক্ষত।
তা'ছাড়া, দেখিনু আমি, (তখন হইতে আমি
ধরিয়াছি অসি)
মন্ত্র-ভবনের কাছে সিংহ এক, তাকাইয়া
কটমট করি'
আমা পানে,, চলি গেল রোষ ভরে, না করিয়া
কিছু মাত্র হানি।
এক শত নারী সেথা অতীব বিবর্ণ-মুখ,
স্তম্ভিত তরাসে,
বলিল শপথ করি :-- "দেখিয়াছি, রাজপথে
করে বিচরণ
অগ্নিময় নর সবে; তা'ছাড়া পেচক এক
—নিশাচর পাখী—
মধ্যাহ্নেও আছে বসি' নগর-চত্বরে, আর
ডাকে তীক্ষ্ণ স্বরে।"
এই সব অলক্ষণ একত্তর হয় যবে,
তখন মানুষ
এ কথা যেন না বলে :— "আছে তার যুক্তিগর্ভ
স্বাভাবিক হেতু।"
আমার বিশ্বাস, উহা অশুভ সূচনা করে
দেশের উপর।

সিসিরো। বলিয়াছ ঠিক্ কথা; অদ্ভুত-ঘটনাময়
এ বিষম কাল।
না বুঝি' প্রকৃত হেতু ঘটনার অন্য ব্যাখ্যা
করে লোক সবে।
মন্ত্রণা-ভবনে কাল সীজার আসিবে কি না
জান কি হে তুমি?

ক্যাস্কা। আসিবেন; অন্তনিকে বলেছেন এ সংবাদ
পাঠাতে তোমায়।

সিসিরো। বিদায় ক্যাস্কা তবে; এ অশান্ত রাতি নহে
ভ্রমণের তরে।

ক্যাস্কা। বিদায় সিসিরো।

(সিসিরোর প্রস্থান)

(ক্যাশিয়াসের প্রবেশ)

ক্যাশি। কে আসে?

ক্যাস্কা। রোমক আমি।

ক্যাশি। চিনিনু তোমারে ক্যাস্কা
তব কণ্ঠস্বরে।

ক্যাস্কা। শ্রুতিশক্তি ভাল তব; কিরূপ রাতিটা আজি
বল ত ক্যাসাস্।

ক্যাশি। শুদ্ধচিত্ত লোক যারা তাহাদের কাছে ইহা
অতি রমণীয়।

ক্যাস্কা। কে কবে দেখেছে বল হেন রুদ্র ভীম মূর্ত্তি
নভো দেবতার?

ক্যাশি। তাহারাই দ্যাখে, যারা জানে—এই মর্ত্ত্যভূমি
পূর্ণ অনাচারে।
আমি কিন্তু ভ্রমিয়াছি সমস্ত এ রাজপথে,
বিপদ-সঙ্কুল এই রাতে।
দ্যাখ ক্যাস্কা, আমি এই অবারিত বক্ষ মোর
বজ্র কাছে রাখিয়াছি খুলি';
বক্র বিদ্যুতের ছটা অনাবৃত করে যবে
গগনের নীল বক্ষদেশ
—সেই সে মুহূর্ত্তে আমি বিদ্যুৎ-ঝিলিক্ মাঝে
আপনারে করিনু অর্পণ।
ক্যাস্কা। কিন্তু কেন বল দিকি ঘ্যাটাও দেবতাকুলে
প্রকাশিয়া হেন দুঃসাহস ?
মহাশক্তিশালী সব সেই দেবতারা যবে,
মর্ত্ত্যজনে করিতে বিস্মিত
পাঠান্ ভীষণ দূত উৎপাত-আকারে,
কোন্ নর না হয় কম্পিত ?
ক্যাশি। ক্যাস্কা, তুমি জড়মতি; জীবনের যে স্ফুলিঙ্গ
থাকা চাই রোমক-অন্তরে,
তোমাতে অভাব তাহা; —কিংবা থাকিলেও তুমি
না কর তাহার ব্যবহার।
বিবর্ণ হইয়া তুমি একদৃষ্টে চেয়ে থাকো
মগ্ন হয়ে ভয় ও বিস্ময়ে
আকাশের হেরি' রুদ্র ভাব; কিন্তু যদি ভেবে দ্যাখ
প্রকৃত সে কারণ উহার,

—কেন ছোটে উল্কাপিণ্ড,　　কেন এ নিঃশব্দচারী
প্রেতগণ,—পশুপক্ষী নানা,
কেন চিন্তা করে মত　　চিন্তাহীন শিশু, আর
অতি বৃদ্ধ, হতবুদ্ধি জন,
কেন এ পদার্থ সব　　নিজ ভাব হারাইয়া
ধরে অন্য বিকৃত আকার,
তা'হলে বুঝিবে তুমি　　—ভয় প্রদর্শিতে, আর
সতর্কিতে মর্ত্ত্যবাসিজনে
দেবতারা প্রকৃতিরে　　রুদ্রভাবে পূর্ণ করি'
করি-দেন বিকট-আকৃতি।
কিন্তু আছে এক জন　　ভীষণ এ রাত্রি-সম
—পারি আমি তোমায় কহিতে।
সেও করে বজ্রনাদ,　　বিদ্যুৎ ছোটায় সেও,
অনাবৃত করে গোরস্থান,
রোমের মন্ত্রণা-গৃহে　　সিংহ-সম ঘোরতর
সিংহনাদ ছাড়ে অনিবার।
কিন্তু জেনো সুনিশ্চিত　　—বল পৌরুষের কাজে
সমান সে আমাদেরি মত।
তথাপি জানিবে তারে　　অতি ভয়ঙ্কর—এই
প্রাকৃতিক উপদ্রব সম।

ক্যাস্কা। তুমি সীজারকে লক্ষ্য করে' বল্‌চ—তাই না ক্যাস্কা?
ক্যাশি। যে কেন হউক না সে,　　আছয়ে রোমকদের
পিতৃপুরুষেরই মত দেহের শকতি,

কিন্তু এবে ঘোর কাল হইয়াছে উপস্থিত!
—পিতৃতেজ আমাদের গিয়াছে মরিয়া।
সুকোমল মাতৃভাবে চালিত হতেছি মোরা
—সহিতেছি অধীনতা স্ত্রীলোক সমান।

ক্যাস্কা। লোক মুখে শুনি, কাল সীজারকে প্রধানেরা
বসাইতে ইচ্ছা করে রাজ-সিংহাসনে।
ইতালি-প্রদেশ ছাড়া জলে স্থলে সর্ব্বত্র
করিবেন নাকি তিনি মুকুট ধারণ।

ক্যাশি। তা হলে আমিও জানি কোথায় বসাতে হ'বে
এই মোর তীক্ষ ছোরা খানি;
—ক্যাশিয়াস আপনারে দাসত্ব-বন্ধন হতে
মোচন করিবে অচিরাৎ।
এইরূপে তুমি দেব! ক্ষীণজনে কর বলী,
অত্যাচারী করহ দমন।
কি বা শৈল-অট্টালিকা কিবা তাম্র-বিজড়িত
দুর্ভেদ্য অনধিগম্য দুর্গ প্রাকার,
বায়ুশূন্য কারাগার, লোহের নিগড় কিম্বা,
—মনোবল নাহি পারে কেহ রুধিবারে।
এসব বন্ধনে যবে ক্লান্ত হয় এ জীবন
হেন শক্তি আছে জীবনের
যখন সমস্ত বাধা অনায়াসে করি চূর্ণ
বিসর্জ্জিতে পারে আপনারে।
এ সত্যটি জানা গেলে —আর যাহা আছে কিছু
সমস্তই জানা হয় মোর;

—সহি যে দৌরাত্ম্য এবে তখন তা ইচ্ছামতে
পারি আমি ঠেলিয়া ফেলিতে।
ক্যাস্কা। আমিও পারি তা জেনো; প্রত্যেক দাসের হাতে
স্ববন্ধন মোচনের আছয়ে শকতি।
ক্যাশি। সীজার কি হেতু তবে হ'ল হেন অত্যাচারী?
হতভাগ্য মূঢ় নর! জানি, সে কখনো
ধরিত না ব্যাঘ্ররূপ সমস্ত রোমেরে যদি
মেষরূপে না হেরিত চখে;
না হ'ত কভু সে সিংহ যদি না রোমকগণ
হইত মৃগের পাল, কহিনু তোমারে।
শীঘ্র জ্বালাইতে চাহে যে জন অনল ঘোর
—প্রথমে ধরায় তাহা ক্ষীণ তৃণ দিয়া।
মনে হয়, রোমপুরী ছার আবর্জ্জনা-রাশি,
যবে ভাবি মনে—ওই হীন দাহ্য দিয়া
প্রদীপ্ত করিয়া তুলে সীজারের মোতো হেন
জঘন্য সামগ্রী; কিন্তু, ব্যথিত হৃদয়!
কোথায় লইলি মোরে? হয়তো কহিনু ইহা
দাসত্বের কামী কোন দাসের সম্মুখে।
কি উত্তর দিব এঁরে? কিন্তু আছে শস্ত্র মোর;
বিপদ-আপদ আর তুচ্ছ মোর কাছে।
ক্যাস্কা। কহিছ ক্যাস্কার কাছে, ক্যাস্‌কা নহেক জেনো
হাসি-মুখো পাড়া-গল্পে লোক।
এই লও হস্ত মোর, অত্যাচার প্রতীকারে
হও তুমি এখনি তৎপর।

যে যাক্‌না যত দূরে তাহাকেও অতিক্রমি'
আমি হ'ব আরো অগ্রসর।

ক্যাশি। এ কথা রহিল স্থির : শোনো বলি ক্যাস্কা তবে
—কতিপয় রোমবাসী মহাশয় লোক।
তাঁহাদেরো আমি এতে করিয়াছি প্রবর্ত্তিত,
তাঁহারা দিবেন যোগ আমার সহিত
মহৎ উদ্দেশ্যপূর্ণ সাধুজন অভিমত
বিপদ-সঙ্কুল এই দুঃসাহসি কাজে।
আর, এই পত্রযোগে জানিলাম, তারা সবে
অপেক্ষিবে আমা তরে পম্পের দুয়ারে।
ভীষণ রজনী এই ; —পথে কেহ নাহি চলে,
সাড়াশব্দ নাহি কোন, সকলি নিস্তব্ধ।
হের প্রকৃতিও আজি বিলক্ষণ অনুকূল,
পড়ে যেন তারি ছায়া মোদের এ কাজে ;
—সেই-মত রক্তময়, সেই মত তেজোদীপ্ত,
সেই-মত ভয়ানক ভীষণ প্রচণ্ড।

ক্যাস্কা। এসো আরো কাছাকাছি, কে দেখ আসিছে ওই
অতি দ্রুতপদে।

ক্যাশি। ও "সিনা"—নাহিক ভয় ; চিনেছি চলন দেখি'
—সিনা বন্ধুজন। (সিনার প্রবেশ।)
যাও কোথা তাড়াতাড়ি ?

সিনা। তোমারি গো অন্বেষণে।
ও কে ও ?—"সিম্বার" ?

ক্যাশি। না, ও ক্যাস্কা; ভয় নাই; মোদেরি দলের লোক;
তারা কি প্রতীক্ষা করে মোরে?
সিনা। খুসি হইলাম শুনি; একি এ ভীষণ রাত্রি!
আমাদেরই দুই তিন জন
দেখেছে অদ্ভুত দৃশ্য;

ক্যাশি। প্রতীক্ষা কি করে তারা?
—কহ শীঘ্র সিনা তুমি মোরে।
সিনা। হাঁ, করে প্রতীক্ষা তারা; যদি কোনরূপে তুমি
ব্রুটাস্‌কে টানিতে পার দলে—
ক্যাশি। নিশ্চিন্ত হও তুমি ঃ এই পত্র লয়ে সিনা
রাখ গিয়া ব্রুটাসের কেদারার 'পরে।
নিশ্চয় পাবেন তিনি; এই পত্র দেও ফেলি'
তাঁহার গবাক্ষে; আর, এই পত্রখানি
আঁটি দেও আটা দিয়া পূর্ব্বতন ব্রুটাসের
প্রতিমূর্ত্তি 'পরে; আর, সব শেষ করি'
পম্পের দুয়ারদেশে সত্বর যাইও ফিরি';
সেথানে পাইবে তুমি মোদের সভায়।
"ডিশিয়াস্ বুরুটাস্" আর সে "ত্রিবোনিয়াস্"
আছে কি সেথায়?

সিনা। কেবল "সিম্বার" নাই; সে গেছে খুঁজিতে তোমা
তোমার ভবনে।
চলিলাম আমি তবে; পত্রগুলি দিব আমি
তব কথামত।

ক্যাশি। এই কার্য্য করি' শেষ যেও তুমি তার পর
পম্পের ভবনে।

(সিনার প্রস্থান)

প্রভাত না হতে-হতে এস ক্যাস্কা, যাই দোঁহে
ব্রুটাসের গৃহে।

মোরা তাঁর তিন ভাগ করিয়াছি অধিকার;
পুন দেখা হলে,

অবশিষ্ট ভাগ সহ করিব আয়ত্ত মোরা
সমগ্র ব্রুটাসে।

ক্যাস্কা। ব্রুটাস্ আছেন বসি' লোকের হৃদয়-মাঝে
সমুচ্চ আসনে।

যে কার্য্য আমাদের দোষ বলি' হবে গণ্য,
তিনি যোগ দিলে

তাহাই হইবে গুণ; তাম্র সেও সোনা হবে
সেই রসায়নে।

ক্যাশি। ব্রুটাস্ সুযোগ্য অতি প্রয়োজন আমাদের
তাঁরে লাভ করা।

সিনা। এসমস্ত ক্যাশিয়াস্ ঠিক্ তুমি ধরিয়াছ,
চল এবে যাই।

অতীত হয়েছে এবে দ্বিপ্রহর রাতি; দেখ,
প্রভাতের আগে

জাগাইতে হবে তাঁরে, করিতে হইবে আর
তাঁরে হস্তগত॥

(সকলের প্রস্থান)।

ইতি প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।—ব্রুটাসের উদ্যান।

(ব্রুটাসের প্রবেশ।)

ব্রু। লুশ্যাস্! আছিস্ হোথা? ওরেরে লুশ্যাস্!
তারা দেখি' অনুমান না পারি করিতে
কতটা বিলম্ব আছে হইতে প্রভাত;
এ হেন গভীর নিদ্রা এ সময়ে তোর
না হ'লেই ছিল ভাল; কত রাতি এবে?
ওরেরে লুশ্যাস্ ওরে!—ওঠ্‌রে লুশ্যাস্!

লু। ডাকিছ কি প্রভু মোরে?

ব্রু। নিয়ে আয় তুই
জ্বালিয়া মোমের বাতি অধ্যয়ন-ঘরে;
জ্বালা হ'লে বাতি তুই ডাকিস্ আমায়।

লু। যে আজ্ঞে, জ্বালিয়া বাতি আসিব এখনি।

(প্রস্থান।)

ব্রু। তার মৃত্যু বিনা কভু এ কাজ হবে না সিদ্ধ;
তার প্রতি দ্বেষ মোর নহে স্বার্থ-লাগি;
জন-হিত-তরে শুধু এ মোর শত্রুতা।
মুকুট পরাবে তারে! —ইথে তার স্বভাবেতে
বিকৃতি ঘটিবে কি না তাই শুধু ভাবি।
পরিষ্কার-দিবসেই সর্প দেখা দেয়, আর
তখনি পথিক চলে পথে ভয়ে ভয়ে।

পরাবে মুকুট তারে! তাহা হ'লে, বেশ জেনো
বিষ-দন্ত মুখে তার দেওয়া হবে পূরি';
তখন সে অনায়াসে পারিবে করিতে হানি;
—যা' ইচ্ছা করিবে পরে আমাদের প্রতি।
উচ্চপদে, শকতির হয় অপব্যবহার
—তা-হ'তে যখনি ঘটে দয়ার বিচ্ছেদ।
এ কিন্তু মানিতে হ'বে —সীজারের কুপ্রবৃত্তি
কভু নহে জয়ী তার সুবুদ্ধির পরে।
প্রসিদ্ধ আছে এ কথা: —বিনয় নম্রতা শুধু
তরুণ দুরভিলাষী-জনের সোপান;
—আরোহণ করে যবে থাকে মুখ ফিরাইয়া
সোপান-ধাপের দিকে একদৃষ্টে চাহি;
উঠিলে শিখরে, আর না চাহে ধাপের পানে,
একেবারে তার প্রতি হয় সে বিমুখ।
যে সকল ধাপ দিয়া উঠিল সে ক্রমান্বয়ে,
পরে তাহাদেরি প্রতি করিয়া উপেক্ষা
উর্দ্ধতম আকাশের অতি উচ্চ মেঘ'পরে
একদৃষ্টে একমনে রহে তাকাইয়া।
সীজারো করিতে পারে এইরূপ ব্যবহার,
আশ্চর্য্য বল' তাহে কিবা;
কিন্তু পাছে করে তাই এইজন্য নিবারণ
করিতে হইবে আগে হ'তে।
সীজার এখন যাহা —সে বিষয়ে আমাদের
নাহি কোন বিবাদ-কলহ;

কিন্তু ভাবিতে হবে ঃ— এই যে সীজারে দেখি
—সে যবে বাড়িয়া উঠি
চূড়ান্ত সীমায় আসি' হইবেক উপনীত
তখন সে হইবে কিরূপ ?
সীজারকে মনে করি ভুজঙ্গ-অণ্ডের মত ;
—ফুটাইয়া তুলি যদি এবে,
স্বজাতি-স্বভাব-বশে করিবে দংশন, তাই
অঙ্কুরেই দলিব তাহারে।

(লুশ্যসের পুনঃ প্রবেশ।)

লু। তব কক্ষে, প্রভু ওগো! জ্বালায়েছি বাতি ;
গবাক্ষে খুঁজিতে গিয়া চকমকি শিলা,
পাইলাম এই পত্র—লাক্ষা দিয়া আঁটা, (পত্র প্রদান)
আর আমি জানি বেশ—ছিল না এ পত্র
সেথায়, যখন আমি গেলাম শুইতে।

ব্রু। শোগে যা আবার তুই—এখনো হয় নি ভোর ;
কাল কি নয়রে সেই মার্চ্চ পঞ্চদশ ?

লু। জানি না মশাই আমি।

ব্রু। পাঁজি দেখে আয়।

লু। যে আজ্ঞে, জানিয়া আসি বলিব এখনি।

(লুশ্যসের প্রস্থান।)

ব্রু। বাষ্পময় যে কিরণ উচ্ছ্বসিত নভে
তাহারি আলোকে ইহা পারিব পড়িতে। (পত্র খুলিয়া পঠন)

"ওঠো জাগো হে ব্রুটাস্! ঘুমায়োনা আর,"
—এরূপ অনেক লেখা পেয়েছি কুড়ায়ে।
"র'বে কি রোম"—ইত্যাদি;—পড়ি কথাগুলি
টুকুরা টুকুরা করি'; রহিবে কি রোম
একের শাসনাধীনে—সেই রোমপুরী,
যার পথ হ'তে পূর্ব্বপুরুষেরা মোর
খেদাইল টারকিনে—হ'ল যবে রাজা?
"অগ্নি-বাক্য, আশু কার্য্য, শীঘ্র প্রতীকার";
আমাকে বলিছে বুঝি করিতে বক্তৃতা,
আর সাধিবারে কার্য্য না করি' বিলম্ব?
করি এই অঙ্গীকার রোম তব কাছে :—
চাহ যাহা, তাহে যদি হয় প্রতীকার
—জানিও, ব্রুটাস্ তাহা সাধিবে নিশ্চয়।

(লুশ্যসের পুনঃ প্রবেশ।)

লু। আজি, বটে মার্চ্চের চতুর্দ্দশ দিন। (দ্বারে আঘাত)
ব্রু। দেখে আয়, লুশ্যস্ ওরে—কে ঠ্যালে দুয়ার।

(লুশ্যসের প্রস্থান।)

ক্যাশ্যাস্ যে দিন মোরে করে উত্তেজিত
সীজার বিরুদ্ধে, সেই দিন হ'তে মোর
নিদ্রা নাহি চোখে; কোন ভীষণ সঙ্কল্প
প্রথম যখন হয় মনেতে উদয়,
আর যবে হয় তাহা কার্য্যে পরিণত
—এ দুয়ের মাঝখানে যে কু সময়

তাহা যেন ভয়ঙ্কর—দুঃস্বপন-সম ;
তখন কুমতি-রাণী, আর তাঁর যত
প্রলয়ের সহচরী—সকলে মিলিয়া
করয়ে মন্ত্রণা ঘোর ;—ক্ষুদ্র রাজ্যসম
মনোরাজ্যে বাধি' উঠে বিষম বিপ্লব।

(লুশ্যসের পুনঃ প্রবেশ।)

লু। ভগ্নিপতি ক্যাশিয়াস দ্বারে উপনীত,
সাক্ষাৎ করিতে চান তব সাথে প্রভু।

ব্রু। তিনি কি একাকী ?

লু। প্রভু! আরো আছে লোক।

ব্রু। জানিস্ তাদের তুই ?

লু। না, আমি জানি না।
মুখ দেখি' যাতে আমি না পারি চিনিতে,
টানিয়া পরেছে টুপি দু-কান ঘেঁসিয়া,
ঢেকেছে আর অর্দ্ধমুখ উত্তরীয়-বাসে।

ব্রু। আসুক উহারা ;—সেই বিদ্রোহীর দল।

(লুশ্যসের প্রস্থান।)

ষড়যন্ত্র-কুমন্ত্রণা! লজ্জা হয় বুঝি
দেখাইতে মুখ তোর রজনী-গভীরে
—যে সময়ে দুষ্কর্ম্ম বিচরে অবাধে ?
কেমনে দিবসে তবে পাইবিরে তুই
হেন তমোময় গুহা—যাইয়া যেথায়
বিকট আনন তোর রাখিবি লুকায়ে।

কাজ নাই অন্বেষিয়া ওরূপ প্রদেশ,
বরঞ্চ ও-মুখ তব রাখ্‌রে ঢাকিয়া
হাসিমাখা সৌজন্যে ; কিন্তু যদি তুই
বার হোস্ পথ-মাঝে নিজ মূর্ত্তি ধরি',
ঘোর রসাতলো তোরে নারিবে লুকাতে।

(ক্যাশ্যস্, ক্যাস্কা, ডিশ্যস্, সিনা, মেটেলাস্, সিম্বর ও
ট্রিবিবোনিয়াসের প্রবেশ।)

ক্যা। এ-তব বিশ্রাম-কালে আসিয়া হেথায়
করিনু ধৃষ্টতা ঘোর ; ব্রুটাস তোমায়
কষ্ট কি দিলাম মোরা ?

ব্রু। উঠিয়াছি আমি ;
আছি জেগে সারা রাতি ; এসেছেন যাঁরা
—এঁদের কি জানি আমি ?

ক্যা। জাননা এঁদের ?
—প্রত্যেকেরে জানো তুমি ; ইহারা সবাই
বিশেষ ভকত তব ; আর, এঁরা চান্,—
—যে শ্রদ্ধা তোমা-পরে আছে ইহাদের
সেই শ্রদ্ধা নিজ প্রতি থাকে যেন তব।
—ইনি ট্রিবোন্যস্ ;

ব্রু। সুখী তব আগমনে।

ক্যা। ডিশ্যস্-ব্রুটাস্ ইনি ;

ব্রু। হইলাম সুখী।

ক্যা। এই ক্যাস্কা, এই সিনা, আর এ সিম্বর।

ব্রু। সকলেরি আগমনে হনু আনন্দিত।
জাগিয়া সমস্ত রাতি সতর্ক-নয়নে
দেখিলে কিছু-কি যাহা চিন্তার বিষয় ?

ক্যা। একটি কথা কি তোমা জিজ্ঞাসিব আমি ?

(ব্রুটাস ও ক্যাশ্যসের মধ্যে চুপি চুপি কথা।)

ডি। এইত গো পূর্ব্বদিক; হয় না কি হেথা
দিবাকরের উদয় ?

সিনা। —না; করিবে মার্জ্জনা,
—হয় এইখানে; আর, ওই যে হোথায়.
শাদা-শাদা রেখাগুলি—যাহে মেঘদল
হয়েছে চিত্রিত—উহা দিবসেরি দূত।

ক্যাস্কা। তোমরা উভয়ি ভ্রান্ত; দেখ গো ভাবিয়া;
এই মোর অসি-অগ্রে দেখাই যে দিক্
সেই দিকে উঠে সূর্য্য দক্ষিণ ঘেঁসিয়া,
—তৌলদণ্ডে মাপে যেন নববর্ষ-ঋতু।
আরো দুই মাস পরে, উত্তরে ঘেঁসিয়া
হইবে উদয়; আর সেই উচ্চ ভানু
—ওই সভাগৃহ-সম—উঠে ঠিক্ হোথা।

ব্রু। মোর হাতে,দাও হাত সবে একে একে।

ক্যা। শপথ করিয়া আর করি এ প্রতিজ্ঞা—

ব্রু। না, না, না, শপথ নহে; লোক-মুখে ব্যক্ত অসন্তোষ,
প্রাণের যন্ত্রণা ঘোর, প্রচলিত কুনিয়ম আর
—এ সব যদি না হয় যথেষ্ট উত্তেজনা-হেতু,
ছাড়ি দিয়া যাও তবে নিজ নিজ অলস শয্যায়;

অত্যাচার উচ্চে বসি অসঙ্কোচে করুক রাজত্ব,
প্রাণ হাতে করি' সবে থাকো চাহি' অদৃষ্টের পানে;
কিন্তু যদি এই সবে থাকে উদ্দীপনা এত
—ভীরু জনো যাহে উঠে জ্বলি,
স্নেহ-বিগলিত-চিত নারীয়ো হৃদয় হয়
বীরভাবে পাষাণ-কঠিন,
তা'হলে হে ভ্রাতৃগণ! অপরে কি কাজ বল'
—ইহাই যথেষ্ট উত্তেজনা।
মহৎ উদ্দেশ্য হেন —তাই কি যথেষ্ট নয়
উত্তেজিতে প্রতিকার তরে?
কি আর বন্ধন চাই? —সম্মিলিত রোমকেরা
গুপ্তভাবে হয়েছে একত্র;
উহারা দিয়াছে কথা, —নাহি হ'বে বিচলিত
তিলমাত্র;—আর কিবা চাই?
সজ্জন, সজ্জন-কাছে হয়েছে বচনে বদ্ধ
—"হয় সিদ্ধি, নয় দেহ পাত।"
পুরোহিত, ভীরুজন, সাবধানী ধূর্ত্ত লোক,
—ইহারাই করয়ে শপথ;
জরাজীর্ণ দুর্ব্বলেরা, অনুতাপী পাপীজন,
—শপথ করে ত ইহারাই।
অন্যায় অধর্ম্ম বলি' যে কাজে সন্দেহ থাকে,
—শপথ করিতে হয় তাহে।
কিন্তু এ ধরম-ব্রতে, অদম্য উদ্যমে এই,
করিও না কলঙ্ক অর্পণ

এইরূপ মনে ভাবি' —আছে এই উচ্চ কাজে
শপথের কোন প্রয়োজন!
আন্তনি কুচক্রী বড়; আর যদি পরে, বুদ্ধি
করিতে পারে নিজ শকতি-সম্বল
তাহা হ'লে সে শকতি প্রসারিত করি' আরো
কষ্ট কিছু দিতে পারে আমাদের সবে।
এরি নিবারণ তরে আমি বলি এই কথা
—সীজার আন্তনি হোক্ উভয়ই নিপাত।

ব্রু। বেশী রক্তারক্তি হ'লে রক্ত-পিপাসুর-মত
দেখিতে হইবে এই কাজ।
আগে করি শিরশ্ছেদ তার পর অঙ্গগুলি
একে একে চোপাইয়া কাটা'.
—সে যেন দেখানো হয় মৃত্যুর পরেও দ্বেষ,
—নহে শুধু মরণ অবধি।
দেখ বিবেচনা করি, আন্তনি সে সীজারের
অঙ্গ ছাড়া নহে আর কিছু;
আর মোরা নাহি বধি ক্রূর কশায়ের মত,
এ মোদের যজ্ঞে বলিদান।
মোদের এ বিদ্রোহিতা, সীজারের আত্মা-সাথে,
—রক্ত কভু না থাকে আত্মায়।
আহা! যদি পারিতাম পরশিতে আত্মা শুধু
না করিয়া অঙ্গচ্ছেদ তাঁর!
কিন্তু হায়! এর তরে অবশ্য করিতে হ'বে
সীজারের উষ্ণ রক্তপাত।

এসো মোরা দিই বলি —যাতে হয় তাহা দিয়া
দেবতাগণের অতি উপাদেয় ভোগ ;
না করি ছেদন যেন তাঁর সেই মৃতদেহ
অপবিত্র কুক্কুরের উপভোগ্য করি'।
চতুর প্রভুরা যথা উত্তেজিয়া নিজ দাসে
হিংসা-কাজে, পরে তারে করয়ে ভৎসনা,
সেইরূপ হয় যেন মোদেরো হৃদয়-ভাব,
—কর্ত্তব্য করি শুধু না দেখায়ে দ্বেষ।
তা'হ'লে বুঝিবে লোকে —আমরা ঘাতক নহি,
কেবল জঞ্জাল মোরা করিতেছি দূর।
এসো তাঁরে করি বধ নির্ভীক অটল ভাবে
—কিন্তু নহে নিষ্ঠুর ঘাতকের-মত ;
আর, সেই আন্তনি —ভেবোনা তাহার কথা,
কেনা জানে—সেঁতো শুধু বাহু সীজারের ;
ছিন্নশীর্ষ সীজারের বাহুটির মত, সেও
না পারিবে করিবারে কারো কোন হানি।

ক্যা। ডরি আমি তবু তারে ; কেননা, যে-অনুরাগ
বদ্ধমূল তার মনে সীজারের প্রতি—

ব্রু। শোনো বলি ক্যাশিয়াস্, ভেবোনা তাহার কথা,
সে শুধু করিতে পারে আপনারি ক্ষতি।
সীজারের মৃত্যু-শোকে ভাবিয়া দিবস-রাতি
অবশেষে মরিবে সে সীজারেরি তরে ;
ভাবনা অসহ্য তার ; জানি আমি বিলক্ষণ—
রঙ্গরসে সঙ্গসুখে তাহার আসক্তি।

ট্রি। তার জন্য নাহি ভয়; বাঁচিয়া থাকে সে যদি,
এর পরে, হাসিবে সে এই কথা ল'য়ে।

(ঘড়িতে ঘণ্টা ধ্বনি।)

ক্র। থামো! ক'টা বাজে?

ক্যাশ্যস্। বাজিল ঘড়িতে তিন।

ট্রি। গৃহ-হ'তে ছাড়িবার এইত সময়।

ক্যা। কিন্তু সে সীজার আজি বাহির হইবে কি না
—এখনো সন্দেহ মোর আছে বিলক্ষণ।
হয়েছে সে আজ কাল বিশ্বাস-প্রবণ বড়;
নিজ-পূর্ব্বমতের যা' সম্পূর্ণ বিরোধী
—সেই মিথ্যা সূচনায়, যজ্ঞফলাফলে, স্বপ্নে,
এবে দেখিতেছি তার অগাধ বিশ্বাস।
এই সব অলক্ষণ, রজনীর এই সব
অজ্ঞাতপূর্ব্ব ঘোর বিভীষিকা-রাশি,
দৈবজ্ঞ-বচন আর, —হয়তো দিবে না তাঁরে
আসিতে আজিকে এই পৌর-সভাগৃহে।

ডি। সে ভয় কোরোনা কভু; করিয়া থাকেন যদি
এইরূপ মনে, আমি ফিরাব তাঁহারে।
"গাছেতে ঠেকিয়া শৃঙ্গ গণ্ডার পড়য়ে ধরা,
ভল্লুক সে ধৃত হয় দরপণ দিয়া;
গর্ত্তে ধরা পড়ে হাতি, জালে ধৃত হয় সিংহ,
নর বশীভূত চাটুকারের বচনে।"
—এই সব কথা তিনি শুনিতে বাসেন ভাল;
যদি বলি,—"চাটুকার চক্ষুশূল তব,"

বলিবেন তিনি মোরে —"সে কথা বলেছ ঠিক"
—এই চাটুবাক্যে মোর আরো বেশি ভুলি'।
তলে তলে আমি কাজ করিব তাঁহার প'রে,
—ঠিক্ দিকে লয়ে যাব তাঁর মনোগতি;
নিশ্চয় করিয়া আমি কহিতেছি তোমা-সবে
—লয়ে যাব আমি তাঁরে সভাগৃহ পানে।

ক্যা। আমরা সকলে গিয়া লইয়া আসিব তাঁরে;
ব্রু। আটটার ভিতরে;—নহে তাহাই কি সীমা?
সিনা। সেই সে সীমার যেন না হয় ব্যত্যয়।
মেট। জানি আমি, লিগারিয়াস্ ক্রুদ্ধ সীজারের পরে;
কেননা, সে একবার সভা-মাঝে যবে
পম্পের প্রশংসা করে —সীজার তখন তায়
করেছিল অতিমাত্র তীব্র ভৎর্সনা।
কি আশ্চর্য্য! তার নাম তোমাদের কারো মনে
না হ'ল উদয়—তাই ভাবি আমি মনে।
ব্রু শোনো ওহে মেটেলাস্! যাও তার গৃহে তুমি,
আমারে সে বাসে ভাল বিশেষ কারণে।
তারে তুমি মোর কাছে পাঠাও এখনি গিয়া,
আমি তারে বলে-কয়ে করিব প্রস্তুত।
ক্যা। হইল প্রভাত এবে, এখন ব্রুটাস্ তবে
আমরা তোমার কাছে লইনু বিদায়।
ভাই-সব! যাও চলি', ভুলোনা প্রতিজ্ঞা নিজ,
—প্রকৃত রোমক বলি' দেও পরিচয়।

ব্রু। আজিকে তোমরা সবে ধারণ করিবে মুখে
অম্লান অবিকৃত সুপ্রসন্ন ভাব ;
তোমাদের মুখে যেন না হয় ব্যকত কভু
অন্তর্নিহিত গূঢ় সঙ্কল্প নিজের।
রোমক নটের-মত রাখিবে মুখের ভাব
বরাবর একরূপ অক্লান্ত ভাবে।
বিদায় এখন তবে।

(ব্রুটাস ছাড়া সকলের প্রস্থান।)

ওরেরে লুশ্যাস্ !—ওরে !

—গভীর নিদ্রায় মগ্ন ?—নাহি ক্ষতি তায়।
সম্ভোগ কররে তুই বিমল সুষুপ্তি-সুধা,
আমি নাহি দিব তাহে তিলেক ব্যাঘাত।
নাহি তোর মনোমাঝে সে সব কল্পনা-মূর্ত্তি
মস্তিষ্কে আইসে যাহা চিন্তার উদ্বেগে ;
তাই তুই, এইরূপ কেমন নিশ্চিন্ত ভাবে
গভীর নিদ্রার মাঝে আছিস্ মগন !

(পোর্শিয়ার প্রবেশ।)

পো। ব্রুটাস্ ! হৃদয়-নাথ !
ব্রু। কেন গো পোর্শিয়া তুমি
উঠিলে এ অসময়ে ?—কিবা অভিপ্রায় ?
প্রাতের এ তীব্র শীত ও-তব দুর্ব্বল দেহে
লাগানো উচিত নয়, কহিনু তোমায়।

পো। তোমারো উচিত নয়; না জানি কি কার্য্য-বশে,
গেলে তুমি চুপি-চুপি মোর শয্যা ছাড়ি';
আবার, বিগত কল্য সায়াহ্ন-ভোজন কালে,
উঠিয়া সহসা, রাখি বাহু বক্ষ'পরে
করিতে লাগিলে ঘরে ঘন ঘন পায়চালি,
চিন্তামগ্ন হ'য়ে, আর ছাড়ি' দীর্ঘশ্বাস।
কি হয়েছে—জিজ্ঞাসিনু,— রহিলে আমার পানে
তাকাইয়া কটমট করি' তীব্রভাবে;
করিনু জিজ্ঞাসা পুন; —খুঁটিতে লাগিলে মাথা,
ফেলিতে লাগিলে পা সজোরে অধীরে।
তবু জিজ্ঞাসিনু আমি, —না দিলে উত্তর কোন,
হস্তের ইঙ্গিতে শুধু বলিলে যাইতে।
চলিয়া গেলাম আমি —পাছে তব দীপ্ত রোষ
আরো উদ্দীপিত হয়, শুধু এই ভয়ে;
তখন ভাবিনু, বুঝি এ ভাব ক্ষণিক শুধু
—সকলেরি যাহা ঘটে সময়ে-সময়ে;
কিন্তু পরে দেখিলাম, এই ভাবে হয়ে মত্ত,
বাক্য আহার নিদ্রা সব গেছে ঘুচি।
যে ভাব-প্রভাবে তব চিত্ত অভিভূত হেন
—হয় যদি প্রকটিত ও-তব আননে,
তা'হ'লে নিশ্চয় আমি নারিব চিনিতে তোমা
—ব্রুটাস গো! সত্য করি' কহিনু তোমারে।
প্রাণ-সখা! প্রাণেশ্বর! করি তোমা অনুনয়
দুঃখের কারণ তব কহ প্রকাশিয়া।

ব্রু। শরীর অসুস্থ মোর —এইমাত্র, জেনো প্রিয়ে
অপর নাহিক কোন চিন্তার বিষয়।

পো। জানি নাথ, বিজ্ঞ তুমি! যাতে সুস্থ হও পুন
অবশ্য করিবে তুমি তাহার উপায়।

ব্রু। করিতেছি সে উপায়; —লক্ষ্মীটি শোওগে তুমি;

পো। সত্য কি অসুস্থ তুমি?—তাই যদি হয়,
শিথিল বসন পরি', আর্দ্র প্রভাতের বায়ু
নিঃশ্বাসে গ্রহণ করা—তাই কি ঔষধ?
সত্য কি অসুস্থ তুমি? তাহা হ'লে কখনো কি
সুখ-শয্যা ছাড়ি মোর, সাহস করিয়া
রজনীর সংক্রামক অবিশুদ্ধ আর্দ্র-বায়ু
লাগাইতে গাত্রে তব রোগ-বৃদ্ধি তরে?
না গো না ব্রুটাস্, তব এ ব্যাধি মনের ব্যাধি
—কহ মোরে, জানিবারে আমি অধিকারী।
ধরিয়া চরণ তব কাতরে মিনতি করি,
কহ গো আমার কাছে সমস্ত প্রকাশি'।
এক দিন ছিল মোর রূপের যে প্রতিপত্তি
তাঁরি নামে আমি তোমা করি অনুনয়,
প্রণয়-শপথ যত পূর্ব্বে করেছিলে তুমি,
—অনুনয় করি সেই শপথের নামে,
আর, সে মহা-শপথ যাহার প্রভাবে মোরা
দুই দেহ মিশে গিয়া হইলাম এক,
সেই শপথের নামে কহ তব অর্দ্ধাঙ্গেরে
কেন এ বিষণ্ণভাব দেখি তব আজি।

কহ কে-কে এসেছিল আজি রাতে তব কাছে ?
আসিল কয়েক জন—তাহা আমি জানি ;
—সে সব ভীষণ লোক নৈশ-আঁধারেও যারা
নিজ নিজ মুখ সব রেখেছিল ঢাকি'।

ব্রু। পোর্শিয়া লক্ষ্মীটি তুমি পায়ে পড়িয়োনা মোর ;

পো। সাধে কি পড়িগো পায়ে, এখন যে তুমি,
নহ সেই সৌম্য-শান্ত সুধীর ব্রুটাস্ মোর ;
করেছ যে অঙ্গীকার বিবাহের কালে
তার বলে পাব আমি আর সব অধিকার
—শুধু তব গুপ্তকথা না পাব জানিতে ?
মোরা যে একাত্মা দোঁহে —সে কি তবে আংশিক ?
তব সঙ্গে এক সাথে করিব ভোজন,
সুখ-শয্যা বিছাইব, মাঝে মাঝে কব কথা,
—এই কিগো একমাত্র মোর অধিকার ?
তবে-কি বুঝিব আমি —তব সুখ-নগরীর,
উপকণ্ঠে শুধু আমি করিতেছি বাস ?
ইহার অধিক যদি নাহি হয়, তাহা হ'লে
পোর্শিয়া রক্ষিতা—নহে পত্নী ব্রুটাসের।

ব্রু। তুমি ধর্ম্ম-পত্নী মোর, এ বিষণ্ণ হৃদয়ের
রক্ত-বিন্দু-সম তুমি, ওগো প্রিয়তমে !

পো। তাহা যদি সত্য হয়, তব গোপনীয় কথা
শুনিতে আমি কি নহি পূর্ণ অধিকারী ?
মানিলাম নারী আমি, কিন্তু সে এমন নারী
—ব্রুটাস করিল যারে পত্নীত্বে বরণ !

আনিলাম নারী আমি, কিন্তু সেই নারী জেনো
মহাকুলোদ্ভবা, পূজ্য কেটোর দুহিতা!
এ-হেন জনক যার, এ-হেন যাহার পতি
সে কি গো সামান্য এক অবলা রমণী?
খুলে বল' মোর কাছে গোপন-মন্ত্রণা তব,
কখনই করিব না আমি তা' প্রকাশ।
মম ধৈর্য্যদৃঢ়তার প্রমাণো দিয়াছি আমি—
উরুদেশ অস্ত্রক্ষত করিয়া স্বেচ্ছায়;
ধৈর্য্য ধরি, সহিনু তা, —আর আমি পারিব না
ধৈর্য্য ধরি' রাখিতে এ পতির রহস্য?

ক্রু। দেবতা তোমরা সবে! এ-হেন মহত্ত্ব-পূর্ণ
উচ্চমনা স্ত্রীরত্নের যোগ্য কর মোরে।
ওই শোনো, ওই শোনো! কে করে আঘাত দ্বারে,
পোর্শিয়া যাওগো চলি' ক্ষণকাল তরে।
ক্রমশ সময়ক্রমে ও-তব হৃদয়, প্রিয়ে
মম হৃদি-রহস্যের হবে অংশভাগী;
বলিব বুঝায়ে তোমা যে কাজে প্রবৃত্ত আমি,
বিষাদের হেতু কিবা বলিব তাহাও।
যাও শীঘ্র হেথা হ'তে।
(পোর্শিয়ার প্রস্থান।) লুশ্যস! কে ঠ্যালে দ্বার?

(লিগারিয়াসের সহিত লুশ্যসের পুনঃ প্রবেশ।)

লু। কোন এক রুগ্নব্যক্তি চাহে আলাপিতে।

ব্রু। (স্বগত) মেটেলাস্ যার কথা কহিল আমার কাছে
—সে ক্যায়স-লিগার‍্যাস্ আসিয়াছে বুঝি।
ছোঁড়া তুই যারে চলি ;

(লুশ্যসের প্রস্থান।)

তবে বাপু লিগের‍্যাস্!
কি খবর বল, আমি শুনিতে উৎসুক।

লি। ক্ষীণকণ্ঠ-বিনিসৃত এ মোর অভিবাদন
দয়া করি মহাশয় করহ গ্রহণ!

ব্রু। নির্ভীক কেয়াস্! তুমি আজি বাধাইলে পীড়া?
—আহা! যদি সুস্থকায় থাকিতে এখন!

লি। ব্রুটাস্ বলেন যদি করিতে হইবে কোন
মহাকার্য্য—তবে জেনো বেশ সুস্থ আমি।

ব্রু। সেইরূপ আছে এক মহৎ ব্যাপার কোন,
কষ্ট যদি নাহি হয়, শোনো মন দিয়া।

লি। রোমকদিগের পূজ্য আছেন দেবতা যত
তাঁদের শপথ করি কহিতেছি আমি,
—নাই মোর কোন পীড়া; রোমের প্রাণ যে তুমি,
বীরপুত্র, মহাবংশ-হ'তে সমুদ্ভূত,
—তুমি মন্ত্র পড়ি' যেন কোন ক্লিষ্ট প্রেতাত্মারে
এ দেহ হইতে মোর করিলে বাহির।
এবে আজ্ঞা কর মোরে, —এখনি ছুটিয়া যাব,
সাধিব অসাধ্য কাজ, বল'—কি করিব।

ব্রু। হেন কোন কাজ যাহে, অসুস্থ যে সেও সুস্থ হয়।

লিগে। আবার, আছে যে সুস্থ—অসুস্থ কি হইবে না তার ?

ব্রু। সে কথাও ঠিক্ বটে ; কি কাজ—বলিব পরে
সমস্তই তোমার নিকটে ;
এখন যেতেছি মোরা তাঁরি কাছে যাঁর তরে
মোদের এই কার্য্য উপস্থিত।

লিগে। চল' তবে ; নবোৎসাহে প্রজ্জ্বলিত করি' হৃদি
তোমাদের সাথে আমি করিব গমন
—জানিনা কি কাজে ; ইহাই যথেষ্ট—মোরে
ব্রুটাস্ লইয়া যান ;

ব্রু। চল' তবে সাথে।

(প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(রোম।—সীজারের প্রাসাদশালা।)

সীজার। কি দ্যুলোক, কি ভূলোক—কেহ নহে শান্ত আজি রাতে ;
ক্যালিফর্ণি তিনবার বলি উঠে, স্বপনের মাঝে :—
"রক্ষা কর্! সীজারে করিছে হত্যা"—কে আছিস্ ওরে !

ভৃত্য। আজ্ঞে !

সীজার। তুই বলে' আয় —আজি যেন পুরোহিতগণ
যজ্ঞভূমে দিয়া বলি কহে মোরে ফলাফল তার।

(ক্যালিফর্ণিয়ার প্রবেশ।)

ক্যালি। কিবা তব অভিপ্রায় ? —বাহির হইবে না কি প্রভু
—আজিকে নড়িতে নাহি পাবে গৃহ হ'তে।

সীজার। যাইবে সীজার আজি ; অমঙ্গল বিভীষিকা
—তাহাদের ছিল দৃষ্টি আমার পশ্চাতে ;
সীজারের মুখামুখী যখন হইবে তারা
অন্তর্হিত হবে সব মুহূর্ত্তের মাঝে।

ক্যালি। সীজার! কখনো আমি শুভাশুভ সূচনায়
করিনি বিশ্বাস, কিন্তু আজি পাই ভয়।
প্রত্যক্ষ করেছি মোরা নানাবিধ দৃশ্য আজি ;
তা'ছাড়া, পাহারা-কালে রক্ষী একজন,
দেখিয়া ভীষণ দৃশ্য আমারে কহিল আসি ;
—"বিকট সিংহিনী এক প্রসবিল পথে ;
ব্যাদান করিয়া মুখ যত সব গোরস্থান
বাহির করিয়া দিল মৃতদেহগুলা ;
অগ্নিময় বীরগণ যুঝিল মেঘের মাঝে
রীতি-মত সৈন্য-ব্যূহ করিয়া রচনা ;
মন্ত্রসভা গৃহোপরি হইল শোণিত বৃষ্টি,
যুদ্ধ-কোলাহলে নভ উঠিল কাঁপিয়া ;
হ্রেষিতে লাগিল অশ্ব ; মৃতকল্প জন সবে
রুদ্ধকণ্ঠে করিতে লাগিল আর্ত্তনাদ ;
দানা দৈত্য ভূত প্রেত সুতীব্র চীৎকার করি'
ছুটাছুটি করিতে লাগিল পথময়।"
এ-সব সীজার ওগো! অদৃষ্ট-অশ্রুত-পূর্ব্ব,
সত্যই ইহাতে আমি পাইয়াছি ভয়।

সীজার। মহাশক্তি দেবতারা করিল সঙ্কল্প যাহা
কে করিতে পারে বল' তাহার খণ্ডন।

যা হ'বার হোক্, তবু সীজার বাহির হ'বে;
এ সকল বিভীষিকা আর অলক্ষণ
মোর তরে নহে শুধু, বিশ্বজন-হিতাহিত
উহাতে সূচিত হয় নির্ব্বিশেষ ভাবে।

ক্যালি। ভিক্ষুগণ মরে যবে, ধূমকেতু কভু নাহি
দেখা যায় গগনের মাঝে;
কিন্তু যবে মরে রাজা দীপ্ত করি' উল্কাপিণ্ড
দেবতারাও করেন ঘোষণা।

সীজার। ভীরুর মরণ হয় বহুবার মরণের আগে;
বীর যে—সে একবার করেমাত্র মৃত্যু আস্বাদন।
যতেক আশ্চর্য্য আছে সব চেয়ে অধিক আশ্চর্য্য
—লোকে করে মৃত্যুভয়; কেনা জানে এই কথা
—মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, একদিন ঘটিবে নিশ্চয়।

(ভৃত্যের পুনঃ প্রবেশ।)

বল মোরে, কি কহিল দৈববেত্তা পুরোহিতগণ?

ভৃত্য। নড়িতে দিবে না তোমা, প্রভু ওগো, আজিকে তাহারা;
যজ্ঞপশুটার অন্ত্র সমস্তই উৎপাটিল যবে
তবুও গেল না দেখা তাহার সে হৃদয়-প্রদেশ।

সীজার। ভীরু জনে লজ্জা দিতে এইরূপ করেন দেবতা;
সীজার হইবে এই পশুসম হৃদয়-বিহীন
যদি সে বসিয়া থাকে গৃহে আজি বিপদের ভয়ে।
সীজার না করিবে তা'; বিপদ সে জানে বিলক্ষণ
—সীজার বিপদ চেয়ে আরো বেশি বিপদ-জনক।

মোরা দুটি সিংহ-শিশু প্রসূত হয়েছি একই দিনে ;
দোঁহা মাঝে আমি জ্যেষ্ঠ আরো আমি অধিক ভীষণ।
সীজার অবশ্য আজি হইবে বাহির ;

ক্যালি হায় নাথ !
এই ঘোর দুঃসাহসে নষ্ট হ'ল সুবুদ্ধি তোমার ;
বাহির হয়ো না আজি ; পাও নাই ভয় তুমি,
বোলো – আমি পেয়ে ভয় তোমারে রাখিনু আটকিয়া ;
আন্তনিকে পাঠাইব জ্যেষ্ঠদের মন্ত্রণা-সভায় ;
সে গিয়া বলুক সেথা —শরীর অসুস্থ তব ;
তোমার চরণ ধরি' করি এই কাতর-মিনতি।

সী। বলুক আন্তনি তবে —শরীর অসুস্থ আজি মোর ;
রাখিনু তোমারি কথা, আজিকে রহিব আমি গৃহে।

(ডিশ্যসের প্রবেশ।)

এই যে ডিশ্যস্ হেথা ; ওই গিয়া দিউক সংবাদ।

ডি। জয় হোক সীজারের ! ধুরন্ধর সিজারের জয় !
জ্যেষ্ঠদের সভা-গৃহে তোমারে লইতে এনু আমি।

সী। ঠিক সময়েতে তুমি আসিয়াছ বহিতে সন্দেশ ;
বল' গিয়া তাহাদের —আজিকে যাব না আমি সেথা।
যদি বলি, পারিব না, মিথ্যা হ'বে মোর এই কথা ;
আরো মিথ্যা হ'বে, যদি বলি আমি,—না হয় সাহস।
যাইব না আমি আজি —এই শুধু বলিও ডিশ্যস্।

ক্যা। বলিও অসুস্থ তিনি।

সী। সীজার কহিবে মিথ্যা কথা ?

যে সীজার বিস্তারিল রাজ্য তার সমস্ত ধরায়,
বলিতে ডরিবে সে কি সত্য কথা জ্যেষ্ঠদের কাছে ?
বলগে তাদের তুমি —যাইবে না সীজার আজিকে।

ডি। মহান্ সীজার ওগো! বলা চাই একটা কারণ;
নতুবা হাসিবে তারা যদি বলি শুধু ওই কথা।

সী। ইচ্ছাই কারণ মোর —যাইব না এইমাত্র শুধু;
জ্যেষ্ঠগণে সন্তোষিতে জানিবে গো ইহাই যথেষ্ট।
তব সন্তোষের তরে সমস্তই কহিব খুলিয়া
— কেন না তোমার প'রে আছে মোর প্রীতি সমধিকঃ—
ক্যালিফর্ণিয়া আজি, রাখে মোরে আটকিয়া গৃহে;
স্বপ্নে সে দেখিল রাতে —যেন এক প্রতিমূর্ত্তি মোর
উৎসারিছে রক্তধারা শতমুখী ফোয়ারার মত,
আর যত রোমবাসী হৃষ্টপুষ্ট সবল-শরীর
—হাসিতে হাসিতে আসি করে তাহে হস্ত প্রক্ষালন।
তাই, দেবী ক্যালিফর্ণি এই সবে অলক্ষণ গণি',
বিপদ-আশঙ্কা করি', সকাতরে করে অনুনয়,
—যা'তে না বাহির হই, থাকি আজি আপন ভবনে।

ডি। এই স্বপ্নটির ব্যাখ্যা হইয়াছে বিপরীত মত;
অতি শুভ এই স্বপ্ন, —ইথে হয় সৌভাগ্য সূচনা।
এই যে মূরতি তব উৎসারে' শোণিত শতধারে
—যাহাতে রোমকগণ করিতেছে দেহ প্রক্ষালন—
ইহাতে সূচিত হয় — মহাপুরী রোম তোমা হ'তে
নূতন জীবন পাবে —নররক্ত করিয়া শোষণ।
আর, সব প্রধানেরা ব্যগ্র হয়ে আসিবে ছুটিয়া

লইতে সে রক্ত-চিহ্ন প্রসাদের স্মৃতি-চিহ্নরূপে।
দেবী-দৃষ্ট স্বপনের ইহাই প্রকৃত অর্থ জেনো।

সী। বেশ সুনিপুণ ভাবে করিলে ইহার ব্যাখ্যা তুমি।

ডি। বলিলে সংবাদ এক, বুঝিবে,—এ ব্যাখ্যা সত্য কি না।
বলি তবে সে সংবাদ —হ'ল স্থির জ্যেষ্ঠ-সভামাঝে
—মহাত্মা সীজারে আজি করা হবে ভূষিত মুকুটে।
বলিয়া পাঠাও যদি তাহাদের,—আসিবে না তুমি,
—বদ্‌লাতে পারে মত; তা'ছাড়া যদি বা কেহ বলে,
"সভাভঙ্গ করা হোক্ যাবৎ না পত্নী সীজারের
দেখেন সুস্বপ্ন পুন" —হবে তাহা অতি হাস্যকর।
লুকান্ সীজার যদি —কবে নাকি তারা চুপি চুপি
"ওই দেখ, হইয়াছে ভয় আজি সীজারের প্রাণে"!
মার্জ্জনা করিবে মোরে, কহিলাম এই সব কথা
তোমা ভালবাসি বলে';—যুক্তি নত ভালবাসা-কাছে।

সী। কি অলীক ভয় তব দেখ দিকি ক্যালিফর্ণি এবে!
একটু টলিনু আমি—ইহাতেই লজ্জা হয় মোর।
দাও মোর উত্তরীয়, এখনি যাইব আমি সেথা।

(প্লুরিয়াস্, ব্রুটাস্, লিগেরিয়াস্, মেটেলাস্, ক্যাস্কা, ট্রিবোনিয়াস্,
ও সিনার প্রবেশ।)

ওই দেখ, প্লুরিয়াস্ আসিয়াছে লইতে আমারে।

প্লু। সীজার! কুশল তব?

সী। এসো গো প্লুরিয়াস্ হেথায়।
একি! ব্রুটাস তুমিও উঠিয়াছ এত প্রাতঃকালে?
ক্যাস্কা, কুশল তব? কেইয়াস্-লিগেরিয়াস্ ওহে!

যে জ্বরে বিশীর্ণ তুমি —সে যেমন তব শত্রু ঘোর,
সীজারো নহেক তত; ঘড়িতে সময় কত এবে?

ব্রু। সীজার! বাজিল আট;

সীজার। এ শ্রম সৌজন্য তরে
ধন্যবাদ করি তোমা; ওই দেখ আসিছে আন্তনি।

(আন্তনির প্রবেশ।)

আমোদে যে যাপে রাতি সেও আজি উঠিল সকালে;
আন্তনি আছ ত ভাল?

আন্তনি। সীজারেরো জিজ্ঞাসি কুশল।

সীজার। যাত্রার উদ্যোগ কর; দোষী আমি এ বিলম্ব-তরে;
এই যে গো সিনা তুমি!—এই যে মেটেলাস্!—ট্রিবোন্যস্!
তব সাথে হ'বে কথা আজি ঘণ্টা-খানেক ধরিয়া;
মনে যেন থাকে, তব আসিতে হইবে মম গৃহে।
থেকো মোর কাছাকাছি—রবে মোর তা'হ'লে স্মরণে।

ট্রিবো। সীজার! রহিব কাছে; (স্বগত) রহিব এতটা কাছাকাছি
খুব বন্ধু যারা তব করিবে তারাও মনে মনে
—হয় ভাল, থাকি যদি আরেকটু তোমা হ'তে দূরে।

সীজার। এসো এসো বন্ধুগণ! পিও কিছু সুরা মোর সাথে;
তারপর, যাবি মোরা এক সঙ্গে বন্ধুজন সম।

ব্রু। (স্বগত) দেখিবারে সম যাহা, নহে তাহা সমান আসলে
—এই কথা ভাবি যবে বিদীর্ণ হয় মোর হিয়া।

(প্রস্থান।)

তৃতীয় দৃশ্য।

(রোম ; সভাগৃহের নিকটস্থ রাজপথ।)

(একখানি পত্র পাঠ করিতে করিতে আর্টিমিডোরাসের প্রবেশ।)

আর্টি। (পাঠ) সীজার ! ব্রুটাস-সম্বন্ধে সতর্ক হইবে ; ক্যাশ্যস্-সম্বন্ধে সাবধান হইবে ; ক্যাস্কার নিকটে আসিবে না ; সিনার উপর নজর রাখিবে ; ট্রিবোনিয়াস্‌কে বিশ্বাস করিবে না ; ডিশ্যস-ব্রুটাস্ তোমাকে ভালবাসে না ; কেয়াস্ লিগোরিকাসের তুমি অনিষ্ট করিয়াছ। এতগুলি লোক—কিন্তু তাদের সবারই যেন এক মন এক প্রাণ—আর সেই মনপ্রাণ তোমারই প্রতিকূলে নিয়োজিত। যদি তুমি আপনাকে অমর জ্ঞান না কর, তাহা হইলে সতর্ক থাকিবে। বিশ্বস্ততাই ষড়যন্ত্রের অবসর-কাল। সর্ব্বশক্তিমান দেবতারা তোমাকে রক্ষা করুন।

—তোমার ভক্ত
আর্টিমিডোরাস্।

দাঁড়াই হেথায় ; যবে সীজার যাবেন এই পথে,
দিব তাঁরে এই পত্র প্রার্থীজন-আবেদনচ্ছলে।
যখন ভাবিয়া দেখি —এড়াইতে নারে সাধুজন
ঈর্ষ্যার দংশন কভু —কাঁদি উঠে এ মোর পরাণ।
পড় যদি এই পত্র প্রাণ তব বাঁচিবে সীজার !
নতুবা বুঝিব, দৈব মিলিয়াছে চক্রিগণ-সাথে।

(প্রস্থান।)

চতুর্থ দৃশ্য।

(রোম। ব্রুটাসের গৃহের সম্মুখে—রাজপথের অপরাংশ।)

(পোর্শিয়া ও লুশ্যসের প্রবেশ।)

পো। যারে বাছা যারে তুই শীঘ্র যারে জ্যেষ্ঠসভা-গৃহে ;
চাহি না উত্তর তোর, যায়ে তুই এখনি চলিয়া।
এখনো দাঁড়ায়ে কেন ?

লু। কি কাজ বল গো ঠাকুরাণি!

পো। কি কাজ—বলিতে ইহা লাগিবেরে যতটা সময়
তার আগে তুই যেয়ে সেথা গিয়া আসিবি ফিরিয়া।
ওরেরে হৃদয়! তুই দৃঢ় হয়ে থাক্ মোর সাথে ;
রসনা-হৃদয় মাঝে পড়ুক পর্ব্বত-ব্যবধান!
ধরি বুদ্ধি পুরুষের কিন্তু আমি অবলা রমণী ;
কি কঠিন রমণীর গুপ্ত রাখা রহস্য-মন্ত্রণা!

লু। এখনো দাঁড়ায়ে হেথা ? কি করিতে হবে ঠাকুরাণি ?
ছুটে যাব সভাগৃহে —এইশুধু, আর কিছু নয় ?

পো। দেখিয়া আয় রে তুই কেমন আছেন তোর প্রভু।
গেছেন অসুস্থ হয়ে ; দেখিবিরে বিশেষ করিয়া।
—কি করে সীজার এবে, প্রার্থী কে-কে হয় অগ্রসর।
বাছা ওরে শোন তুই! —ও কিসের শব্দ হয় হোথা ?

লু। আমিতো শুনিনি কিছু;

পো। ওরে বাছা, শোন্ ভাল করি' ;
দাঙ্গা-হ্যাঙ্গামার-মত শুনিলাম যেন কোলাহল,
আর সেই শব্দ আসে জ্যেষ্ঠদের সভাগৃহ হ'তে।

(আর্টিমিডোরাসের প্রবেশ।)

লু। শুনি নাই ঠাকুরাণি!

পো। ওরে তুই আয় এই দিকে!

কোথা গিয়াছিলি তুই?

আর্টি। নিজ গৃহে ওগো ঠাকুরাণি।

পো। ঘড়িতে বাজিল ক'টা?

আর্টি। ঠাকুরাণি, বাজে ন'টা এবে।

পো। গেছেন সীজার কিরে এতক্ষণে সভাগৃহ পানে?

আর্টি। এখনো যান্ নি তিনি; আমি গিয়া দাঁড়াব সেথায়

—যখন যাবেন তিনি সভাগৃহে সেই পথ দিয়া।

পো। নাহি কিরে তোর কোন আবেদন সীজারের কাছে?

আর্টি। আছে এক ঠাকুরাণি; দয়া করি' শুনিলে সীজার

মিনতি করিব তাঁরে আত্মরক্ষা-উপায় চিন্তিতে।

পো। জানিস্ কি তবে তুই —কেহ তাঁর করিবেক হানি?

আর্টি। জানিনা কিছুই আমি, তবে হয় বড়ই আশঙ্কা।

কল্যাণ হউক তব; বড় সরু পথ এইখানে;

চলিবে যে-সব লোক সীজারের পিছুনে পিছনে

—জ্যেষ্ঠবর্গ, বিচারক সাধারণ প্রার্থীর দল

—আমা-হেন ক্ষীণজীবি মারা যাবে তাহাদের চাপে।

দাঁড়াইগে আমি তবে একটুকু ফাঁকা জায়গায়;

কহিব সীজারে, যবে যাইবেন সেই পথ দিয়া।

(প্রস্থান)

পো। ঘরের ভিতরে যাই; কি বিষম দুর্ব্বল হায়
রমণী-হৃদয়! নাথ, দেবতারা যেন সবে মিলি
সফল করেন শীঘ্র তোমার সে মহাব্রত আজি!
—বুঝিবা লুশস্ ছোঁড়া শুনিল আমার এই কথা—
ক্রুটাসের আবেদন গ্রাহ্য নাহি করিবে সীজার।
যারে শীঘ্র লুসিয়াস্! ভাল আছি বল্গে প্রভুরে,
—বলিস্ প্রফুল্ল আমি; উত্তরে কি বলেন ক্রুটাস্
আনিয়া সত্বর তুই আসিবিরে এখানে ফিরিয়া।

(সকলের প্রস্থান)

ইতি দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য—রোম-সভাগৃহ ; জ্যেষ্ঠবর্গ আসীন।

সভাগৃহাভিমুখী রাজপথে লোকের জনতা ; তাহার মধ্যে আর্টিমিডোরাস্ ও দৈবজ্ঞ : বাদ্যোদ্যম ; সীজার, ব্রুটাস, ক্যাস্কা, ডিশ্যাস, মেটেলাস, ট্রিবোনিয়াস, সিনা, আন্তনি, লিপিলাস, পপিলাস, প্লুবিয়াস্ প্রভৃতির প্রবেশ।

সীজার। আসিয়াছে মার্চ্চের পঞ্চদশ দিন।

দৈবজ্ঞ। এসেছে, সীজার বটে—হয়নি অতীত।

আর্টি। জয় হোক্ সীজারের !—পড় এই লিপি।

ডিশ্যাস। ট্রিবোনিয়াসের এই আবেদনপত্র
পোড়ো অবসরে—তার বিনীত প্রার্থনা।

আর্টি। সর্ব্বাগ্রে সীজার ওগো ! পড় পত্র মোর ;
আছে কথা ইথে তব নিজের সম্বন্ধে,
মহান্ সীজার ! তুমি কর ইহা পাঠ।

সীজার। মোদের সম্বন্ধে যাহা —দেখিব তা' সকলের শেষে।

আর্টি। সীজার পড় গো ইহা —করিও না তিলার্দ্ধ বিলম্ব।

সীজার। এলোকটা ক্ষিপ্ত না কি ?

প্লুবিয়াস। যা' বেটা, সরে' যা' হেথা হতে।

ক্যাশ্যস্। রাজপথে করেকি প্রার্থনা কেহ ? —চল্ সভা-গৃহে।

(লোকজনের সহিত সভাগৃহে
সীজারের প্রবেশ।
জ্যেষ্ঠগণের আসন হইতে উত্থান।)

পপিল্যস্। মহান্ উদ্যম তব হোক সিদ্ধ—করি এ কামনা।

ক্যাশ্যস্। কিসের উদ্যম ওগো পপিল্যস ?

পপি। হইনু বিদায়।

(সীজারের নিকট অগ্রসর)

ব্রু। কি কহিল পপিল্যস্ ?

ক্যাশ্যস্। কার্য্যসিদ্ধি করিল কামনা।

প্রকাশ হইয়া গেছে বুঝিবা মন্ত্রণা আমাদের।

ব্রু। দেখ দেখ, কি-ভাবে ও যাইতেছে সীজার-সমীপে ;

—দেখ বেশ লক্ষ্য করি'।

ক্যাশ্যস। ক্যাস্কা, শীঘ্র কার্য্য কর শেষ।

বুঝিবা ঘটয়ে বাধা ; ব্রুটাস্! কি করি বল' এবে।

প্রকাশ হইয়া থাকে যদি এই মন্ত্রণা মোদের,

ক্যাশ্যস সীজার কিংবা না ফিরিবে কোন-একজন ;

—মরিব আপন-হাতে।

ব্রু। হয়ো না ক্যাশ্যস বিচলিত;

কহিছে না পপিল্যস মোদের সে মন্ত্রণার কথা ;

সীজারের হাসি-মুখ —নাহি কোন ক্রোধের লক্ষণ।

ক্যাশ্যস। ট্রিবোন্যস্ জানে বেশ —কখন্ সে কাজের সময়।

দেখ তুমি লক্ষ্য করি —আন্তনিকে আনিছে সরায়ে।

(আন্তনি ও ট্রিবোন্যসের প্রস্থান।)

(সীজার ও জ্যেষ্ঠগণের আসনগ্রহণ।)

ডিশ্যস। কোথায় সে মেটেলাস ? এখনি সে গিয়া

দি'ক্ আবেদন তার সীজার-সমীপে।

ব্রু। আছে সে প্রস্তুত ; তুমি কর গিয়া পক্ষ-সমর্থন।

সিনা। দেখ ক্যাস্কা তুমি-ই উঠাবে হাত সর্ব্বপ্রথমে।

ক্যাস্কা। ভাল করি' দেখ ভেবে —আছিত প্রস্তুত সবে মোরা ?

সীজার। সীজার, ও তার এই জ্যেষ্ঠ পরিষৎ আজি,
বল'—কোন্ অন্যায়ের করিবে বিচার ?

মেটেলাস-সিম্বার। প্রবল-প্রতাপ ওই সীজারের শ্রীচরণে
সিম্বার করিছে এই বিনীত প্রার্থনা—
(জানু পাতিয়া উপবেশন।)

সীজার। ওরূপ করিতে আমি সিম্বার নিষেধি তোমা ;
মধুর-বচন, আর চরণ-লেহন
—এই সবে হয় শুধু মূঢ়জন বিচলিত,
সীজার নহেক জেনো সে-ধাতুর লোক।
অতিনীচ ক্ষুদ্র যারা —ওই সবে হয়ে প্রীত
অন্যথা করিতে পারে পূর্ব্বের আদেশ।
এইরূপে টলাইবে সীজারের মন তুমি ?
—ভ্রাতা তব নির্ব্বাসিত উচিত বিচারে।
তার তরে তুমি যদি কাকুতি-মিনতি কর
—দূর করি' দিব তোমা কুকুরের মত।
জানিবে, সীজার কারো না করে অন্যায়, কিম্বা
দণ্ড-হতে বিনা-হেতু না দেয় নিষ্কৃতি।

মেটে। নাহি কি হেথায় কেহ —আমা-চেয়ে মিষ্টভাষে
রহিত করাতে পারে এই নির্ব্বাসন ?

ব্রু। সীজার! এ-হস্ত তব করি আমি চুম্বন
—কিন্তু না চুম্বন করি তোষামোদ-তরে।
এই আকিঞ্চন মোর —প্লুব্যস-সিম্বারে তুমি
নির্ব্বাসন-হতে শীঘ্র দেও অব্যাহতি।

সীজার। কহিছ ক্রটাস তুমি ?

ক্যাশ্যস। সীজার! মার্জ্জনা কর,
মার্জ্জনা করহ তুমি প্লূব্যাস-সিম্বারে ;
—দেখ, ক্যাশিয়াস পড়ে তোমার চরণ-তলে।

সীজার। হইতাম আমি যদি তোমাদের মত,
পারিতে টলাতে মোরে ; হতে যদি পারিতাম
কৃপাপ্রার্থী অপরের, তা হ'লে নিশ্চয়,
প্রার্থনাও অপরের পারিত টলাতে মোরে ;
কিন্তু জেনো, নহি আমি অপরের মত।
আমি স্থির অবিচল ওই ধ্রুব-তারা-সম
—স্থৈর্য্য গুণে অতুল যে গগন-মণ্ডলে।
শোভিছে আকাশে বটে অসংখ্য নক্ষত্র-রাজি
সকলেই জ্যোতির্ম্ময়—সবাই উজ্জ্বল,
কিন্তু তাহার মাঝে আছয়ে একটি শুধু
—যে রহে অচল স্থির আপন আসনে।
সেইরূপ ধরাতেও আছয়ে অসংখ্য জন
—রক্ত-মাংস-বুদ্ধি-বলে যাহারা সমান ;
কিন্তু তাহার মাঝে আছে জানি একজন
—যে শুধু অটলভাবে আছে প্রতিষ্ঠিত।
সে নহে অপর কেহ —সে-আমি সীজার ; আর,
এ কাজেও তার কিছু দিব নিদর্শন।
ছিলাম অটল আমি দিলাম আদেশ যবে
—"এখনি সে সিম্বার হউক নির্ব্বাসিত ;"

অটল এখনো আছি সেই সে আদেশে মোর,
—সিম্বার সে নির্ব্বাসিত রহিবে এখনো।

সিনা। শোনো গো সীজার!—বলি—

সীজার। যাও!—যাও হেথা হ'তে!
তুমি কি উঠাতে চাও অলিম্পস্-গিরি?

ডিশ্যস। মহান্ সীজার ওগো!—

সীজার। দেখিছ না—বুরুটাস্ও
পদতলে পড়ি' করে বৃথা অনুনয়?

ক্যাস্কা। হস্ত সবে এইবার বলুক আমার হয়ে—

(ক্যাস্কা সীজারের গ্রীবাদেশে অস্ত্রাঘাত করায়, সীজার তাহার বাহুধারণ; তাহার পর সীজারের প্রতি অন্য ষড়যন্ত্রিদিগের অস্ত্রাঘাত—সর্ব্বশেষে ব্রুটাসের)

সীজার। ব্রুটাস! তুমিও?—তবে, যায় যাক্ প্রাণ।

(মৃত্যু;—জ্যেষ্ঠবর্গ ও লোকজন হতবুদ্ধি হইয়া পলায়ন।)

সিনা। জয়! জয়! বল সবে, —অত্যাচারী হইল নিপাত,
দাসত্ব ঘুচিয়া গেল, স্বাধীন হইনু সবে আজি।
যাও ছুটি', ঘোষো ইহা উচ্চকণ্ঠে রাজপথময়।

ক্যাশ্যস। কেহ কেহ যাও চলি' বক্তার বক্তৃতা-বেদি-পরে।

ব্রু। জ্যেষ্ঠবর্গ!—পৌরজন! ভয় নাই, ভয় নাই কোন;
স্থির হও, পলায়ো না; —দৌরাত্ম্যের হ'ল প্রতিশোধ।

ক্যাস্কা। ব্রুটাস! যাও গো তুমি বক্তৃতা-বেদির নিকটে।

ডিশ্যস্। ক্যাশ্যাস্ যাউক সেও।

ব্রু। কোথায় সে প্ল বিয়াস এবে?

সিনা। —আছে হেথা ; এ বিদ্রোহে গিয়াছে সে হতবুদ্ধি হয়ে।

মেটে। দলবদ্ধ হয়ে সবে একসঙ্গে থাক কাছাকাছি।

ব্রু। না হে না—কিসের ভয় ? প্লুব্যস ! নিশ্চিন্ত হও তুমি।
কেহ না তুলিবে হাত তোমা-পরে, কিম্বা অন্য কোন
পৌরজন-পরে ;—তুমি বুঝাইয়া বল' তাহাদের।

ক্যাশ্যস। যাও চলি হেথা-হতে ; কি জানি যদি বা কোন দল
আমাদের প্রতি করে আক্রমণ, আর যদি তাহে
হানি কিছু হয় তব এই ঘোর বার্দ্ধক্যের কালে।

ব্রু। সেই ভাল ; যারা এই কাজে লিপ্ত—আমরা ব্যতীত
আর কেহ নাহি হয় যেন এই বিপদের ভাগী।

(ট্রিবোনিয়াসের পুনঃপ্রবেশ।

ক্যাশ্যস। কোথায় আন্তনি এবে ? —তাহারেত নাহি দেখি হেথা।

ট্রি। পলাইয়া গিয়াছে সে নিজগৃহে হতবুদ্ধি হয়ে।
স্ত্রী পুরুষ শিশু সব একদৃষ্টে রহে তাকাইয়া,
কভু বা চীৎকার করে, কভু পথে করে ছুটাছুটি,
প্রলয়ের কাল যেন হইয়াছে এবে উপস্থিত।

ব্রু। কহ শুনি হে বিধাত এবে তব কিরূপ বিধান ;—
মরিব তা' জানি মোরা, কিন্তু কবে আসিবে সে দিন
তারি তরে যত চিন্তা সবাকার থাকিতে জীবন।

ক্যাস্কা। লয় যে হরণ করি' জীবনের বিশ বর্ষ কাল,
করয়ে হরণ সে-ত মৃত্যু-ভয় তত-বরষের।

ব্রু। তা' যদি স্বীকার কর তবে-ত সে মৃত্যু হিতকারী ;
মোরা যে কমায়ে দেছি সীজারের মৃত্যু-ভয়-কাল,

মোরা-ত তা' হ'লে তাঁর হিতৈষী পরম সুহৃৎ।
নতকায় হও সবে পুরবাসী রোমক তোমরা!
নতকায় হয়ে সবে এস মোরা করি প্রক্ষালন
মোদের সমস্ত হাত তপ্ত এই সীজার-শোণিতে;
সিক্ত করি' অসি তাহে এস মোরা যাই সবে চলি'
বণিক-চত্বর-মাঝে; আর সেই রক্ত-অসি ঘুরাইয়া
মোদের মস্তকোপরি উচ্চকণ্ঠে এস সবে বলি :—
"হ'ল শান্তি, হ'ল মুক্তি —জয় জয়! স্বাধীনতা জয়!"

ক্যাশ্যস। রক্তে তবে ধোও হাত; কত-কত ভবিষ্যৎ যুগে,
কত নব-নব রাজ্যে, কত-কত অজ্ঞাত ভাষায়,
মোদের এ নাট্যরঙ্গ অভিনীত হবে পুনর্ব্বার!

ব্রু। সীজারের দেহ হতে —শুধু রঙ্গ-অভিনয়চ্ছলে—
কত-কত বার আরো না জানি হইবে রক্তপাত;
সেই দেহ সীজারের পড়িয়া রয়েছে এবে
পম্পে-প্রতিমূর্ত্তি-তলে অতি তুচ্ছ ধূলির-সমান।

ক্যাশ্যস। হবে তার রক্তপাথ যতবার বলিবে লোকেরা
—আমরা কয়েক জন স্বাধীনতা আনিলাম রোমে।

ডিশ্যস। সেথা কি চলিব তবে?

ক্যাশ্যস। হাঁ, হাঁ, চল তোমরা সবাই,
ব্রুটাস হবেন নেতা; আর, যাবে তাঁর পিছে পিছে
অলঙ্কৃত করি' পথ যত বীর-পুরুষ রোমের।

ব্রু। চুপ্! কে আসে হেথায়?

(একজন ভৃত্যের প্রবেশ।)

এযে দেখি ভৃত্য আন্তনির।

ভৃত্য। আদেশিলা প্রভু মোরে :— "এইরূপ ক্রটাসের পদে
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি' বলিবিরে এই কথাগুলি ;"
—ক্রটাস উদার-চেতা, বীর্য্যবান, সুবিজ্ঞ, সজ্জন ;
ভালবাসি ক্রটাসেরে, যথোচিত করি শ্রদ্ধা তাঁরে ;
সীজারের প্রতি মোর ছিল ভয়, শ্রদ্ধা, ভালবাসা।
যদি অনুগ্রহ করি' ক্রটাস আসিতে দেন কাছে,
বলেন বুঝায়ে মোরে —কোন্ দোষে সীজার নিহত
তাহা হ'লে আন্তনি জীবন্ত এ ক্রটাসের চেয়ে
কভু না বাসিবে ভাল গতপ্রাণ সেই-সে সীজারে ;
তাহ'লে সে ক্রটাসেরি হইয়া সম্পূর্ণ অনুগত
তাঁর এ অপরীক্ষিত নবরাজ্যে, বিপদে আপদে,
থাকিবে তাঁহার সাথে বিশ্বস্ত অনুচর সম।
—এইরূপ প্রভু মোর আদেশিলা কহিতে তোমায়।

ক্রু। জানি আমি প্রভু তব অতি বিজ্ঞ সাহসী রোমক ;
কভু তাঁরে ভাবি নাই তিলমাত্র ন্যূন তাহা চেয়ে ;
কহিবে তাঁহাকে তুমি আসিবারে হেথায় নির্ভয়ে ;
বুঝাইয়া দিব তাঁরে ; আর, করি এই বাক্য দান
—হইবে না কোন হানি, ফিরিবেন অক্ষতশরীরে।

ভৃত্য। এখনি যাইয়া আমি সঙ্গে করি' আনিব তাঁহায়।

(প্রস্থান।)

(আন্তনির পুনঃ প্রবেশ।)

ক্রু। এসো গো আন্তনি এসো!

আন্তনি। তুমি সেই মহান্ সীজার,
আছ শুয়ে নিম্নভূমে? —সঙ্কীর্ণ ক্ষুদ্র এই স্থানে?

বিদায় বিদায় সখা!
কিবা তব অভিপ্রায়;
অপরাধী আর কেবা;
এই ঠিক শুভক্ষণে,
আমারে করহ হত্যা
যে অসি করিল পান
এবে ওই হস্ত যাহা
—ওই হস্তে কর পূর্ণ
সহস্র বৎসরো যদি
এ হেন মুহূর্ত্ত শুভ
মরণের হেন স্থান,
গণিব সৌভাগ্য বলি'—
আর, যত যুগ-নেতা

ব্রু। হে আন্তনি! করিও না
মোদের এ কার্য্য হেরি'
সহসা ভাবিতে পার
কিন্তু না দেখিতে পাও
—সে হৃদি দয়ার্দ্র অতি;
সমস্ত দেশের দুঃখ
(অনলে অনল যথা
ধার-হীন অকর্ম্মণ্য
না ধরে মোদের বাহু
ভ্রাতৃভাবে, বন্ধুভাবে,
করিতে তোমা

নাহি জানি মহাশয়গণ
—আর কার হবে রক্তপাত,
আমি যদি হই সেই জন,
সীজারের শুভমৃত্যুকালে,
ভাগ্যবান ওই অসি দিয়া
সর্ব্বোত্তম রক্ত ধরা-মাঝে।
সদ্যক্ষত-রক্তে রক্তময়
তোমাদের মনের বাসনা।
বাঁচি আমি, তবু না পাইব
—শুভদিন মরিবার তরে।
হেন মৃত্যু-সাধন-উপায়
যদি মরি সীজারের পাশে,
বাছা-বাছা মহাত্মার হাতে।
মৃত্যু-ইচ্ছা মোদের নিকটে;
—হেরি' এই রক্তমাখা হাত,
মো-সবারে ঘাতক নিষ্ঠুর;
তুমি এই হৃদয় মোদের;
এ কার্য্য করেছি মোরা
অত্যাচারে হইয়া কাতর;
—দয়াতেই দয়া হয় দূর)
এই অসি তোমার সম্বন্ধে;
প্রতিহিংসা-বিদ্বেষের বল;
অনুরাগ-শ্রদ্ধা-সহকারে
প্রস্তুত, এ হৃদয় মোদের

ক্যা। উপাধি-মান-সম্ভ্রম　　পদমর্য্যাদার বিতরণে
তব মতামত হবে　　অন্য-সম সমান প্রবল।

ব্রু। এবে শুধু ধৈর্য্য ধরি'　　থাকো তুমি ক্ষণকাল-তরে,
যাবৎ না পারি মোরা　　প্রশমিতে এ মহা-জনতা
—আতঙ্কে বিহ্বল যারা;　　তার পর তোমার নিকটে
কহিব, কি হেতু আমি　　করিলাম এ কার্য্য ভীষণ,
—সেই আমি—ছিল যার　　ভালবাসা বধিবারো কালে।

আ। তব বিবেচনা-পরে　　নাহি মোর তিলেক সংশয়;
দেও এবে তোমাদের　　প্রত্যেকের রক্তমাখা হাত;
প্রথমে ব্রুটাস, আমি　　তব হস্ত করিব গ্রহণ;
তারপর ক্যাশিয়াস;　　এইবার ডিশুস তোমার;
এইবার মেটেলাস;　　—সিনা তব; এইবার এসো
সাহসী ক্যাস্কা তুমি;　　ট্রিবোন্যাস সকলের শেষ;
—শেষ, কিন্তু নহ লেশ　　কম প্রিয় অন্য-সবা চেয়ে;
সবাই সম্ভ্রান্ত অতি—　　কিন্তু হায়! কি কহিব আমি?
আর কি আছয়ে মোর　　প্রতিপত্তি তোমাদের কাছে?
এখন তোমরা কভু　　ভালভাবে না দেখিবে মোরে;
—হয় ভীরু, নয় নীচ　　তোষামোদী বলিবে আমায়।
সীজার! সত্যই আমি　　তোমারে যে বাসিতাম ভাল;
তোমার প্রেতাত্মা যদি　　আসি' এবে করে দরশন,
—তব শব-পার্শ্বে আমি　　মিত্রভাবে—শান্তি-সুখ-কামে,
লইতেছি নিজহাতে　　রক্তমাখা শত্রুদের হাত,
পাবে না কি তুমি তাহে　　মৃত্যু-চেয়ে অধিক যাতনা?
যতগুলি অস্ত্র-ক্ষত　　রহিয়াছে ও-তব শরীরে,

ততগুলি আঁখি যদি থাকিত আমার, আর যদি
তাহা হতে অশ্রুধারা ক্ষত-স্রুত-রক্তধারা-সম
বহিয়া যাইত বেগে, হ'ত তবে মোর যোগ্য কাজ ;
—এ মৈত্রী-বন্ধন চেয়ে সুশোভন হ'ত সমধিক।
মার্জ্জনা করিবে সখা ! রুখিয়া দাঁড়ালে হেথা
আত্মরক্ষি-মৃগ-সম ; হেথায় পড়িয়া গেলে ভূমে ;
আর হেথা এই সব ব্যাধগণ আছে দাঁড়াইয়া
রঞ্জিত হইয়া ওই শিকারের লোহিত শোণিতে !
জগৎ! তুমিই ছিলে এ হেন মৃগের বনভূমি ;
আর ও-হৃদয় ছিল সমস্ত জগতের হৃদি ;
হেথা তুমি মৃগসম শতনৃপতির অস্ত্রাঘাতে
নিহত হইয়া আহা আছ শুয়ে অতি দীনভাবে।

ক্যাশ্যস। শোনো বলি আন্তনি !—

আন্তনি। মার্জ্জনা করিবে তুমি মোরে ;
সীজারের শত্রু যারা তারাও বলিবে এইরূপ ;
একথা বন্ধুর মুখে একটুও নহেক অধিক ;
বরঞ্চ নাহিক ইথে জ্বালাময় যথেষ্ট আবেগ।

ক্যাশ্যস। এইরূপ স্তুতিবাদ করিছ যে তুমি সীজারের
দূষি না তোমায় আমি ; কেবল জিজ্ঞাসি এই কথা
—কি ভাবে মিলিতে চাও তুমি এবে মোদের সহিত ?
চাহ কি গণিত হ'তে আমাদের বন্ধুগণ-মাঝে,
কিম্বা মোরা যাব চলি তোমা-পরে না করি নির্ভর ?

আন্তনি। আমি-ত লইয়াছিনু বন্ধুভাবে হস্ত তোমাদের ;
কিন্তু দেখিলাম যবে সম্মুখে এ সীজারের দেহ

—হইলাম বিচলিত, বন্ধু মোর সবাই তোমরা,
ভালবাসি সবারেই; শুধু আছি এই আশা-ভরে,
বলিবে তোমরা মোরে —কি হেতু কিসের লাগিয়া
ভয়ানক লোক বলি' ঠাহরিলে তোমরা সীজারে।
ব্রু। তা যদি না ভাবিতাম নিষ্ঠুর হইত এই কাজ।
কিন্তু আছে আমাদের হেন ন্যায্য সুসঙ্গত হেতু,
পুত্র-ও হইতে যদি সীজারের তুমি গো আন্তনি,
শুনিয়া মোদের কথা ন্যায্য বলি' করিতে স্বীকার।
আন্তনি। তাই শুধু চাই আমি; আর, আমি করি এ প্রার্থনা,
যেন এই মৃতদেহ নীত হয় বণিক-চত্বরে,
তথায় বলিব কিছু বন্ধুভাবে অন্ত্যেষ্টির কালে।
ব্রু। অবশ্য হইবে তাহা যাহা তুমি করিছ প্রার্থনা।
ক্যাশ্যস। ব্রুটাস! শোনোগো বলি—
(চুপি চুপি ব্রুটাসের প্রতি)
—বুঝিছ না কি-করিছ তুমি!
আন্তনি কহিবে কথা দিওনা তোমার মত তাহে;
ব্রুটাস্, জাননা তুমি কতটা হইবে বিচলিত
জনসাধারণ সবে আন্তনির শুনিয়া বক্তৃতা।
ব্রু। ও কথা কি বলিতেছ- অমিই উঠিয়া বেদি-পরে
বলিব প্রথমে, কেন বধিলাম সীজারে আমরা।
আন্তনি বলিবে যাহা —করিব তাহার প্রতিবাদ;
মোদেরি সম্মতি লয়ে বলিতে সে পারিবে সেথায়;
অন্ত্যেষ্টির অনুষ্ঠান সমস্তই হবে বিধিমতে;
এই কাজে লাভ বই কোন ক্ষতি নাহি আমাদের।

ক্যাশ্যস। (চুপি চুপি ব্রুটাসের প্রতি।)

কি জানি কি ঘটে তায় —মোর কিন্তু লাগিছে না ভাল।

ব্রু। আন্তনি যাওগো লয়ে সীজারের এই মৃতদেহ ;
অন্ত্যেষ্টির বক্তৃতায় মোদের দূষিতে নাহি পাবে,
যত ইচ্ছা, সীজারের গুণ শুধু করিবে কীর্ত্তন ;
বলিবে—কহিছ কথা আমাদেরি অনুমতিক্রমে ;
নতুবা এ অন্ত্যেষ্টিতে কোন হাত থাকিবে না তব।
যে বেদিতে উঠি আমি প্রথমে করিব সম্ভাষণ,
তুমিও সেথায় গিয়া কহিবে, আমার হ'লে শেষ।

আন্তনি। আচ্ছা তাই হবে ; আমি নাহি চাই ইহার অধিক।

ব্রু। যাই মোরা ; তুমি এসো শব লয়ে মোদের পশ্চাতে।

(আন্তনি ব্যতীত আর সকলের প্রস্থান।)

আন্তনি। হা! সীজার! তুমি এবে শোণিতাক্ত মৃৎপিণ্ড সম।
ক্ষম' সখা!—করিতেছি এই সব কশায়ের সাথে
হেন নম্র ব্যবহার ; অতীত মহাত্মাগণ-মাঝে
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলে তুমি ; ধিক্! সেই হস্ত কলঙ্কিত
যে করিল এ অমূল্য দুর্লভ দেহের রক্তপাত।
তব অস্ত্রক্ষতগুলি খুলিয়া রক্তিম ওষ্ঠ নিজ
অনুনয় করে মোরে নির্ব্বাক্ নীরব ভাষায়
—যেন এ রসনা মোর মর্ম্মব্যথা কহে তাহাদের।
এই শোন্ শোন্ তবে করি আমি ভবিষ্যদ্‌বাণী ;
—দেবতার অভিশাপ পড়িবে সে চক্রিদল-পরে ;
সমস্ত ইতালি দেশে গৃহযুদ্ধ বাধিবে বিষম ;
রক্তারক্তি হত্যাকাণ্ডে, আর সব ভীষণ ব্যাপারে,

দেশের সমস্ত লোক অভ্যস্ত হইবে এমনি
—জননীরা হাসিমুখে দেখিবে কোলের শিশু
অস্ত্রাঘাতে ছিন্নভিন্ন নিদারুণ ভীষণ সংগ্রামে ;
দয়ামায়া যাবে সব —নৃশংসতা হবে প্রচলিত।
সীজারের প্রেত-আত্মা —উন্মত্ত প্রতিশোধ লাগি—
যমদূত সঙ্গে করি' সদ্য আসি' যমপুরী-হতে,
দাঁড়ায়ে সীমান্তদেশে রাজকণ্ঠে দিবেন আদেশ ;
—"হোক্ সব ছারখার" এই বলি' দিবেন ছাড়িয়া
যুদ্ধের পিশাচ যত ; অমনি হত্যাকাণ্ডে ধরা
আচ্ছন্ন হইয়া যাবে ; রাশি রাশি মৃতদেহ-হতে
পূতিগন্ধ বাহিরিয়া পরিব্যাপ্ত হইবে আকাশে ;
শবগুলা করিবেক আর্ত্তনাদ কবরের তরে।

(একজন ভৃত্যের প্রবেশ।)

অক্টোভ্যাস সীজারের ভৃত্য বুঝি তুই ?

ভৃত্য। তাই বটে।

আন্তনি। সীজার লিখিল পত্র তাঁহারে আসিতে রোমপুরে।

ভৃত্য। পাইয়া সে পত্র তিনি আসিছেন সত্বর হেথায় ;
আর তিনি বলিলেন —এই কথা তোমারে জানাতে।
(সীজারের মৃতদেহ দর্শন করিয়া।)
হা ! সীজার !

আন্তনি। দেখিতেছি বক্ষ তোর উঠিয়াছে ভরি' ;
একটু বিরলে গিয়া প্রাণ খুলি' কর্ অশ্রুপাত।

শোকাবেগ সংক্রামক ; তব নেত্রে অশ্রুবিন্দু হেরি'
ভরিয়া উঠেছে জলে মোরো এই নয়ন-যুগল।
আসিছেন প্রভু তব ?

ভৃত্য। আজি রাতে থাকিবেন তিনি
কোনো স্থানে—রোম-হতে দশক্রোশমাত্র ব্যবধান।

আন্তনি। সত্বর ফিরিয়া যাও —বল' গিয়া যা' ঘটিল হেথা ;
বল,' রোম শোকাচ্ছন্ন, রোম এবে ভয়ঙ্কর স্থান,
নিরাপদ নহে রোম এখনো সে সীজারের তরে ;
যাও শীঘ্র হেতা-হতে —না, না, না, দাঁড়াও একটুকু ;
যাবৎ না লয়ে যাই মৃতদেহ বণিক-চত্বরে
চলিয়া যেওনা তুমি ; ওই সব রক্ত-পিশাচের
নৃশংস আচরণ কি ভাবে গ্রহণ করে সবে
—স্বচক্ষে দেখিয়া গিয়া জানাইবে সমস্ত তাঁহায়।
এসো তবে লয়ে যাই সীজারের এই মৃতদেহ ;
একটু লাগায়ে হাত তুমিও সাহায্য কর মোরে।

(শব লইয়া প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য রোম, বণিক-চত্বর।

(একদল পৌরজনের সহিত ব্রুটাস ও ক্যাশ্যাসের প্রবেশ।)

পৌরজন। আমরা বুঝিতে চাহি,— ভাল করি' চাহি বুঝিবারে

ব্রু। এস তবে বন্ধুগণ ! শোনো আসি' বক্তব্য আমার।
ক্যাশিয়াস ! যাও তুমি অন্য রাজপথে ;—সেথা গিয়া
বিভাগ করিয়া দেও যত সব জনতার লোক।

যাহারা শুনিতে চায় মোর কথা, তারা থাক্ হেতা ;
আর যারা ইচ্ছা করে ক্যাশুসের কথা শুনিবারে,
তারা যাক্ তার সাথে ; কি কারণে সীজার নিহত
সমস্ত হইবে ব্যক্ত প্রকাশ্যে লোকের সমীপে।

প্রথম পুরবাসী। আমি চাহি শুনিবারে ব্রুটাসের কথা।

দ্বিতীয়। আমি শুনিবারে চাই—ক্যাশ্যস কি বলে ;
তাহ'লে পারিব মোরা মিলায়ে দেখিতে
উভয়েরি হেতুবাদ—শুনিয়া দোঁহারে।

(কতিপয় পৌরজন-সহ ক্যাশুসের প্রস্থান।)

(বক্তৃতা-স্থানে ব্রুটাসের প্রবেশ।)

তৃতীয়। চুপ্! চুপ্! উঠেছেন ব্রুটাস বেদিতে।

ব্রু। শেষ পর্য্যন্ত যেন থাকে ধৈর্য্য তব।
রোমকগণ, ভ্রাতৃগণ, বন্ধুগণ!

আমার যা' বক্তব্য তোমরা শোনো ; আর যদি শুন্‌তে ইচ্ছা কর—সকলে নিস্তব্ধ হও। আমার সততায় তোমরা বিশ্বাস কর ; আর যদি বিশ্বাস কর্‌তে চাও—আমার কথায় শ্রদ্ধা স্থাপন কর। আমার কার্য্যের ভালমন্দ তোমরা বিচার কর ; আর যদি সুবিচার কর্‌তে চাও—তোমাদের বুদ্ধিকে সজাগ রাখো।

উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে যদি এখানে সীজারের কোন প্রিয়বন্ধু থাকেন, আমি তাঁকেই বল্‌চি—সীজারের প্রতি ব্রুটাসের যে ভালবাসা—সে ভালবাসা তাঁর-চেয়ে কোন অংশেই কম নয়। তাতে যদি সেই বন্ধু জিজ্ঞাসা করেন,—

কেন তবে ব্রুটাস সীজারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করলেন?—তার উত্তর এই:—আমি যে সীজারকে কম ভালবাসতেম তা'নয়—আমি ভালবাসি রোমকে আরো অধিক। তোমরা কি ইচ্ছা কর, শুধু সীজার জীবিত থাকে, আর অন্যেরা দাসত্ব করে' মরে,—না, বরং সীজারের মৃত্যু হয়, আর অন্য সকলে স্বাধীনভাবে জীবনধারণ করে?

সীজার আমাকে ভালবাস্‌তেন,—আমি তাঁর জন্য অশ্রুপাত করি; তিনি সৌভাগ্যবান ছিলেন,—আমি তাঁকে সম্মান করি; কিন্তু তিনি রাজত্বলোলুপ আত্মম্ভরী ছিলেন, তাই আমি তাঁকে বধ করেছি। অশ্রু—ভালবাসার জন্য; আনন্দ—সৌভাগ্যের জন্য; সম্মান—বীর্য্যের জন্য; আর মৃত্যু—তাঁর সেই সর্ব্বগ্রাসী আত্মম্ভরিতার জন্য।

কে আছে এমন নীচ এখানে, যে দাস হতে ইচ্ছা করে?—যদি কেহ থাকে বলুক্;—তার কাছে আমি অপরাধী। কে আছে এমন অসভ্য এখানে, যে রোমক হতে ইচ্ছা না করে?—যদি কেহ থাকে, বলুক্;—আমি তার কাছে অপরাধী। কে আছে এমন নরাধম এখানে, যে আপনার দেশকে ভাল না বাসে?—যদি কেহ থাকে, বলুক;—আমি তার কাছে অপরাধী। প্রত্যুত্তরের অপেক্ষায় রইলেম।

পৌরজন। কেহ না, ব্রুটাস্, কেহ না।

ব্রু। তাহ'লে কারও কাছে আমি অপরাধী নই। আমি সীজারের প্রতি যেরূপ আচরণ করেছি, তোমরাও ব্রুটাসের প্রতি ঠিক্ সেইরূপ আচরণ করতে পারতে। তাঁর মৃত্যুর

হেতুবাদ, পৌরসভার কার্য্যবিরণীতে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। যে বিষয়ে তাঁর যোগ্যতা ছিল, তার কিছুমাত্র লাঘব করা হয় নি, কিম্বা যে দোষের জন্য তাঁর মৃত্যু হ'ল, তাও কিছুমাত্র বাড়িয়ে বলা হয় নি।

(সীজারের মৃতদেহ লইয়া আন্তনি প্রভৃতির প্রবেশ।)

এই যে, শোকার্ত্ত আন্তনি সীজারের মৃতদেহ নিয়ে এখানে উপস্থিত। যদিও এই মৃত্যুতে আন্তনির কোন হাত ছিল না, তবু এর যা' শুভফল, তা' তিনি সমস্তই ভোগ করতে পাবেন ; আমাদের এই সাধারণতন্ত্রের মধ্যে, তাঁরও জন্য একটা পদ নির্দ্দিষ্ট থাক্‌বে। আর, তোমাদের কার্ জন্যই বা না থাক্‌বে ? এখন এই শেষকথাটি বলে' আমি এখন এখান হতে বিদায় হই :—রোমের হিতের জন্যই আমার প্রিয়তম বন্ধুকে আমি হত্যা করেছি। যে ছুরিকা সীজারের হৃদয় বিদ্ধ করেছে, সেই ছুরিকাই আমার নিজের জন্য রক্ষিত। যদি কখন আমার দেশ, আমার মৃত্যু আবশ্যক বলে' মনে করে, তখন সেই ছুরিকা দিয়েই আমার নিজের হৃদয় বিদ্ধ করব।

পৌরজন। বেঁচে থাকো ব্রুটাস্—বেঁচে থাকো—বেঁচে থাকো।

১ম পুরবাসী। এসো আমরা জয়জয়কার ক'রে, ব্রুটাসকে বাড়ী পৌঁছে দি।

দ্বিতীয়। যেখানে ওঁর পূর্ব্বপুরুষের প্রতিমূর্ত্তি আছে, এসো সেই খানে আমরা ওঁরও একটা প্রতিমূর্ত্তি রেখে দি।

তৃতীয়। উনিই আমাদের সীজার হোন্।

চতুর্থ। সীজারের যা'কিছু ভালগুণ ছিল সমস্তই ব্রুটাসে আছে, মুকুটটা ওঁরই মাথায় পরিয়ে দেওয়া যাক্।

প্রথম। জয়জয়কার করতে করতে ওঁর বাড়ীতে আমরা ওঁকে নিয়ে যাই চল।

ব্রুটাস্। ভ্রাতৃগণ!

দ্বিতীয়। চুপ্! চুপ! ব্রুটাস্ কি বলচেন শোনো।

প্রথম। আরে, তোমরা চুপ কর না।

ব্রুটাস্। ভ্রাতৃগণ! একা আমি করিব প্রস্থান হেথা হতে;
সীজারের মৃতদেহ, আর তাঁর স্তাবক আন্তনি.
—এ দোঁহার কাছে থাকি' অলঙ্কৃত কর এই স্থান
তোমরা সকলে;—আমি করি এই অনুনয় এবে।
বক্তৃতা করিতে মোরা আন্তনিরে দিয়াছি সম্মতি;
যাবৎ না আন্তনি বক্তৃতা করেন সমাপন
আমি ছাড়া একজনো যেন নাহি করয়ে প্রস্থান,
—এই এ মিনতি মোর।

১ম পুরবাসী। থাকো সবে, শুনিব আমরা
মার্ক আন্তনির কথা।

তৃতীয়। উঠুন আন্তনি বেদি-পরে;
শুনিব তাঁহার কথা;— ওঠো তুমি মহাত্মা আন্তনি।

আন্তনি। ব্রুটাসের জন্য আজি লভিনু এ অনুগ্রহ তব।

(বেদীর উপরে আরোহণ।)

চতুর্থ। ব্রুটাসের নামে এবে কি বলেন উনি?

তৃতীয়। কহিছেন,—
—ব্রুটাসের জন্য উনি লভিলেন এই অনুগ্রহ।

চতুর্থ। না যেন বলেন উনি কোন কথা ব্রুটাস-বিরুদ্ধে।
প্রথম। এই এ সীজার ছিল —জানি মোরা বড় অত্যাচারী।
তৃতীয়। আছে কি সন্দেহ তায়? —গেছে চলি রোমের কণ্টক।
দ্বিতীয়। চুপ সবে! শোনা যাক্ কি কহেন স্বপক্ষে আন্তনি।
আন্তনি। সৌম্য রোমকগণ!
পৌরজন। চুপ!—চুপ—চুপ্ সবে! শোনা যাক্ কি বলেন উনি।
আন্তনি। বন্ধুগণ! ভ্রাতৃগণ! কৃপা করি' কর অবধান।
আসিয়াছি আমি হেথা সীজারের অন্ত্যেষ্টির তরে,
—নহে স্তুতির উদ্দেশ্যে; মানুষের যা' কিছু দুষ্কৃতি
—থাকি যায় পরে; কিন্তু যাহা কিছু সুকৃতি তাহার
বিলীন হইয়া যায় চিতাভস্মে তার সাথে-সাথে।
সীজার সে আত্মম্ভরী! সত্য হ'লে মহা দোষ বটে;
মহৎ দণ্ডও তিনি ভুঞ্জিলেন সেই অপরাধে।
এনু আমি ব্রুটাসের —সকলের—অনুমতিক্রমে
আর এই ব্রুটাস্ ইনি একজন মহাশয় লোক;
(কেবল ব্রুটাস কেন— সকলেই মহাশয় লোক!)
এনু হেথা বলিবারে সীজারের অন্ত্যেষ্টির তরে।
সীজার ছিলেন মোর বিশ্বস্ত সুহৃৎ, ন্যায়বান;
ব্রুটাস্ বলেন কিন্তু আত্মম্ভরী ছিলেন সীজার;
—আর, এ ব্রুটাস্ ইনি একজন মহাশয়-লোক!
সীজার আনিলা রোমে কত বন্দী দেশান্তর হতে
—যাহাদের মুক্তিপণে গেল ভরি' রোমের ভাণ্ডার।
ইহাতে কি মনে হয় —ছিলেন সীজার আত্মম্ভরী?

কাঁদিলে দরিদ্রজন সীজার করিত অশ্রুপাত;
আত্মম্ভরী, গঠিত সে এ-চেয়ে কঠোর উপাদানে।
ব্রুটাস্ বলেন তবু আত্মম্ভরী ছিলেন সীজার।
বলিতে পারেন তিনি —তিনি অতি মহাশয় লোক।
দেখেছ সবাই, আমি লুপার্কাস্-উৎসবের দিনে
মুকুট দিলাম তাঁরে তিনবার,—তিনবারই তিনি
দিলেন তা' সরাইয়া; —একেই কি আত্মম্ভরী বলে?
ব্রুটাস্ বলেন তবু সীজার ছিলেন আত্মম্ভরী।
ব্রুটাসের কথা আমি আসি নাই করিতে খণ্ডন,
আমি আসিয়াছি হেথা বলিবারে সত্য যাহা জানি।
পূর্ব্বে-ত তোমরা সবে বড়ই বাসিতে ভাল তারে,
—আর, নহে অকারণে; কি হেতু না কর তবে শোক
আজি সীজারের তরে? হায় হায়! এই কি বিচার?
সুবিচার গেছ তুমি পলাইয়া পশুর হৃদয়ে,
—মানুষের বুদ্ধিশুদ্ধি সমস্তই হইয়াছে লোপ।
মার্জ্জনা করিবে মোরে —শোক-তপ্ত এ মোর হৃদয়
আছে এবে সীজারের শবাধারে সীজারের সাথে;
যাবৎ না আসে ফিরে ক্ষণতরে করিব বিরাম।

১ম পুরবাসী। মনে হয় অনেকটা আছে যুক্তি উহাঁর কথায়।

দ্বিতীয়। এ বিষয় ভালরূপে দেখ যদি বিবেচনা করি,
—অন্যায় হয়েছে বড় জুলিয়াস সীজারের প্রতি।

তৃতীয়। বলেন কি?—হয় নাই? খুবই হইয়াছে; মনে হয়
আসিবে উহার স্থানে কোনো লোক আরো
অত্যাচারী।

চতুর্থ। শুনেছিলে সে কথাটা? —সীজার না লইল মুকুট।
তাই বলি, কখনই আত্মম্ভরী ছিলেন না তিনি।
প্রথম। তাহ'লে কেহ-না-কেহ অবশ্যই এর জন্য দায়ী।
দ্বিতীয়। দেখ; দেখ,—বেচারীর আঁখি রাঙা কাঁদিয়া-কাঁদিয়া।
তৃতীয়। অমন মহাত্মা আর নাহি রোমে আন্তনির মত।
চতুর্থ। ওই শোন!—ওই শোন! আবার কি কহিছেন উনি।
আন্তনি। এইত সেদিন মাত্র —যবে সীজারের বাক্য
সগর্ব্বে মস্তক তুলি' থাকিত দাঁড়ায়ে
সর্ব্বজগৎ-বিরুদ্ধে; আর কিন্তু তিনি আজি
আছেন পড়িয়া, কেহ না করে সম্মান!
শোনো মহাশয়গণ! হ'ত যদি ইচ্ছা মোর
উত্তেজিতে মন তব বিদ্রোহের দিকে,
তাহা হ'লে করিতাম বড়ই অনিষ্ট আমি
ব্রুটাস্ ও ক্যাশিয়াস—উভয়ের প্রতি।
জান-ত তোমরা সবে ব্রুটাস্ ও ক্যাশিয়াস
দুজনেই তাঁরা অতি মহাশয় লোক।
তাঁদের অনিষ্ট কোন চাহিনা করিতে আমি;
বরঞ্চ করিব আমি অনিষ্ট নিজের,
—এমন কি—তোমাদেরো, —তবু না করিতে চাহি
অনিষ্ট তাঁদের যাঁরা মহাশয় লোক।
কিন্তু দেখ, এই হেথা একটি শাসন-পত্র,
—সীজারের নাম যাহে আছে মুদ্রাঙ্কিত;
পাইনু তাহার কক্ষে এই দানপত্রখানি;
পৌরজন শুনে যদি মরম ইহার

(শুনাতে চাহিনা কিন্তু—মার্জ্জনা করিবে মোরে)
ছুটিয়া আসিয়া তারা, অস্ত্রক্ষতগুলি
করিবে চুম্বন, আর ডুবাইবে আপনার
বসন-অঞ্চল সেই পূতরক্ত-নীরে;
পাইলে একটি কেশ স্মৃতি-চিহ্ন-তরে, তাও
যাচিয়া লইবে তারা আগ্রহ করিয়া;
আর নিজ-মৃত্যুকালে দানপত্রে দিয়া যাবে
উত্তরাধিকার-সূত্রে নিজ-বংশধরে।

৪র্থ পুর। পড় ওই দানপত্র —দানপত্র পড়গো আন্তনি।

পৌরজন। দানপত্র!—দানপত্র!— শুনিব ঐ দানপত্র মোরা।

আন্তনি। বন্ধুগণ! ধৈর্য্য ধর; পড়িব না আমি উহা
তোমাদের কাছে;
সীজার যে তোমাদের কত ভালবাসিতেন
—না জানাই ভাল।
তোমরা-ত কাষ্ঠ নও, তোমরা পাষাণ নও,
তোমরা মানুষ; আর মানুষ হইয়া
শুনিলে সে দানপত্র মাতিয়া উঠিবে তাহে
—পাগল করিয়া দিবে তোমাদের সবে।
তোমরা যে সীজারের উত্তরাধিকারী, তাহা
না জানাই ভাল;
কেননা, জানিলে তাহা কি বিষম কাণ্ড হবে
শিহরি ভাবিলে।

চতুর্থ। পড় ওই দানপত্র—চাহি উহা শুনিতে আমরা।
পড়িয়া শুনাও তুমি সীজারের দানপত্রখানি।

আন্তনি। রহিবে কি ধৈর্য্য ধরি ?— একটু কি হবে ক্ষান্ত ?
—বলিয়া ফেলেছি আমি অধিক মাত্রায় ;
না বলিলে ছিল ভাল ; ভয় হয় পাছে এই
মহাশয়-লোকদের হয় কোন ক্ষতি,
—সেই সে মহাত্মা সব বধিল সীজারে যারা
গুপ্তছোরা দিয়া ; সত্য, ডরি আমি তাই।
চতুর্থ। ভারি মহাশয়লোক !— বিশ্বাসঘাতক তারা সবে !
পৌরজন। দানপত্র—দানপত্র— দানপত্র শুনাও মোদের।
দ্বিতীয়। পাষণ্ড পামর তারা— দানপত্র—পড় দানপত্র।
আন্তনি। তবে কি এ দানপত্র নিতান্তই হইবে পড়িতে ?
তাহ'লে দাঁড়াও ঘিরি এ মৃতদেহের চারিধারে,
দেখাইব তোমাদের —যে করিল দানপত্রখানি।
আমি কি নামিব নীচে ? অনুমতি দিবে কি আমায় ?
পৌরজন। আইস নামিয়া তুমি।
দ্বিতীয়। নামিয়া আইস তুমি নীচে !
(আন্তনির অবতরণ।)
তৃতীয়। অনুমতি দিনু মোরা।
চতুর্থ। দাঁড়াও ঘিরিয়া চারিধারে।
প্রথম। অতটা য়াস্‌নে ঘেঁসি'— শব-হতে থাক্ কিছু দূরে।
দ্বিতীয়। আন্তনিরে স্থান দেও— দাঁড়াবেন মহাত্মা আন্তনি।
আন্তনি। ঠেলিয়া এসোনা অত, একটুকু থাকহ তফাতে।
পৌরজন। পিছু হটি যাও সবে ; যাও সরি'—দেও ছাড়ি স্থা
আন্তনি। বিন্দুমাত্র অশ্রু যদি থাকে তব নেত্রমাঝে,
—অশ্রুপাত করিবার এই এ সময়।

তোমাদের পরিচিত এই সেই উত্তরীয় ;
আমার স্মরণ হয়—যে দিন প্রথমে
করিলেন পরিধান ; —পরাভবি' "নর্ব্বি"দের
পরেন শিবিরে ইহা সায়াহ্নকালে।
দেখ, এই স্থান দিয়া গেছে ক্যাশ্যসের ছোরা ;
কি বিষম চীর হেথা করিল ক্যাস্কা ;
ব্রুটাস ছিল যে অতি সীজারের প্রিয়-পাত্র
—গিয়াছে তাহার ছোরা এইখান দিয়া।
সেই কাল-অসি যবে বক্ষ হতে করিলেন
টানিয়া বাহির—ঝরিল রুধির বেগে ;
যেন সেই রক্তধারা দেখিতে বাহির হ'ল
—সত্য ব্রুটাসেরি কিনা এ ক্রূর আঘাত।
কেননা, জান ত সবে, ব্রুটাস ছিলেন সেই
সীজারের হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা।
বিধাত! তুমিই জান —কত ভালবাসিতেন ;
সব চেয়ে মর্ম্মান্তিক এই মর্ম্মাঘাত।
দেখিল সীজার যবে ব্রুটাস আঘাত করে,
—পড়িলেন একেবারে বিহ্বল হইয়া,
(বিশ্বাসঘাতীর চেয়ে আরো নিদারুণ সেই
কৃতঘ্নের বাহুবলে হয়ে অভিভূত)
ফাটিয়া পড়িল তাঁর মহান্ বিশাল বক্ষ ;
তখন ঢাকিয়া মুখ উত্তরীয়-বাসে
পম্পে-প্রতিমূর্ত্তি-তলে পড়িয়া গেলেন তিনি ;
—ঝরঝর রক্তধারা লাগিল ঝরিতে।

আহা কি পতন সেই —ভাবি' দেখ বন্ধুগণ,
সেই সঙ্গে আমাদেরো হইল পতন।
আর, এই রক্তমাখা বিশ্বাসঘাতীর দল
মোদের মস্তকোপরি লাগিল রাজিতে।
এখন কাঁদিছ সবে ? দেখিতেছি, করিতেছ
অনুভব মর্ম্মান্তিক বেদনা অন্তরে।
কারুণ্য-রস-পূত ওই অশ্রুবিন্দুগুলি ;
কি !—কাঁদিছ চীর্ হেরি শুধু পরিচ্ছদে ?
হেথা দেখ—কি হয়েছে ; স্বয়ং সীজার হেথা
ক্ষতবিক্ষত-দেহ দারুণ আঘাতে।

১ম পুর। ওঃ! কি দারুণ দৃশ্য !
দ্বিতীয়। হায় হায় মহাত্মা সীজার।
তৃতীয়। আজি কি বিষণ্ণ দিন !
চতুর্থ। কি নিষ্ঠুর! কি বিশ্বাসঘাতী !
প্রথম। কি বিষম হত্যাকাণ্ড !
দ্বিতীয়। চল্—মোরা লব প্রতিশোধ।
মার্, কাট্, লুট্পাট্, ছারখার কর্ আজি সব।
বিশ্বাসঘাতীরা যেন একজনো না থাকে বাঁচিয়া।
আন্তনি। ক্ষান্ত হও ভ্রাতৃগণ !
প্রথম। শোন্! কি কহেন আন্তনি ;
থাম্ থাম্! চুপ্! হোথা কহিছেন মহাত্মা আন্তনি।
দ্বিতীয়। শুনিব উহাঁর কথা —চলিব—মরিব ওঁর সাথে !
আন্তনি। ভ্রাতৃগণ! বন্ধুগণ! নাহি চাহি উত্তেজিতে
তোমা সবে সহসা এ প্রচণ্ড বিদ্রোহে।

এ কাজ করেছে যারা তারা মহাশয়লোক ;
রুষ্ট তারা ব্যক্তিগত কি অনিষ্ট লাগি'
—হায় ! আমি জানিনা তা' ; কেন বা তাদের দ্বেষ,
তাও আমি কিছুমাত্র না পারি বুঝিতে।
তাঁরা বিজ্ঞ, তাঁরা মান্য —তোমাদের কাছে তাঁরা
অবশ্যই করিবেন হেতু প্রদর্শন।
আমি হেথা আসি নাই —বন্ধুগণ জেনো বেশ—
করিবারে তোমাদের হৃদয়-হরণ।
আমি নহি বাক্যপটু বাগ্মী ব্রুটাস-সম ;
জান-ত তোমরা, আমি স্পষ্টবক্তা লোক
—আসক্ত বন্ধুর প্রতি ; তারাও এ জানে বেশ,
অনুমতি দেছে তাই বলিতে আমায়।
বিদ্যাবুদ্ধি নাহি মোর, শবদ-সম্পদ নাহি,
গুণ, কীর্ত্তি, বাক্‌শক্তি—নাহি কোন কিছু
—উদ্দীপিতে পারি যাহে লোকেদের রোষানল ;
আমি শুধু বলে' যাই কথা সোজাসুজি ;
আমি বলি শুধু যাহা তোমরা সবাই জান ;
দেখাইনু আমি শুধু ক্ষতমুখগুলি :—
বেচারীরা বলে যেন নীরব ভাষায় আহা !
—"আন্তনি ! বলগো তুমি আমাদের হয়ে।"
আমি যদি হইতাম ব্রুটাস, ও ব্রুটাস সে
আন্তনি হইত যদি—তাহলে নিশ্চয়
সে আন্তনি উত্তেজিতে পারিত হৃদয় তব ;
প্রতি ক্ষতমুখ হতে করিত বাহির

এ-হেন জ্বলন্ত ভাষা —রোম-নগরীর সব
প্রস্তর পাষাণো তাহে হইত বিদ্রোহী।

পৌরজন। বিদ্রোহী হইব মোরা।

১ম পুরবাসী। জ্বালাইব ব্রুটাসের ঘর।

তৃতীয়। এসো সবে যাই মোরা চক্রীদের করি অন্বেষণ।

আন্তনি। যাইও না ভ্রাতৃগণ, আরো কিছু আছে বলিবার।

পৌরজন। চুপ্! চুপ্! থামো সবে! —কহিছেন মহাত্মা আন্তনি।

আন্তনি। জান না তোমরা ওগো কি কাজে যাইছ সবে;
কি হেতু বাসিবে ভাল তোমরা সীজারে
—জান না তোমরা তাহা; আমি বলি, শোনো তবে;
দানপত্র-কথাটা কি গিয়াছ ভুলিয়া?

পৌরজন। ঠিক্ ঠিক্! দানপত্র! থামো সবে শুনিব সে কথা।

আন্তনি। এই সেই দানপত্র —সীজারের মোহর-অঙ্কিত;
প্রতি রোমকেরে তিনি কিছু কিছু করেছেন দান;
প্রত্যেক জনায় তিনি দিয়াছেন মুদ্রা ত্রিংশৎ।

দ্বিতীয়। সীজার মহাত্মা লোক; প্রতিশোধ!—প্রতিশোধ লব
মোরা সীজারের তরে।

তৃতীয়। সীজার রাজার যোগ্য লোক।

আন্তনি। স্থির হও বন্ধুগণ! ধৈর্য্য ধরি' শোনো মোর কথা।

পৌরজন। চুপ চুপ! চুপ্ হোথা! আরে, থাম না তোমরা সবে।

আন্তনি। তাছাড়া দেছেন তিনি তোমাদের সবে তাঁর যত
বেড়াবার পথগুলি, কুঞ্জবন, ফুলের বাগান
—টৈবারের এই পারে; করিতে পারিবে তাহা ভোগ

পুত্রপৌত্র-আদি-ক্রমে, —বিচরিবে আনন্দে সেথায়।
এ হেন সীজার সেই; পাবে কি দ্বিতীয় তাঁর-মত?

পৌরজন। অমন পাব না আর;—কভু না, কভু না;—এসো সবে,
পুণ্য-ভূমি-পরে গিয়া করি মৃত দেহের সৎকার;
তারি জ্বালা-কাঠ লয়ে পুড়াইব চক্রীদের গৃহ;
উঠাও এ শব তবে।

দ্বিতীয়। কেহ গিয়া আনহ আগুন।

তৃতীয়। ভাঙ্গো কাষ্ঠাসনগুলা।

চতুর্থ। দরজা জানালা যত—সব ফেল ভাঙ্গি।

(মৃতদেহ লইয়া পৌরজনের প্রস্থান।)

আন্তনি। সার্থক বক্তৃতা মোর; —ফল এর ফলুক এখন।
সাক্ষাৎ অনর্থ তুই অবতীর্ণ আজিকে হেথায়;
যে পথে যাইতে চাস্, যারে তুই এবে সেই পথে।

(একজন ভৃত্যের প্রবেশ।)

কি সংবাদ বল্ ওরে!

ভৃত্য। অক্টেভিয়াস্ এসেছেন রোমে।

আন্তনি। কোথা তিনি?

ভৃত্য। লিপিডাস আর তিনি সীজার-ভবনে।

আন্তনি। যাব সেথা; কি আশ্চর্য্য, ইচ্ছামাত্র আইলেন তিনি।
অদৃষ্ট প্রসন্ন তবে; এইরূপ থাকিলে প্রসন্ন,
সর্ব্বসিদ্ধি হবে লাভ।

ভৃত্য। শুনিলাম প্রভু-মুখে আমি,
করিয়া দিয়াছে দূর ব্রুটাস্-ক্যাশ্যস দুজনায়
ক্ষিপ্তজনের মত রোমপুরী-ফাটক-বাহিরে।

আন্তনি। বোধ করি, তারা সবে পাইয়াছে একটু আভাস
—কিরূপ করেছি আমি উত্তেজিত লোকের হৃদয়;
লয়ে চল্ মোরে এবে অক্টোভ্যস-সীজার সমীপে।

(প্রস্থান।)

তৃতীয় দৃশ্য।—রোম-রাজপথ।

সিনা। দেখিনু স্বপনে আমি —আজি রাতে সীজারের সাথে
করিনু ভোজন; আরো কত কি অশুভ দরশনে
ভরিল কল্পনা মোর; তাই ঘরের বাহির হতে
নাহি চায় প্রাণ; তবু কি-যেন-কি লয়ে যায় টানি।

(পৌরজনের প্রবেশ।)

প্রথম পুরবাসী। ওরে! তোর নাম কি?

দ্বিতীয়। তুই যাস্ কোথায়?

তৃতীয়। তুই থাকিস্ কোথায়?

চতুর্থ। তুই বিবাহিত—না, অবিবাহিত?

দ্বিতীয়। আমাদের প্রত্যেকের কথায় সিধে জবাব দে।

প্রথম। আর দেখ্,—সংক্ষেপে।

চতুর্থ। আর দেখ্—বেশ বিবেচনা করে’।

তৃতীয়। আর দেখ্,—সঠিক করে’।

সিনা। আমার নাম কি, আমি যাচ্ছি কোথায়, আমি থাকি কোথায়, আমি বিবাহিত, না অবিবাহিত—এই সব প্রত্যেক কথার সিধে জবাব আমাকে দিতে হবে, বিবেচনা করে জবাব দিতে হবে, ঠিক্ জবাব দিতে হবে; প্রথমতঃ- বিবেচনা করে,—আমি বিবাহ করিনি।

দ্বিতীয়। তবে কি তুই বল্‌তে চাস্, যারা বিবাহ করেছে তারা নির্ব্বোধ? এর জন্য তুই দেখ্‌চি আমার কাছে একটা থাপ্পড় খাবি। আচ্ছা বলে' যা—এইবার সিধে জবাব চাই।

সিনা। আমি যাচ্চি একেবারে সিধে—যেখানে সীজারের অন্ত্যেষ্টি হবে।

প্রথম। —বন্ধুভাবে, না, শত্রুভাবে?

সিনা। বন্ধুভাবে।

দ্বিতীয়। হাঁ, এটা বেশ সিধে জবাব বটে!

চতুর্থ। আর থাকিস্ কোথায়?—সংক্ষেপে বল্।

সিনা। সংক্ষেপে যদি বল্‌তে হয়, আমি সভাঘরের নিকটেই থাকি।

তৃতীয়। এইবার তোর নামটা কি, ঠিক বল্।

সিনা। ঠিক্ কথা বল্‌চি, আমার নাম সিনা।

প্রথম। ওরে! ওকে কুটিকুটি করে' ফেল্, ও একজন ষড়যন্ত্রী।

সিনা। আমি কবি সিনা, আমি কবি সিনা।

চতুর্থ। ওর খারাপ পদ্যের জন্যই ওকে টুক্‌রো-টুক্‌রো করে' ফেল্।

সিনা। আমি ষড়যন্ত্রী সিনা নই।

চতুর্থ। তাতে কিছু এসে যায় না;—সিনা নাম-ত বটে। ওর বুক্ ছিঁড়ে ওর নামটা টেনে বের করত রে; তারপরে ও যাক্ চলে'।

তৃতীয়। ওকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে' ফেল্। ওরে ঘর জ্বালানে মিঞারা সব্! চলে আয়—চলে আয়! চল্ ব্রুটাসের বাড়ী—চল্ ক্যাশ্যসের বাড়ী—সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দে।

কেউ যা' ডিশ্যসের বাড়ী—কেউ যা' ক্যাস্কার বাড়ী—
কেউ যা' লিগারাসের বাড়ী—চল্‌রে সবাই চল্‌!

(প্রস্থান।)

ইতি তৃতীয় অঙ্ক।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য—রোম, আন্তনির গৃহ।

(আন্তনি, অক্টোভ্যস্ ও লেপিডাস টেবিলের সন্মুখে আসীন।)

আন্তনি। মরিবে ইহারা তবে ; —দাগ-দেওয়া এই সব নামে।
অক্টো। মরিবে ভ্রাতাও তব ; —আছ কি সম্মত লেপিডাস্ ?
লেপি। আছয়ে সম্মতি মোর—
অক্টো। দেও চিহ্ন আন্তনি ও-নামে।
লেপি। মত দেই—যদি মরে ভাগিনেয় তোমারো আন্তনি।
আন্তনি। মরিবে সে ; এই দেখ, তার নাম করিনু চিহ্নিত।
কিন্তু দেখ, লেপিডাস্, যাও তুমি সীজারের গৃহে ;
আনো দানপত্রখানি —দিব ছাঁটি কোন কোন দান।
লেপি। ঠিক্ এই স্থানে আসি' পাইব কি তোমার সাক্ষাৎ ?
অক্টো। পাবে দেখা এইখানে, কিম্বা সেই পৌর-সভাগৃহে।

(লেপিডাসের প্রস্থান।)

আন্তনি। ও-ব্যক্তি অযোগ্য অতি ;—লঘুচেতা, নিতান্ত অসার ;
ওকে পাঠাইতে ভাল শুধু ফাই-ফরমাস-কাজে।
সুবিভক্ত হবে যবে তিন ভাগে এই এ ধরণী
তার কি একটী অংশ পাইবার যোগ্য লেপিডাস্ ?
অক্টো। তুমিইত ভাবো যোগ্য ; তাই-ত লইলে মত তার
—কে-কে হবে চিহ্নিত করাল এ মৃত্যু-তালিকায়।
আন্তনি। অক্টোভ্যস তোমা চেয়ে হয়েছে বয়স বেশী মোর ;
যদিও উহার পরে রাশি রাশি চাপাই সম্মান

(লোক-নিন্দা-হতে শুধু অব্যাহতি পাইবার তরে)
সে সমস্ত বহিবে সে —গাধা যথা বহে স্বর্ণরাশি,
হইয়া ঘর্ম্মাক্ত-কায় আর করি' ঘোর আর্ত্তনাদ ;
যে-দিকে চালাব কিন্তু —অবাধে চলিবে সেই দিকে ;
যেখানে লইতে ইচ্ছা আমাদের সেই ধনরাশি,
সেথা হয়ে উপনীত নামাইয়া ফেলিব সে বোঝা ;
আর, তখন তাহারে দূর করি' দিব খেদাইয়া ;
গর্দ্দভের মত সেও বোঝাটা নামায়ে পৃষ্ঠ হতে
নাড়িতে-নাড়িতে কাণ চরিয়া বেড়াবে ময়দানে।

অক্টো। যথা ইচ্ছা কর, কিন্তু জানিও, সে পরীক্ষিত বীর।

আন্তনি। অশ্বটাও তাই মোর ; —তাই-ত দি' দানা-ঘাস তারে ;
কখন্ ছুটিতে হবে, কখন্ থামিতে হবে ঝট্,
সমস্ত শিখাই তারে —সেই শিক্ষা সংগ্রামের কাজে
আমারি মনের তেজে দেহ তার হয় সঞ্চালিত।
কতকটা এইরূপ লেপিডাস ; শিক্ষা-চাই তার ;
নিজ বুদ্ধি খাটায়ে সে পারে না করিতে কোন কাজ।
যাহা বহু-পুরাতন, অকর্ম্মণ্য, কাজের বাহির,
—অন্যদের দেখাদেখি তাহাই সে করে অন্ধভাবে।
বলিও না তার কথা, —ঘটি-বাটি-সম দেখি তারে।
গুরুতর কথা এক বলি এবে, শোনো অক্টোভ্যস ;
—ব্রুটাস-ক্যাশ্যাস দোঁহে করিছেন সৈন্যের সংগ্রহ।
মোদের উচিত এবে আক্রমিতে তাদের সত্বর ;
এসো মোরা দৃঢ় করি' বন্ধুতার সমস্ত বন্ধন
যতদূর পারি—করি সহায়-সম্বল সংগ্রহ ;

আর চল,' করি মোরা সুমন্ত্রণা মন্ত্র-গৃহ-মাঝে ;
শত্রুর রহস্য-ভেদ, আসন্ন বিপদ নিবারণ,
—এ-সব কিরূপে হয়, চিন্তা করি তাহার উপায়।

অক্টো। হাঁ, চল' করি-গে তাই, —আসন্ন বিপদ আমাদের ;
বহু শত্রু চারি দিকে ; আর আছে কতিপয় লোক
যাহাদের মুখে হাসি কিন্তু ঘোর নষ্টামি অন্তরে।

দ্বিতীয় দৃশ্য—সার্ডিসের নিকটবর্ত্তী ব্রুটাসের তাঁবুর সম্মুখে।

(জয়ঢাক-বাদ্য ; ব্রুটাস, লুসিল্যাস্, লুশ্যাস ও সৈনিকগণ ; টিটিন্যাস্ ও পিণ্ডারস আসিয়া সৈনিকদিগের সহিত সম্মিলন।)

ব্রু। কে আসে ?—দাঁড়াও হোথা।

লুশ্যাস্। দাঁড়াও সঙ্কেত-কথা বলি'।

ব্রু। কি সংবাদ লুসিল্যাস্ ? ক্যাশ্যাস্ কি এসেছে নিকটে ?

লুসি। এসেছেন সন্নিকটে ; আর, আসিয়াছে পিণ্ডারস
তোমারে অভিবাদিতে আপন প্রভুর আজ্ঞামতে।

পিণ্ডা। (ব্রুটাসকে পত্র প্রদান)

ব্রু। করেছেন তিনি মোরে এ পত্রে সাদর-সম্ভাষণ ;
তব প্রভু-আচরণে দেখিতেছি কিছু হের-ফের ;
(নিজ ইচ্ছাকৃত, কিম্বা অপরের মন্ত্রণার বশে)'
তাই দেখি' মনে হয় —যাহা কিছু পূর্ব্বকৃত মোর
—অকৃত করিতে যদি পারিতাম পুনর্ব্বার তাহা।
কিন্তু সে যাহাই হউক, এসেছেন তিনি সন্নিকটে,
—তাতেই সন্তুষ্ট আমি।

পিণ্ডা। আমার প্রভুরে তুমি নিরখিবে পূর্ব্বেরি মতন
শ্রদ্ধাবান তব প্রতি —ইথে মোর নাহিক সংশয়।

ক্রু। সন্দেহ করি না তাহে; লুসিল্যস ! শোন বলি কথা;
জানিবারে চাহি আমি —সম্ভাষিল কি ভাবে তোমায়।

লুসি। যথেষ্ট শিষ্টাচার মান-মর্য্যাদা-সহকারে,
কিন্তু নহে পূর্ব্ববৎ বন্ধুসম খুলিয়া পরাণ।

ক্রু। যেরূপ করিলে তুমি বরণনা, মনে হয় তায়
—বন্ধুর জ্বলন্ত প্রেম যাইতেছে ক্রমশঃ নিবিয়া;
এ-তুমি করিও লক্ষ্য বরাবর—কহিতেছি আমি—
যখনি নিবিয়া আসে প্রণয়ের জ্বলন্ত আগ্রহ
তখনি আরম্ভ হয় যত্নকৃত বাহ্য শিষ্টাচার;
স্বাভাবিক প্রণয়েতে নাহি কোন ছল কৃত্রিমতা;
খল-প্রেম অশ্ব-সম; চলে যবে লাগামের বলে
—থাকে গ্রীবা বাঁকাইয়া, করে বেশ তেজ প্রদর্শন;
কিন্তু যবে অশ্বারোহী করে তারে কাঁটার প্রহার
—নারে সে করিতে সহ্য; —নুয়ে পড়ে তাহার মস্তক;
নীচ-জাতি অশ্ব-সম থিন্ন হয় পরীক্ষার কালে।
আসিছে কি সৈন্য তাঁর ?

লুসি। শীঘ্রই আসিবে সৈন্য তাঁর;
আজি রাতে সারডিসে তাহাদের থাকিবার কথা;
অধিকাংশ অশ্বারোহী আসিয়াছে ক্যাশায়ের সাথে।

(নেপথ্যে সৈন্যপদ শব্দ।)

ক্রু! ওই শোনো, ক্যাসিয়াস আসে বুঝি সৈন্যের সহিত;
ধীরে ধীরে যাত্রা করি' তোমরাও মেলো' তাঁর সাথে।

(ক্যাশ্যাস্ ও সৈন্যগণের প্রবেশ।)

ক্যাশ্যাস্। দাঁড়াও, দাঁড়াও সবে সৈন্যগণ তোমরা হেথায়।

ব্রু। দাঁড়াও সঙ্কেত-কথা একবাক্যে করি উচ্চারণ।

নেপথ্যে। দাঁড়াও!

নেপথ্যে। দাঁড়াও সবে!

নেপথ্যে। দাঁড়াও, দাঁড়াও সৈন্যগণ!

ক্যাশ্যস। তুমি ভাই আমা-পরে করিয়াছ অন্যায়াচরণ।

ব্রু। স্বর্গের দেবতা সবে! তোমরাই করহ বিচার;
আমি-কি করেছি কভু শক্র-প্রতি অন্যায় ব্যভার?
তবে কি করিব আজি অন্যায় এ ভ্রাতৃজন-প্রতি?

ক্যাশ্যস্। ব্রুটাস! তোমার এই সৌম্য প্রশান্ত মুখ-ভাব
প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখে অন্তরের মন্দ অভিপ্রায়;
তুমি যবে কর মন্দ—

ব্রু। ক্যাশিয়াস! হও সাবধান;
ধীরে ধীরে কহ' কথা, কর তুমি আত্মসম্বরণ।
তোমারে জানি গো ভাল; উপস্থিত সৈন্যের সমক্ষে,
কলহ উচিত নহে; সৈন্যগণ জানুক সকলে
—নাহিক একটু মাত্র মনান্তর আমাদের মাঝে।
উহাদের বল' তুমি সরিয়া যাইতে হেথা হতে;
তার পর, তুমি চল' আমার সে তাঁবুর ভির্তরে,
সেথা গিয়া, যত-ইচ্ছা কর তব দুঃখ নিবেদন
—সমস্ত শুনিব আমি।

ক্যাশ্যাস। পিণ্ডারস! প্রচার' আদেশ
—যেন সেনাপতিগণ সৈন্যদের লয়ে যায় দূরে।

ব্রু। লুসিলিয়াস তুমিও প্রচারো আদেশ ওইরূপ;
যাবৎ না হয় শেষ কথাবার্ত্তা আমাদের মাঝে
—একটী প্রাণীও যেন নাহি আসে তাঁবুর নিকটে;
লুস্যস ও টিটিন্যস দ্বারদেশে থাকুক প্রহরী।

তৃতীয় দৃশ্য—ব্রুটাসের তাঁবুর অভ্যন্তর।

(ব্রুটাস ও ক্যাশ্যসের প্রবেশ।

ক্যাশ্যাস। আমা-প্রতি করিয়াছ তুমি যে অন্যায়, তাহা এই
—লুশ্যস-পেলাকে তুমি, উৎকোচ-গ্রহণ-অপরাধে
করেছিলে অপরাধী; আমি তারে জানি ভাল, তাই
পক্ষ সমর্থিয়া তার কত পত্র লিখিনু তোমায়
—তুমি উপেক্ষিলে তাহা; রাখিলে না মোর অনুরোধ।

ব্রু। এই স্থলে পত্র লেখা হয়েছিল অন্যায় তোমারি।

ক্যাশ্যস। এরূপ সঙ্কট-কালে ধর্ত্তব্য নহে ক্ষুদ্র দোষ।

ব্রু। ক্যাশিয়াস, বলি তবে; —লোকে বলে, আছয়ে তোমারো
এই হাত-পাতা রোগ; কাঞ্চনের বিনিময়ে তুমি
কর্ম্মাদি বিক্রয় কর অযোগ্য লোকের নিকটে।

ক্যাশ্যাস। মোর হাত-পাতা রোগ? কহিলে ব্রুটাস তুমি ইহা,
নতুবা দেবতা সাক্ষী —হ'ত ইহা শেষ কথা তব।

ব্রু। ক্যাশাসের নামে শুধু ক্ষমিলাম এই অপরাধ,
আর তাই শাস্তি হতে অনায়াসে পাইলে নিষ্কৃতি।

ক্যাশ্যাস। শাস্তি?

ব্রু। মনে থাকে যেন মার্চ্চের সে পঞ্চদশ দিন।
অন্যায় করিল বলি' মরেনিকি সীজার মহান্?

ছিল কি তাদের মাঝে একজনো হেন নরাধম
যে করেনি অস্ত্রাঘাত অন্যায়ের প্রতীকার-তরে ?
যে হস্তে বধিনু তাঁরে দস্যুদল-পোষক বলিয়া
—কলঙ্কিত করিব কি সেই হস্ত উৎকোচ গ্রহণে ?
বেচিব কি বিস্তীর্ণ এ রাজ্যের অশেষ পদমান
সেই ছার মূল্যে যাহা ধরি এই মুঠার ভিতরে ?
বরঞ্চ হইব আমি অতিনীচ জঘন্য কুক্কুর
তবু না হইতে চাহি এ-হেন রোমক কলঙ্কিত।

ক্যাশ্চস। ব্রূটাস শোনো গো বলি —কটুবাক্য কোরো না প্রয়োগ,
—করিব না সহ্য আমি ; আপনারে হয়েছ বিস্মৃত ;
শাসন করিবে মোরে ? জানো আমি সৈনিক-পুরুষ
—প্রবীন তোমার চেয়ে, তোমা-চেয়ে যোগ্য সমধিক ?
কি নিয়মে কোন্ কর্ম্ম কোন্ জনে দেওয়া সমুচিত
—তোমা-চেয়ে বুঝি ভাল।

ব্রু। থামো থামো, হয়েছে যথেষ্ট,
ক্যাশিয়াস ! নহ তুমি যেরূপ বর্ণিছ আপনায়।

ক্যাসিয়াস। হাঁ ঠিক্ তাহাই আমি।

ব্রু। —কভু নহে, কহিতেছি আমি।

ক্যাশ্চস। বলিও না বেশী কথা, পারিব না আত্মসম্বরিতে ;
তব নিজ দেহ-পরে থাকে যদি একটু মমতা,
ঘ্যাটায়োনা মোরে আর বলিতেছি ব্রূটাস তোমারে।

ব্রু। যাও যাও ! তোমা-সম ক্ষুদ্রজনে কে করে গণনা ?

ক্যাশ্চস। ইহা কি সম্ভব, তুমি বলিবে আমারে এই কথা ?

ব্রু। অবশ্য বলিব আমি ; হইব কি আমি নতশির

তব অহঙ্কার-কাছে ? উম্মাদের তীব্র চাহনিতে
আমি কি পাইব ভয় ? কি সাহসে বলিছ এ কথা ?
ক্যাশ্যস্। হা বিধাত !—ধিক্ ধিক্ ! —এ-সমস্ত থাকিব সহিয়া ?
ব্রু। এ-সমস্ত,—আরো বেশী করিতে হইবে সহ্য তব।
ফুলিয়া ফুলিয়া রোষে ভাঙ্গুক ও গর্ব্বিত হৃদয় ;
কর ক্রোধ প্রদর্শন তব নিজ দাসগণ-প্রতি,
হউক কম্পিত তারা, আমি তাহে হব বিচলিত ?
তোমাকে মানিব আমি ? সঙ্কুচিত হইব কি আমি
তোমার রোষের ভয়ে ? মনোজ্বালা কর পরিপাক
তুমি আপনার মনে ; কিম্বা মর' ফাটিয়া রোষেতে ;
আজ-হতে তব রোষ হবে মোর হাস্যের খোরাক।
ক্যাশ্যস। হা বিধাত ! অবশেষে এই ছিল অদৃষ্টে আমার ?
ব্রু। বলিতেছ স্পর্দ্ধা করি' —আমা-চেয়ে শ্রেষ্ঠবীর তুমি ;
—দেও তার পরিচয় ; মুখের এ বৃথা আস্ফালন
কার্য্যে কর পরিণত —পরিতুষ্ট হব তাহা হ'লে।
হব সুখী—হয় যদি শিক্ষা মোর শ্রেষ্ঠজন-কাছে।
ক্যাশ্যস। অন্যায় করিছ তুমি আমা-পরে বিবিধ প্রকারে ;
বলিয়াছিলাম "জ্যেষ্ঠ" —নহে "শ্রেষ্ঠ" তোমা-চেয়ে আমি।
"শ্রেষ্ঠ" কি বলিয়াছিনু ?
ব্রু। কিবা তাহে আসে-যায় মোর,
যদি বা বলিয়া থাক ;
ক্যাশ্যস। যত দিন ছিলেন সীজার,
একথা বলিতে মোরে পান নাই সাহস তিনিও।
ব্রু। থামো, তাঁরে ঘ্যাটাইতে কভু না সাহস হ'ত তব।

ক্যাশ্যস। হ'ত না সাহস মোর?

ব্রু। —না

ক্যাশ্যস। সাহস হইত না মোর?

ব্রু। প্রাণ-ভয়ে কভু তুমি পারিতে না ঘাঁটাইতে তাঁরে।

ক্যাশ্যস। মোর ভালবাসা-পরে করিও না অধিক নির্ভর;
—করিয়া ফেলিব কিছু যার তরে হইব দুঃখিত।

ব্রু। যা' করেছ—তারি তরে উচিত দুঃখিত-হওয়া তব।
ক্যাশ্যস! ডরি না আমি এ-সমস্ত ভয় প্রদর্শনে,
নিজ সততার বলে আছি আমি এত বলীয়ান্;
—তব উক্তি যায় চলি' মৃদুভাবে মোর পার্শ্ব দিয়া
অলস বায়ুর-মত, —তুচ্ছ বলি' গণি আমি তায়।
কিঞ্চিৎ অর্থের তরে পাঠাইনু লোক তব-কাছে,
—তুমি হ'লে অস্বীকৃত; জান তুমি,—অসৎ উপায়ে
সংগ্রহ করিতে অর্থ নিতান্তই অপারক আমি।
আছেন দেবতা সাক্ষী, বরঞ্চ সে অর্থ-বিনময়ে
নিজ রক্ত দিব ঢালি,' তবু না লইব মোচড়িয়া
নিরীহ সে চাষাদের কর্কশ কঠোর হস্ত হতে
তাদের কষ্টের ধন ছলে-বলে অন্যায় উপায়ে।
সৈন্যের বেতন লাগি চাহিলাম অর্থ,তোমা-কাছে,
—তুমি হলে অস্বীকৃত; এ-কাজ কি যোগ্য ক্যাশ্যসের?
উত্তর যা দিনু আমি —উচিত কি হয় নাই মোর?
মার্কস-ব্রুটাস যদি ধনলুব্ধ হয়ে কোন দিন,
ঘৃণিত কাঞ্চন-রাশি নিজ বন্ধুগণ হতে লয়ে,
আবদ্ধ করিয়া রাখে নিজহস্তে স্বার্থের উদ্দেশে,

—দেবতা তোমারা সবে, তখনি এ ব্রূটাসের পরে
হানিয়া ভীষণ বজ্র চূর্ণ-বিচূর্ণ কোরো তারে।

ক্যাশ্যাস। হই নাই অস্বীকৃত।

ব্রু। অবশ্য হইয়াছিলে তুমি।

ক্যাশ্যাস। কথনই হই নাই; পাঠায় উত্তর যাকে-দিয়া
সে জন নির্ব্বোধ অতি; কি আর কহিব আমি
—ব্রূটাস করেছ তুমি এ-হৃদি বিদীর্ণ শতধা;
বন্ধুর সহস্র ত্রুটি বন্ধুর উচিত সহ্য করা;
কিন্তু এ ব্রুটাস, দেখি— আসলে যত না দোষ মোর
—বাড়াইয়া তোলে আরো;

ব্রু। আরম্ভিলে তুমিইত আগে।

ক্যাশ্যাস। ভাল নাহি বাসো মোরে।

ব্রু। দোষ তব নাহি ভাল বাসি।

ক্যাশ্যাস। বন্ধুজন-আঁখি—লক্ষ্য নাহি করে বন্ধুজন-ত্রুটি।

ব্রু। দোষগুলা হয় যদি অতি উচ্চ পর্ব্বত-সমান;
—তবু না দেখিতে পায় স্তুতিকারী তোষামোদী জন।

ক্যাশ্যাস। এসো তুমি আন্তনি! এসো যুবা-অক্টোভ্যাস তুমি!
লও আসি' প্রতিশোধ শুধু এই ক্যাশ্যাসের পরে;
ক্যাশ্যাস জীবনে ক্লান্ত —বিরক্ত এ সংসারের-পরে;
প্রিয়জন করে ঘৃণা, শত্রু হ'ল পরাণের ভাই,
শাসিছে দাসের মত, ত্রুটি মোর ধরে পদে-পদে,
কেতাবে তা' রাখে টুকি, আওড়ায় কণ্ঠস্থ করিয়া,
পরে তা' শুনায়ে দেয় গর্ব্বভরে মুখের উপরে;
হায় কি দারুণ কষ্ট! মনে হয়—সমস্ত পরাণ

ঢালিয়া ফেলিতে পারি আঁখি হতে অশ্রুবারিরূপে।
এই হেথা ছোরা মোর, এই হেথা বক্ষ অনাবৃত ;
আর, এই বক্ষ-মাঝে অধিষ্ঠিত এই-এ হৃদয়,
যক্ষরাজ-ধন-চেয়ে মূল্যবান্ যাহা সমধিক,
—মহার্ঘ্য কাঞ্চন-চেয়ে ; ব্রুটাস ! রোমক হও যদি
—বাহির করিয়া লও ; যে না দিল কাঞ্চন তোমায়
দিতেছে সে হৃদি তার, মারো তারে সীজারের মত,
—পাতিয়া দিতেছি বক্ষ ; আমি ইহা জানি বিলক্ষণ,
যে সময়ে ঘৃণা তব অতিমাত্র সীজারের পরে
তখনো তাঁহার প্রতি ছিল তব যেটুকু মমতা
তাহার তিলার্দ্ধ নাই এবে তব ক্যাশ্যসের পরে।

ব্রু। রাখ তব ছোরা তুলি'; যতই কর না তুমি রোষ,
যাহা ইচ্ছা বল' মোরে —না করিব অপমান বোধ ;
ইহাই করিব মনে —করিয়াছ ঝোঁকের মাথায় ;
ক্যাশ্যাস জানিও মোরে মেষ-সম অতীব নিরীহ,
—এক যুগ-কাষ্ঠে বাঁধা আছি দোঁহে সখ্যের বন্ধনে ;
জানিবে, আমার ক্রোধ চকমকি পাথরের-মত
—ঘসিলে আগুন উঠে, নিবে যায় তখনি আবার।

ক্যাশ্যাস্। রাগের মাথায় আমি কখন কি বলেছি তোমায়,
তাতেই কি হব সখা তব চির-বিদ্রূপ-ভাজন'?
ব্রূটাস্—ক্যাশ্যাস্-পরে হইবে কি এরূপ নির্দ্দয় ?

ব্রু। আমি যা' বলেছি তোমা —তাও জেনো ক্ষণিক আবেগে।

ক্যাশ্যস। মানিলে এটুকু তুমি ? —দেও তবে ওই হস্ত তব।

ব্রু। শুধু হস্ত নহে মোর —আরো এই দিতেছি হৃদয়।

ক্যাশ্যস। ও হো হো! ব্রূটাস্! ব্রূটাস্!—

ব্রু। কি হয়েছে, বল' মোরে খুলি'।

ক্যাশ্যাস্। নাহি কি আমার-পরে এতটুকু ভালবাসা তব
যাহাতে সহিতে পার —হই যবে রাগের মাথায়
আত্মবিস্মৃত আমি মাতৃদত্ত-স্বভাবের দোষে?

ব্রু। হাঁ ক্যাশ্যস, আজি হতে যখন দেখিব তুমি রুষ্ট
তব ব্রূটাসের পরে, তখনি কল্পিব আমি মনে
—মাতা তব করিছেন ভৎসনা—আর কিছু নয়।

কবি। (নেপথ্য হইতে)
যেথে আসি এইক্ষণে কি করেন সেনাপতি দোঁহে;
মনান্তর আছে দোঁহা-মাঝে, একলাটি থাকা দুই জনে
নহেক উচিত এবে।

লুসিল্যস। (নেপথ্য হইতে)
কিছুতেই পাবে না যাইতে।

কবি। পরাণ থাকিতে মেহে না পারিবে আটকিতে কেহ।

(কবির প্রবেশ ও তাহার পিছনে পিছনে লুসিলিয়াস্
ও টিটিনিয়াসের গমন।)

ক্যাশ্যস। কি হয়েছে?-কি হয়েছে? কি ব্যাপার, বল দেখি শুনি।

কবি। ছি ছি সেনাপতি ছি ছি। করিছ কি তোমরা দুজনে?
ভালবাসো পরস্পরে প্রাণখুলি বন্ধুর মতন;
বয়োবৃদ্ধ তোমাদের চেয়ে, শোনো আমার বচন।

কাশ্যস। হাঃ হাঃ হাঃ। এ কবির কি জঘন্য পয়ারের মিল!

ব্রু। যারে বেটা নির্লজ্জ দূর হ'য়ে এখান হইতে।

ক্যাশ্যস। মনে করিও না কিছু, ওই ওর বলিবার ধারা।

ব্রু। সহ্য হয়—যদি বলে এই-সব সময় বুঝিয়া।
শবদ-ঝঙ্কারকারী এই সব বাতুল জনের
কি কাজ যুদ্ধের মাঝে? —দূর হ'রে বেটা হেথা হতে।
ক্যাশ্যস্। যারে যা' চলিয়া তুই।

(কবির প্রস্থান।)

ব্রু। দেখ লুসিল্যাস, টিটিন্যস!
আদেশো সামন্তগণে —করুক উদ্যোগ-আয়োজন
রাখিবারে সৈন্যদের এইস্থানে আজি রাত্রিকালে;
ক্যাশ্যস। তোমরাও এসো, আর, মেসালাকে এনো সঙ্গে করি'
অবিলম্বে।

[লুসিল্যাস ও টিটিন্যাসের প্রস্থান।

ব্রু। লুসিলাস! পাত্র ভরি' আন্ তুই সুরা।
ক্যাশ্যস। আমি নাহি জানিতাম —এত রুষ্ট হতে পার তুমি।
ব্রু। শোনো বলি ক্যাশিয়াস —বহু দুঃখে এ চিত্ত অধীর।
ক্যাশ্যস্। এই সব আগন্তুক দুঃখে যদি হও গো কাতর
তাহলে তোমার সেই তত্ত্বজ্ঞান লাগিবে কি কাজে?
ব্রু। কে সহে আমার মত! —হইয়াছে মৃত্যু পোর্শিয়ার।
ক্যাশ্যস্। আহা!—মৃত্যু পোর্শিয়ার?
ব্রু। পোর্শিয়া সে গেছেলোকান্তরে।
ক্যাশ্যস্। রুষ্ট হয়ে সে-সময়ে কেন না বধিলে মোর প্রাণ?
অহহ! অসহ! হায়! কি বিষম দারুণ এই ক্ষতি!
কিসে হল মৃত্যু তাঁর?
ব্রু। অধৈর্য্য আমার বিরহে,
প্রবল দেখিয়া আর, —অক্টোভ্যস অন্তনি দোঁহারে;

সে সংবাদ পেনু মোরা তাঁর মৃত্যু সংবাদের সাথে;
এই কথা শুনিয়া সে হয়েছিল এমনি বিহ্বল,
গিলিল অনল-রাশি —ভৃত্য কেহ ছিল না যখন।

ক্যাশ্যস্। মৃত্যু হ'ল এইরূপে?

ব্রু। এরূপেই হ'ল মৃত্যু তার।

ক্যাশ্যস্। হা বিধাতঃ! কি করিলে?

(সুরা ও বাতি লইয়া লুশাস্যের প্রবেশ)

ব্রু। তার কথা বলিও না আর;
পাত্র ভরি দেরে সুরা —সব দুঃখ ডুবাব সুরায়।
(মদ্যপান।)

ক্যাশ্যস্। হৃদয় তৃষিত মোর সেই মহা-শপথের তরে;
—লুশ্যস! পূরহ পাত্র যাবৎ না পড়ে ছাপাইয়া;
(মদ্যপান।)

ব্রু। এসো ওহে টিটিন্যস্!

(মেসালার সহিত টিটিন্যসের পুনঃপ্রবেশ।)

এসো ওগো মেটেলাস তুমি।
নিশার সমুখে বসি' এসো মোরা করি আলোচনা
—কি করা কর্ত্তব্য এবে।

ক্যাশ্যস্। সত্য কি পোর্শিয়া তুমি নাই?

ব্রু। ওকথা আর না, থামো; দেখগো মেসালা, এই সব
পত্রে আমি জানিলাম —অক্টোভ্যাস আন্তনি দোঁহে
লইয়া বিপুল সৈন্য চলিছে ফিলিপি-অভিমুখে
আক্রমিতে আমাদের।

মেসেলা। এই মর্ম্মে আমিও অনেক
পাইয়াছি পত্র;
ব্রু। আর কোন কথা আছে কি তাহাতে?
মেসালা। রাষ্ট্রের অরাতি বলি' অক্টোভ্যস, আন্তনি, লিপিডাস,
—একশত জ্যেষ্ঠদের মৃত্যুদণ্ডে করিল দণ্ডিত।
ব্রু। এ বিষয়ে আমাদের উভয়ের পত্রে নাহি মিল;
আমি জানিয়াছি পত্রে —প্রাণদণ্ড সত্তর জনের
—সিসিরো তাহার মাঝে।
ক্যাশ্যস। সিসিরো তাদের একজন?
মেসেলা। সিসিরোও গতপ্রাণ এই দণ্ডবিধি-অনুসারে।
আর্য্য! পেয়েছ কি তুমি কোন পত্র তব পত্নী হতে?
ব্রু। না মেসেলা, পাই নাই; —পাই নাই কোনই সংবাদ!
মেসালা। অথবা, অপর কেহ লিখেছে কি পত্রে তাঁর কথা?
ব্রু। কেহ কিছু লিখে নাই।
মেসালা। এ বড় আশ্চর্য্য কথা শুনি।
ব্রু। জিজ্ঞাসিছ কেন তুমি? তব পত্রে আছে কি সে কথা?
মেসালা। নাহি কিছু।
ব্রু। সত্য বল' প্রকৃত রোমক হও যদি।
মেসালা। সত্য তবে বলি শোনো —সহ্য কর রোমকের মত।
হইয়াছে মৃত্যু তাঁর —আর অতি অদ্ভুত প্রকারে।
ব্রু। হোক্;—বিদায় পোর্শিয়া! মরিব ত আমরা সবাই;
"একদিন অবশ্যই মরিত পোর্শিয়া"—এই কথা
চিন্তা করি' মনে মনে সহি শোক ধৈর্য্যসহকারে।
মেসালা। মহাশয়-লোকেরাই মহাশোক পারে সহিবারে।

ক্যাশ্যস্। যুক্তিতে বুঝিতে পারি এই কথা তোমারি মতন,
কিন্তু এ প্রকৃতি মোর না পারে সহিতে তোমা-সম।
ব্রু। থাক্ মৃত্যু-কথা, এসো করি কাজ জীবন্তের-মত।
—তোমার কি মত বল'? ফিলিপিতে যাব কি এখনি?
ক্যাশ্যস্। না যাওয়াই ভাল।
ব্রু। কেন নহে ভাল?
ক্যাশস্। যুক্তি এই:—
হয় ভাল—শত্রু যদি আগে আসে মোদের সন্ধানে,
নষ্ট হবে অর্থরাশি —ক্লান্ত হবে সৈন্য তাহাদের;
হইবে নিজেরি ক্ষতি; আর, মোরা থাকি' স্থিরভাবে,
সম্পূর্ণ বিশ্রাম লভি' হ'ব আত্মরক্ষণে সমর্থ,
আর, কাজে তৎপর।
ব্রু। এ তব উত্তম যুক্তি বটে;
কিন্তু যদি থাকে যুক্তি আরো ভাল তোমার অপেক্ষা,
—কাজেই হইতে হবে নতশির সে যুক্তির কাছে:
—ফিলিপি ও এই তুমি —এর মাঝে আছে যত লোক,
তাদের হৃদয় নহে অনুকূল আমাদের প্রতি;
স্বেচ্ছায় করেনি তারা অর্থের সাহায্য আমাদের;
তাদের ভিতর দিয়া শত্রুগণ আসিবেক যবে,
সংখ্যায় বাড়িবে তারা —নব-বলে হবে বলীয়ান্;
এসব সুযোগ হতে হইবেক তাহারা বঞ্চিত
—করি যদি আক্রমণ তাহাদের ফিলিপেতে গিয়া;
তাহ'লে এসব লোক রহিবেক পড়িয়া পশ্চাতে।
ক্যাশ্যস্। শোনো ভাই, আমি বলি —ফিলিপিতে না যাইয়া যদি—

ব্রু। মার্জ্জনা করিবে মোরে —বুঝে দেখ আরো এক কথা ;—
বন্ধুর সাহায্য মোরা পাইয়াছি যতটা সম্ভব ;
অসংখ্য মোদের সৈন্য ; কার্য্যকাল ফলোন্মুখ এবে ;
এদিকে আবার দেখ, শত্রুসংখ্যা বাড়ে দিনে-দিনে
মোরা সবে উঠিয়াছি শিখরের চূড়ান্ত সীমায়
—পতনে উন্মুখ এবে ; আছে জেনো মানুষেরো কাজে
জোয়ার ভাটার টান ; চলি যদি জোয়ারের মুখে
উপনীত হই গিয়া অনায়াসে সৌভাগ্যের কূলে ;
হারাইলে সে জোয়ার, সমস্ত এ ভব-যাত্রা-পথে
বাধিবে জীবন-তরী বারম্বার দুঃখ-বালুচরে।
ভাসিতেছি এবে মোরা উদ্বেলিত পূর্ণসিন্ধু মাঝে ;
সময় বুঝিয়া যদি ধরি মোরা অনুকূল স্রোত,
তবেই পাইব কূল, নচেৎ খোয়াব সরবস্ব।
ক্যাশ্যস্। হও তবে অগ্রসর, —কর' যাহা অভিরুচি তব ;
মোরাও ভেটিব গিয়া শত্রুগণে ফিলিপি-প্রদেশে।
ব্রু। গভীর রজনী এবে ধীরে ধীরে আসে অলক্ষিতে
মোদের কথার মাঝে ; প্রকৃতির অকাট্য নিয়ম
কে পারে লঙ্ঘিতে বল', —এস করি একটু বিশ্রাম।
নাহি আর কোন কথা ?
ক্যাশ্যস্। অন্য কথা নাহি আর কিছু ;
এইবার তবে সখা ! করি আমি বিদায় গ্রহণ।
প্রত্যুষে উঠিয়া কাল চলিব আমরা হেথা-হতে।
ব্রু। দেখ্ লুশিয়াস্! তুই নিয়ে আয় পরিচ্ছদ মোর।

(লুশ্যসের প্রস্থান।)

বিদায় মেসালা তবে, টিটিন্যস, হইনু বিদায়।
ক্যাশিয়াস!—ভাই—ভাই!—আসি তবে—হউক সুনিদ্রা!

ক্যাশ্যস্। প্রিয়তম সখা মোর! কি অশুভ-আরম্ভ এই রাতি!

ব্রু। সমস্ত মঙ্গল এবে!

ক্যাশ্যস্। আসি তবে—হইনু বিদায়।

টিটিন্যস্। }
মেসালা। } সুনিদ্রা হউক আর্য্য! আমরাও হইনু বিদায়।

(ক্যাশ্যস্, টিটিন্যস ও মেসালার প্রস্থান ও পরিচ্ছদ লইয়া লুশ্যসের পুনঃপ্রবেশ।)

ব্রু। দেরে মোর পরিচ্ছদ; কোথা তোর যন্ত্রখানি এবে?

লুশ্যস। আছে তাঁবুতেই।

ব্রু। একি! ঘুম্-ঘোরে কহিছিস্ কথা?
নাহি দুষি তোরে আমি —ক্লান্ত তুই রাত্রি-জাগরণে।
ক্লডিয়াসে ডাকি আন্ —অথবা অপর কোন দাসে;
নিদ্রা যাক্ তারা আসি' মোর এই তাঁবুর গদিতে।

লুশ্যস। ভ্যারো!—ক্লডিয়াস্!—ওরে!

(ভ্যারো ও ক্লডিয়াসের প্রবেশ।

ভ্যারো। ডাকিছ কি প্রভু আমাদের?

ব্রু। তোরা আজি থাক্ শুয়ে মোর এই তাঁবুর ভিতরে;
হয়-ত পাঠাতে হবে —কোন কাজে ক্যাশ্যসের কাছে।

ভ্যারো। যে-আজ্ঞে, রহিব হেথা দাঁড়াইয়া আদেশের তরে।

ব্রু। দাঁড়াতে দিব না আমি —শোও বাপু তোমরা হেথায়;
হয়ত হইতে পারে অন্য কোন প্রয়োজন মোর।

(ভ্যারো ও ক্লডিয়াসের শয়ন।)

এই দেখ্ লুশিয়াস্ ওরে! করিতেছিলাম যার খোঁজ
—পেয়েছি সে গ্রন্থখানি এই মোর জেবের ভিতরে।

লুশ্যাস্। তখনি-ত বলেছিনু —দেন নাই আমার নিকটে।

ব্রু। মনে করিস্ না কিছু —এবে বড় ভুল হয় মোর;
ক্ষণেক মেলিয়া আঁখি পারিবি কি আলাপিতে তুই
তোর সেই যন্ত্রটিতে দু-একটী সঙ্গীতের তান?

লুশ্যাস্। অবশ্যই আলাপিব —লাগে যদি প্রভুর তা' ভাল।

ব্রু। বড় ভাল লাগে মোর; কিন্তু বড় কষ্ট হবে তোর;
—তবে কিনা—আজি তুই—

লুশ্যাস্। এ-ত প্রভু কর্ত্তব্য আমার।

ব্রু। আমি নাহি বলি তোরে করিতে কর্ত্তব্য কাজ তোর।
শক্তি অতিক্রম করি'; তরুণ তনুর প্রয়োজন
বিশ্রাম মাঝে মাঝে।

লুশ্যাস্। ঘুমায়েছি প্রভু বহুক্ষণ।

ব্রু। ভালই করিয়াছিস্ —আবার ঘুমাবি এর পরে;
অধিক ক্ষণের তরে না রাখিব তোরে আটকিয়া;
যদি বাঁচি, তোর পরে দয়া মোর থাকিবে নিয়ত।

(যন্ত্র বাজাইয়া গান।)

সুরটি ঘুমন্ত অতি; ওরে তুই নিদ্রা প্রাণঘাতী!
শুনাইছে তোরে গান, —আর তুই কিনা এসে
তোর সেই গুরুভার লৌহ-দণ্ড করিলি স্থাপন
এই বালকের পরে? বৎস! তবে লইনু বিদায়।
জাগাইয়া এবে তোরে চাহিনা করিতে তোর ক্ষতি;
যন্ত্রটি সরায়ে লই; বাছা! তুই ঘুমা অকাতরে।

ভাল কথা—দেখি—দেখি —যেথা মোর সাঙ্গ হল পাঠ
সেথা কি মুড়েছি পাতা? —এই যে, হেথায় পাঠ শেষ।
(উপবেশন।)

(সীজারের প্রেতাত্মার আবির্ভাব।)

বাতিটা জ্বলিছে বড় মিটি মিটি;—কে ও আসে হেথা?
আঁখির ক্ষীণতা বশে হেরি বুঝি এ বিকট ছায়া;
একি!—আসে মোর কাছে! তুই কিরে বাস্তবিক কিছু?
দেবতা, না-দেবদূত অথবা দানব—কেবা তুই?
শোণিত স্তম্ভিত মোর —লোমাঞ্চিত হয় যে শরীর!
কে তুই?—আমায় বল্।

প্রেতাত্মা। তব বৈরি-প্রেতাত্মা, ব্রুটাস!

ব্রু। কি হেতু আইলি হেথা?

প্রেতাত্মা। ফিলিপিতে হইবে সাক্ষাৎ
—বলিতে আইনু তাই।

ব্রু। পুন তবে দেখা হবে সেথা?

প্রেতাত্মা। হবে দেখা ফিলিপিতে।

ব্রু। ভাল, হবে সেথাই সাক্ষাৎ।

(প্রেতাত্মার তিরোভাব।)

ব্রু। লুশ্যস্! কেনরে তুই চেঁচায়ে উঠিলি নিদ্রা-মাঝে?
—দেখিলি কি স্বপ্ন কোন?—তাই কিরে উঠিলি চেঁচায়ে?

লুশ্যস্। চেঁচায়েছিনু কি আমি? কই, আমি জানি না-ত প্রভু।

ব্রু। হাঁ, তুই চেঁচায়েছিলি; কিছু কি দেখিয়াছিলি চোখে?

লুশ্যস্। না প্রভু কিছুই নয়; —কিছুইত দেখি নাই আমি।

ব্রু। যারে তুই ঘুমাগে যা'; ক্লডিয়স্! আছিস্ জাগিয়া?

ভ্যারো। আজ্ঞা প্রভু!

ক্লডিয়াস। আজ্ঞে প্রভু!

ব্রু। কেন তোরা উঠিলি চেঁচায়ে?

ভ্যারো। আজ্ঞা প্রভু!

ক্লডিয়াস। আজ্ঞে প্রভু!

ব্রু। কেন তোরা উঠিলি চেঁচায়ে?

ভ্যারো। }
ক্লডিয়াস। } উঠিনু চেঁচায়ে মোরা!

ব্রু। কিছু কি দেখিয়াছিলি চোখে?

ভ্যারো। কিছুই দেখিনি প্রভু!

ক্লডিয়াস। আমিও-ত দেখি নাই কিছু।

ব্রু। যা' তোরা বলিয়া আয় ক্যাশ্যসেরে মোর নাম করি
—যেন সে করয়ে যাত্রা সৈন্য-সহ একটু প্রাক্কালে,
পশ্চাতে যাইব আমি।

ভ্যারো। }
ক্লডিয়াস। } যে আজ্ঞে বলিব মোরা গিয়া।

ইতি চতুর্থ অঙ্ক।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য—ফিলিপির ক্ষেত্র।

(অক্টোভিয়াস, আন্তনি, ও তাঁহাদের সৈন্যগণের প্রবেশ।)

অক্টো। দেখ গো আন্তনি, এবে ফলিয়াছে মোদের প্রত্যাশা ;
তুমি-ত বলিয়াছিলে —শত্রুগণ নাবিবে না নীচে,
থাকিবে শৈলের'-পরে —আরো বেশী সমুচ্চ প্রদেশে;
কিন্তু ফলে হ'ল না তা' ; নিকটে তাদের সৈন্যদল ;
এ ফিলিপি-ক্ষেত্রেতেই আহ্বানিবে যুদ্ধে আমাদের ;
মোদের পূর্ব্বেই ওরা যুদ্ধ দিতে হবে অগ্রসর।

আন্তনি। রেখে দেও—জানি আমি উহাদের অন্তরের কথা,
—জানি, কেন করিতেছে এইরূপ ; গিয়া অন্য স্থানে,
সেখান হইতে তারা —ধরি' ভীরুজনের সাহস—
আসিছে নামিয়া নীচে ; —দেখাইছে সাহসের ভাণ,
যাহাতে আমরা ভাবি —ওরা সবে বড়ই সাহসী ;
—কিন্তু নহে আসলে তা'।

(দূতের প্রবেশ।)

দূত। সেনাপতি, হওগো প্রস্তুত ;
শত্রুগণ আসিতেছে সবিক্রমে মহা-সমারোহে ;
উড়ায়েছে তাহাদের রক্তময় যুদ্ধের নিশান
—করিবে এখনি যেন কোন কাজ না করি' বিলম্ব।

আন্তনি। চল ধীরে অক্টোভ্যস সৈন্য লয়ে বাম দিক্ দিয়া।

অক্টো। থাকিব দক্ষিণে আমি —তুমি থাক বাম দিক্ ভাগে।

আন্তনি। এ হেন সঙ্কট-কালে কেন তুমি কর প্রতিবাদ?

অক্টে। প্রতিবাদ নহে—কিন্তু   করিব যা' বলিনু তোমারে।

(সসৈন্যে যাত্রা।)

(দুন্দুভি-ধ্বনি।—সৈন্য-সহ ব্রুটাস ও ক্যাশাসের প্রবেশ;)

(পরে লুসিলিয়াস টিটিনিয়াস মেসালা প্রভৃতির প্রবেশ।)

ব্রুটাস। দাঁড়ায়েছে ওরা; চাহে   করিবারে সন্ধি-সম্ভাষণ।

ক্যাশ্যস। টিটিন্যস তুমি হেথা   দাঁড়াইয়া থাক দৃঢ়ভাবে,

মোদের করিতে হবে   সম্ভাষণ বাহির হইয়া।

অক্টে। যুদ্ধের ইঙ্গিত এবে   করিব কি আমরা আন্তনি?

আন্তনি। না না, ওরা আক্রমিলে   তবে মোরা হব অগ্রসর,

সেনাপতিদের মাঝে   হবে কিছু কথাবার্ত্তা আগে।

অক্টে। নড়িয়োনা যাবৎ-না   করা হয় যুদ্ধের ইঙ্গিত।

ব্রু। প্রহারের আগে বাক্য,—   ইহাই কি তোমাদের নীতি?

ভাবিও না আমাদের   বাক্য-প্রিয় তোমাদের মত।

ব্রু। সুবাক্য-ও ভাল জেনো   কু-আঘাত করিবার চেয়ে।

আন্তনি। কু-আঘাত প্রয়োগেও   সুবাক্য বলিতে পটু তুমি;

তার সাক্ষী, তুমি যবে   বিঁধিলে হৃদয় সীজারের

তখনো বলিলে—"জয়   সীজারের! হও চিরজীবী!"

ক্যাশ্যস। যে ভাবে আন্তনি তুমি   করহ আঘাত শত্রুপরে

—এখনো অজ্ঞাত তাহা;   বাক্যে কিন্তু ঢালো এত বিষ

"হিবলা"বাসী অলিদেরো   কর তুমি মধুতে বঞ্চিত।

—হয় তারা মধুহীন;

আন্তনি।   বিষহীন্ নহে কিন্তু জেনো।

ব্রু। শুধু নহে বিষহীন   —শব্দহীন করেছ তাদের;

তাদের গুঞ্জনো তুমি   আন্তনি করেছ হরণ;

শাসাও সতত তুমি শত্রুগণে দংশনের আগে।

আন্তনি। তোরা নরাধম কিন্তু করিস্ নি আমার-মতন ;
চোপাইলি তোরা যবে ছোরা দিয়া সীজারের দেহ,
বানরের-মত তোরা খিঁচাইলি দন্ত পাঁতি সবে,
আবার কুক্কুর-সম চাটিতে লাগিলি গাত্র তাঁর,
দাস-বৎ নত শিরে সীজারের চুম্বিলি চরণ ;
ক্যাশ্যস বিশ্বাসঘাতী চোর-সম পিছন-হইতে
আঘাতিল গ্রীবাদেশে ; —ধিক্ তোরা চাটুকার সবে !

ক্যাশ্যস। (ব্রুটাসের প্রতি)
চাটুকার ?—এই কথা শোনা গেল তোমারি কৃপায় ;
ক্যাশসের কথা মত তখন হইত যদি কাজ,
শুনিতে না হ'ত তবে এ-কটুক্তি ও রসনা-হতে

অক্টে। প্রকৃত প্রস্তাবে এসো ; তর্কেই ঘর্ম্মাক্ত যদি মোরা,
স্বেদ-বিন্দু রক্ত-বিন্দু হইবে-যে প্রমাণের স্থলে।
দেখ, আমি খুলি অসি ষড়যন্ত্রীগণের বিরুদ্ধে ;
এমনি রহিবে খোলা যাবৎ-না সীজারের সেই
তেত্রিশটি আঘাতের হইবেক পূর্ণ প্রতিশোধ
—অথবা, না করে পান বিশ্বাসঘাতীদের অসি
অন্য-সীজারের রক্ত।

ব্রু। মৃত্যু তব হবে না সীজার
যদি না আনিয়া থাক বিশ্বাসঘাতীর দল সাথে !

অক্টে। সেই আশা করি আমি ; করি নাই জনমগ্রহণ
মরিতে ব্রুটাস-হাতে।

ব্রু। হও যদি কুলেরো প্রদীপ,

এব চেয়ে শ্লাঘ্য মৃত্যু তব ভাগ্যে না ঘটিবে কভু।

ক্যাশ্যস। খিট্‌খিটে স্বভাব, ক্ষুদ্র এই পাঠশালার পড়ুয়া
নহে যোগ্য হেন উচ্চ সম্মানের তরে; তাহে পুন
মিশিয়াছে ছদ্মবেশী নট আর বিলাসীর সনে।

আন্তনি। পুরাতন ক্যাশ্যস সে আছে দেখি তেমনি এখনো।

অক্টো। চল চল হে আন্তনি কাজ নাই হেথায় থাকিয়া;
ওরেরে বিশ্বাসঘাতী! যুদ্ধে করি তোদের আহ্বান;
থাকয়ে সাহস যদি, আয় তোরা রণভূমি-মাঝে;
এবে যদি না পারিস, আসিস্ - সাহস হবে যবে।

(অক্টোভ্যাস আন্তনি সসৈন্যে প্রস্থান।)

ক্যাশ্যস। বহুক পবন তবে, গরজিয়া উঠুক তরঙ্গ,
ভাসুক তরণী, ঝড় উঠিয়াছে;—কি জানি কি হবে,
—কিছুই নাহিক স্থির এবে।

ব্রু। শোন বলি ওহে লুসিল্যস!

লুসি। আজ্ঞে?

(ব্রুটাস ও লুসিল্যসের মধ্যে চুপি চুপি কথা।)

ক্যাশ্যস। শোনহে মেসালা!

মেসালা। কি আদেশ সেনাপতি তব?

ক্যাশ্যস। আজি মোর জন্মদিন; দেও হস্ত তোমার মেসালা;
তুমি সাক্ষী—নিতান্তই আমি মোর ইচ্ছার বিরুদ্ধে
—সেই পম্পের মতন— একটিমাত্র যুদ্ধের উপরে
ন্যস্ত করিয়াছি দেখ সমস্ত মোদের স্বাধীনতা!
মেসালা, তুমিত জান —ছিল মোর সুদৃঢ় বিশ্বাস
"এপিক্যুরাসের" মতে; এবে কিন্তু হইয়াছে মোর

অন্যরূপ মনোভাব; করি আমি এখন বিশ্বাস
অলক্ষণ-সূচনায়; —আসিতেছিলাম মোরা যবে
সার্ডিস-প্রদেশ-হতে, মোদের প্রথম ধ্বজা'পরে
বসিল উড়িয়া আসি বড়-বড় দুইটা গরুড়;
সৈন্য-হস্ত-হতে তারা খাদ্য লয়ে ভরিল উদর,
ফিলিপি পর্য্যন্ত এল বরাবর আমাদের সাথে;
আজি প্রাতঃকালে তারা হেথা-হতে গিয়াছে উড়িয়া
উহাদের স্থলে এবে শকুনি গৃধিনী কাক চীল
উড়িয়া মস্তকোপরি দে'খে নীচে আমাদের পানে
শিকার ভাবিয়া মনে; উহাদের ঘোর মারাত্মক
পক্ষ-চন্দ্রাতপ-তলে, রহিয়াছে সৈন্য আমাদের
সদ্য মরণের মুখে!

মেসালা। করিওনা ও-সবে বিশ্বাস।

ক্যাশ্যস। অংশতঃ বিশ্বাস করি —নাহি করি সম্পূর্ণরূপে;
এখনো পরাণ মোর পরিপূর্ণ অভিনব তেজে;
বিপদের মুখে আমি অগ্রসর হই দৃঢ়ভাবে।

ব্রু। (লুসিয়াসের সহিত চুপি চুপি)
তুমি যাহা বলিতেছ লুসিল্যস তাই সত্য বটে।

ক্যাশ্যস। শোনা বলি হে ব্রুটাস, —দেবতারা হ'লে অনুকূল,
আমরা দুইটি সখা শান্তভাবে কাটায়ে জীবন,
উপনীত হতে পারি নিরাপদে বার্দ্ধক্য-সীমায়;
কিন্তু যেহেতু এখনো ঘটনার নাহিক স্থিরতা,
দেখ ভাবি—কি করিব যদি ঘটে দশা-বিপর্য্যয়।
যদি এই যুদ্ধে মোরা পরাজিত হই, তাহা হ'লে

জানিবে ব্রুটাস—এই আমাদের শেষ বাক্যালাপ ;
বল' দেখি তুমি, এবে কি সঙ্কল্প করিয়াছ মনে।

ব্রু। যেই তত্ত্বজ্ঞান ধরি' দূষিলাম আমি সে কেটোরে
—করিতে উদ্যত যবে আত্মহত্যা—সেই নীতি-মত
এখনো চলিব আমি ; মনে হয়—কেন তা' কে জানে—
পাছে মন্দ ঘটে কিছু সেই ভয়ে আয়ু নাশ করা,
—যে সকল দেবতারা শাসন করেন মর্ত্ত্যজনে,
আটক করিতে যাওয়া তাঁহাদের সঙ্কল্প-বিধান,
—ইহা হেয় অতিশয় —কাপুরুষ ভীরুজনোচিত।

ক্যাশ্যস। এই যুদ্ধে হ'লে হার লয়ে যাবে যখন তোমায়
রোম-রাজপথ দিয়া শত্রুগণ বিজয়-উল্লাসে,
ব্রুটাস তখন তুমি হইবে কি পরিতুষ্ট তাহে ?

ব্রু। না ক্যাশ্যস্—কখন না ভাবিও না, ব্রুটাস কখনো
যাবে রোমে বন্দিভাবে তত নীচ নহেক ব্রুটাস ;
আরম্ভিল যেই কার্য্য মার্চ্চের পঞ্চদশ দিনে
ব্রুটাস করিবে শেষ —জেনো তুমি—ঠিক ঐ দিনে ;
জানিনা, হইবে কি না তোমা-সনে আবার সাক্ষাৎ ;
বিদায়—বিদায় তবে ক্যাশিয়াস জনমের মত !
যদি পুন দেখা হয় —মিলিব আবার হাসিমুখে,
নতুবা জানিব মনে এ বিদায়ই অন্তিম বিদায়।

ক্যাশ্যস্। ব্রুটাস বিদায় তবে তোমা-সনে জনমের মত।
যদি দেখা হয় পুন —তখন হাসিব দোঁহে মিলি,
তা' না হ'লে—সত্য বটে এ বিদায়ই অন্তিম বিদায়।

ব্রু। চল তবে—সৈন্য লয়ে রণক্ষেত্রে হও অগ্রসর ;

আজিকার কার্য্যশেষ হইবার আগে, যদি লোকে
জানিতে পারিত আহা —কি হইবে শেষ পরিণাম!
তবে-কিনা অবশ্যই হইবে এ দিবসের শেষ,
—তখন যাইবে জানা এ দিনেরো কার্য্য-পরিণাম;
চল সবে সৈন্যগণ! চল চল!—হও অগ্রসর।

দ্বিতীয় দৃশ্য—ফিলিপি যুদ্ধ-ক্ষেত্র।

(দুন্দুভিধ্বনি। ব্রূটাস ও মেসালার প্রবেশ।

ব্রু। যাওহে মেসালা তুমি যাও চলি ছুটাইয়া ঘোড়া,
দেও এই লিপিগুলি ও-দিকের সৈন্যদল-মাঝে
(উচ্চনাদে ভেরী নির্ঘোষ।)
আসুক এখনি তারা; কেননা, হতেছে লক্ষ্য এবে
—অক্টোভ্যস-সৈন্য যেন হইয়াছে কিছু নিরুৎসাহ;
ঠিক্ এই অবসরে আক্রমিলে ওদের সহসা
—পরাভব সুনিশ্চিত; ছুটাও ছুটাও ঘোড়া তবে,
আসুক মোদের সৈন্য না করিয়া তিলার্দ্ধ বিলম্ব।

তৃতীয় দৃশ্য—যুদ্ধ ক্ষেত্রের অপরাংশ।

দুন্দুভিধ্বনি। ক্যাশ্যাস্ ও টিটিনিয়াসের প্রবেশ।

ক্যাশ্যস। দেখ দেখ টিটিনিয়স, —পালাইছে নরাধম সবে!
আমিই হয়েছি এবে ঘোর শত্রু আপন সৈন্যের;
মোদের পতাকাবাহী রণে ভঙ্গ দিতেছিল যবে,
সে ভীরুরে বধি' আমি লইলাম পতাকা তাহার।

টিটিন্যস। যুদ্ধের আদেশ দিলা ক্রটাস একটু তাড়াতাড়ি;
পাইয়া সুবিধা কিছু অক্টোভ্যস-সৈন্য-সহ রণে,
বাড়িল আগ্রহ তাঁর; সৈন্যগণ আরম্ভিল লুট;
এ দিকে আন্তনি আসি' ঘিরিয়া ফেলিল আমাদের।

পিণ্ডারসের প্রবেশ।

পিণ্ডারস। পালাও পলাও প্রভু; আরো দূরে যাও পলাইয়া;
মার্ক-অ্যান্তনি এবে তোমাদের তাঁবুর ভিতরে।
ক্যাশ্যস। যে গিরিতে আছি মোরা
দেখ দেখ টিটিন্যস, —ওইনা মোদের তাঁবুগুলা
—আগুন জ্বলিছে যেথা?
হাঁ আর্য্য, ওই সেই তাঁবু।
ক্যাশ্যস। টিটিন্যস! যদি তব আমাপরে থাকে ভালবাসা,
এখনি ছুটায়ে ঘোড়া যাও ওই সৈন্যদের মাঝে,
জানিবারে চাহি—ওরা শত্রু কিম্বা মিত্র আমাদের।
টিটি। এখনি আসিব ফিরি' দ্রুতগামী চিন্তার মতন।
[প্রস্থান।

ক্যাশ্যস। যারে পিণ্ডারস তুই আরো উচ্চে ওই গিরি-পরে
দৃষ্টি মোর নহে তীক্ষ্ণ; টিটিন্যস গেল কিনা দেখ্;
আর তুই বল্ মোরে —যা' দেখিস্ রণ-ক্ষেত্র-মাঝে!
[উচ্চে পিণ্ডারসের আরোহণ।

ঠিক্ এই দিনে আমি লইলাম প্রথম-নিশ্বাস;
ঘুরিয়া আসিল কাল; করিলাম যেথায় আরম্ভ
সেথাই করিব শেষ; —আয়ু-চক্র থামিবে হেথায়।

পিণ্ডারস। (উপর হইতে] কি আর বলিব প্রভু হায়!

ক্যাশ্যস। বল্ ওরে! কি সংবাদ?

পিণ্ডারস। টিটিন্যসে ফেলিয়াছে ঘিরি'

যত অশ্বারোহী দল ছুটি গিয়া তাঁহার নিকটে;

টিটিন্যস্ পলাইছে ছুটাইয়া ঘোড়া দ্রুত বেগে;

—ধরিয়া ফেলিল প্রায় অশ্বারোহী শত্রুরা উহারে;

ওই, ওই টিটিন্যস; —কেহ কেহ পড়িতেছে নামি'—

টিটিন্যসো ওই দেখ পড়িল নামিয়া ঘোড়া হতে;

—বন্দী হইল এবে; (জয়ধ্বনি)ওই শোনো করে জয়ধ্বনি

ক্যাশ্যস। নামি আমি; কি হবে দেখিয়া আর, হয়েছে যথেষ্ট;

কাপুরুষ ভীরু আমি —রহিয়াছি এখনো জীবিত;

চখের সামনে মোর বন্দী করে প্রিয় সুহৃদেরে,

আর অমি আছি হেথা!

পিণ্ডারসের অবতরণ।

শোন্ বলি পিণ্ডারস ওরে!

—আয়রে হেথায় তুই; বন্দী কি করিয়াছিনু তোরে

পার্থিয়া-প্রদেশে আমি? না করিনু প্রাণবধ তোর

করায়ে শপথ এই;— "করিতে বলিবে যাহা মোরে

তাহাই করিব আমি"; রাখ্ সেই শপথ এখন;

ঘুচিল দাসত্ব তোর; যেই অসি প্রবেশিল গিয়া

সীজারের দেহ-মাঝে সেই অসি দিয়া তুই এবে

বিদ্ধ কর্ এই বক্ষ; এই নেরে—ধর্ মুঠা করি';

আবৃত করিনু মুখ —এইবার দেরে বসাইয়া;

সীজার দেখোগো তুমি —প্রতিশোধ হইল তোমার
সেই মোর অসি দিয়া যাহে তুমি হইলে নিহত।

[মৃত্যু।

পিণ্ডারস। দাসত্ব ঘুচিল মোর! কিন্তু মুক্ত হতেম না কভু
যদি পারিতাম আমি করিবারে নিজ ইচ্ছামত;
শোনো প্রভু ক্যাশিয়াস! পিণ্ডারস যাবে বহুদূরে
পলায়ে এ দেশ হতে —যেথা রোমবাসী কোন জন
না পাবে সন্ধান তার; মুহূর্ত্ত না রহিব হেথায়।

[প্রস্থান।

টিটিনসে ও মেসালার পুনঃপ্রবেশ।

মেসালা। দেখ ওগো টিটিন্যাস! এ শুধু হইল বিনিময়;
অক্টোভ্যাস পরাভূত ব্রুটাসের ভীম বাহুবলে,
আবার ক্যাশ্যাস-সৈন্য পরাভূত অ্যান্তনির কাছে।

টিটিন্যস। এ সংবাদে, ক্যাশাসের তবু হবে কতক সান্ত্বনা।

মেসা। টিটিন্যাশ! কোথা তুমি ক্যাশাসেরে আসিলে ছাড়িয়া?

টিটি। বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে ছিলেন এ গিরির উপরে
পিণ্ডারসের সহিত; —পিণ্ডারস নিজ দাস তাঁর।

মেসা। কে শুয়ে এ ভূমি'-পরে? —নহেন কি ক্যাশিয়াস ইনি?

টিটি। নহে জীবন্তের-মত; —হায় হায়! একি সর্ব্বনাশ!

মেসা। এ নহে কি ক্যাশিয়াস্?

টিটি। ছিলেন ক্যাশ্যাস ইনি বটে,
এখন নাহিক আর; অস্তমান রবি! তুমি যবে
রক্তিম কিরণ-সহ মগ্ন হও যামিনীর মাঝে
ঠিক্ যেন সেইরূপ অস্ত হ'ল ক্যাশাসের দিন

—আপ্লুত রকত-নীরে ; হ'ল অস্ত রোমের তপন ;
ফুরাল মোদের দিন ; আসুক দুর্দ্দিন-ঘন এবে
—সুসিদ্ধ মোদের কার্য্য ! মোর কার্য্যসিদ্ধির উপরে
অবিশ্বাস করি' মনে এ-অনর্থ ঘটালেন ইনি।

মেসা। এ কার্য্যটা হ'ল শুধু সুসিদ্ধিতে অবিশ্বাস করি' ;
ওরে ভ্রান্তি সর্ব্বনাশী নৈরাশ্য-বিষাদ-প্রসূত !
বিশ্বাস-প্রবণ এই মানুষের কল্পনা-দর্পণে
দেখাস্ কেনরে তুই বস্তু যাহা নহে বাস্তবিক ?
ভ্রান্তি ! তুই অতিশীঘ্র মাতৃ-গর্ভে হইয়া সঞ্চার,
ঠিক প্রসবের কালে নাহি হোস্ ভূমিষ্ঠ সহজে ;
—যে জননী হতে জন্ম —তারেই বধিস্ অবশেষে।

টিটি। ওরে পিণ্ডারস !—ওরে ! কোথা তুই ওরে পিণ্ডারস ?

মেসা। তুমি যাও টিটিন্যস্ ! কর গিয়া তাহার সন্ধান ;
আমি যাই মহামতি ব্রুটাসের কাছে, সেথা গিয়া
ঢালি দেই কর্ণে তাঁর এ বিষাক্ত দারুণ সংবাদ।
কেননা, সুতীক্ষ্ণ অসি কিম্বা বিষদিগ্ধ বাণ-সম
মর্ম্মভেদী হবে তাঁর এ সংবাদ শুনিবেন যবে।

টিটি। তুমি যাও শীঘ্র করি' —আমি হেথা খুঁজি পিণ্ডারসে।

(মেসালার প্রস্থান।)

কেন পাঠাইলে মোরে সুসাহসী ক্যাশিয়াস ওগো !
সেথা কি করিনি আমি তোমার সুহৃদ্‌গণ-সাথে ?
তাহারা যে পরাইল জয়-মাল্য এ মোর ললাটে,
আর দিল বলি' মোরে দেখাতে তোমারে ক্যাশিয়াস ;
শোননি কি যবে তারা করিয়া উঠিল জয়ধ্বনি ?

হায় হায়! সমস্তই বিপরীত বুঝিয়াছ তুমি;
এবে লও এই মালা পর' ইহা তোমার ললাটে;
তোমারি ব্রুটাস, মোরে বলি' দিল দিতে এই মালা;
—আমি করিতেছি শুধু তাঁর সেই আদেশ পালন;
ব্রুটাস! সত্বর এসো; দেখ আমি করিনু কিভাবে
বীর ক্যাশ্যাসের পূজা; মোরে তবে দেও অনুমতি
দেবতা তোমরা!—আমি করি কাজ রোমকের মত;
ক্যাশ্যাসের অসি! তুই আয় টিটিন্যসের হৃদয়ে।

(মৃত্যু)

দুন্দুভিধ্বনি।—ব্রূটাস, কেটোর পুত্র, ষ্ট্রাটো, ভল্যুমিন্স ও লুসিলিয়াসের সহিত মেসালার পুনঃ প্রবেশ।

ব্রু। বল'গো মেসালা বল' কোথা সেই ক্যাশ্যসের দেহ;
মেসা। ওই দেখ, আছে হোথা —টিটিন্যস করিতেছে শোক।
ব্রু। একি! টিটিনিয়াস যে ঊর্দ্ধদিকে রহে মুখ করি।
কেটো-পুত্র। মরিয়াছে টিটিন্যস।
ব্রু। জুলিয়াস সীজার মহান্!
এখনো প্রতাপ তব বিদ্যমান অটুট অক্ষয়!
এখনো তোমার আত্মা ফিরিতেছে বাহিরে অবাধে;
—আমাদেরি নিজ অসি আমাদেরি নিজ অন্ত্র-দেশে,
করিছ প্রয়োগ তুমি।

(মৃদু দুন্দুভিধ্বনি।)

কেটো-পুত্র। মহাবীর টিটিন্যাস ওগো!
দেখ, কিবা টিটিন্যাস্ ক্যাশিয়াসে ভূষিল মুকুটে!
ব্রু। আর কি দেখিতে পাবে রোমক হেন রোমে?

অবশিষ্ট শেষ-বীর যে রোমকদের মাঝে,
—দেওগো বিদায় মোরে ; অসম্ভব—তব সমবীর
প্রসবিবে রোম আর ; জেনো, এই মৃত ব্যক্তিতরে
যতই ফেলিনা অশ্রু —অশ্রু-ঋণ নারিব শুধিতে ;
ক্যাশ্যস ! শুধিব—শুধিব তব ঋণ কোনো অবসরে ;
এসো তবে যাই মোরা, "থ্যাসসে" পাঠাই এঁর দেহ।
হবে না অন্ত্যেষ্টি এঁর আমাদের তাঁবুর ভিতরে,
শোকাতুর হই পাছে ; চল তবে, চল লুসিল্যস্ !
কেটো-পুত্র চল' তুমি, —চল' যাই রণক্ষেত্র-মাঝে ;
ল্যাভিয়ো ফ্ল্যাব্যস্ দোঁহে তোমরা করিও যুদ্ধ সুরু ;
আড়াই প্রহর এবে ; শোনো সবে রোম-বীরগণ !
না আসিতে রাত্রি, যুদ্ধে পরীক্ষিব ভাগ্য পুনর্ব্বার।

(প্রস্থান।)

চতুর্থ দৃশ্য—রণক্ষেত্রের অপরাংশ।

দুন্দুভিধ্বনি।—দুই পক্ষের সৈন্যগণ যুদ্ধ করিতে করিতে প্রবেশ ;
পরে ব্রুটাস, কেটো-পুত্র, লুসিলিয়াস প্রভৃতির প্রবেশ।

ব্রু। এখনো হে ভ্রাতৃগণ। থাক সবে উন্নত মস্তকে।

কেটো-পুত্র। কে আছে জারজ হেন —যে না রহে অটল সাগ্রামে ?
কে যাইবে মোর সাথে ? উচ্চকণ্ঠে করিব ঘোষণা
রণক্ষেত্রে নাম মোর ; শোনো আমি কেটোর নন্দন !
—অত্যাচারিদের শত্রু —পরম সুহৃৎ স্বদেশের ;
কেটোর নন্দন আমি শুন শুন শুন সর্ব্বজন।

(শত্রুদিগকে আক্রমণ।)

ব্রু। আর, আমি এ ব্রুটাস —মার্কস-ব্রুটাস এই আমি;
ব্রুটাস স্বদেশ-বন্ধু; আমি-ই ব্রুটাস জেনো সবে।
(শত্রুদিগকে আক্রমণ করিতে করিতে প্রস্থান।)

কেটো-পুত্রের পতন।

লুসিলিয়াস। মহামতি কেটোপুত্র! হইল কি পতন তোমার?
তুমি টিটিন্ড্যস সম সগৌরবে ত্যজিলে পরাণ,
কেটোর নন্দন তুমি —হবে তব উচিত সম্মান।
১ম সৈনিক। আত্মসমর্পণ কর্ —নতুবা মরিবি মোর হাতে
কেটো-পুত্র। মৃত্যুর নিকটে শুধু করিবরে আত্মসমর্পণ,
শীঘ্র মোরে হত্যা কর্ —এই দেই কিছু পুরস্কার;
(অর্থ প্রদানে উদ্যত।)
হত্যা কর্ ব্রুটাসেরে —বধি' তাঁরে হ'রে সম্মানিত।
২য় সৈনিক। দেরে তোরা পথ ছাড়ি'; মহামান্য বন্দী আমাদের!
বল্ গিয়া আন্তনিরে —ব্রুটাস-সে হইয়াছে ধৃত।
প্রথম। এ সংবাদ দিব আমি; এই-যে আসেন সেনাপতি।

(আন্তনির প্রবেশ।)

আন্তনি। কোথায় ব্রুটাস এবে? —বল্ তিনি আছেন কোথায়।
লুসিলাস। হ'ন নাই বন্দী তিনি, আছেন এখনো মুক্তভাবে;
কভু না পারিবে শত্রু ধরিতে সে মহাত্মা ব্রুটাসে
পরাণ থাকিতে তাঁর; হেন লজ্জা অপমান-হতে
রক্ষুণ দেবতাগণ! ব্রুটাস জীবন্ত কি মৃত
—যে ভাবে থাকুন তিনি —ব্রুটাস-সে ব্রুটাসেরি-মত।
আন্তনি। এ নহে ব্রুটাস, বাপু; তবে কিনা মূল্যের হিসাবে
এই-এ অর্জ্জিত দ্রব্য কোন অংশে ন্যূন নহে জেনো;

রাখো বন্দী করে' এঁরে; কোরো কিন্তু সদয় ব্যভার;
এইরূপ লোকদের বন্ধুতাই—শত্রুতার চেয়ে
বাঞ্ছনীয় মোর কাছে; এবে তবে হও অগ্রসর,
সন্ধান করিয়া এসো —ব্রুটাস-সে জীবিত কি মৃত;
বলিবে ঘটিল যাহা আসি' অক্টোভ্যসের তাঁবুতে।
(প্রস্থান।)

পঞ্চম দৃশ্য—রণক্ষেত্রের অপরাংশ।

[ব্রুটাস, ডার্ডেরিয়ান, ক্লাইটাস্; ষ্ট্র্যাটো ও ভলমূনিয়াসের প্রবেশ।]

ব্রু। বন্ধুমাঝে অবশিষ্ট আছ স্বল্প যে কয়েকজন
—এই শৈলে কর স্থিতি।

ক্লাইটাস্। ষ্ট্যাটিলস্ দেখাইল পথ
মশাল ধরিয়া হাতে; কিন্তু আর্য্য,—আসেনি সে ফিরি';
তাই মনে হয়, বুঝি ধৃত কিম্বা হইল সে মৃত।

ব্রু। ক্লাইটাস বোসো তুমি; "মৃত" এই কথাটাই ঠিক্;
মৃত্যুটাই আজকাল প্রচলিত সখের সামগ্রী;

ব্রু। শোনো বলি ক্লাইটাস!
(কানে কানে কথন।)

ক্লাইটাস। একাজ হবে না আমা-হতে।

ব্রু। চুপ!—আর কথাটি না।

ক্লাইটাস। বরঞ্চ মরিব নিজ হাতে।

ব্রু। শোনো বলি ডার্ডেন্যস্!
(কানে কানে কথা।)

ডার্ডে। করিব এ-হেন কাজ আমি?

ক্লাইটাস্। শোন্ বলি ডার্ডেন্যাস!

ডাড়ে। ক্লাইটাস্ কি বলিস্ তুই?

ক্লাইটাস্। কি অযথা অনুরোধ করিল ব্রুটাস্ তোরে—বল্।

ডার্ডে। —বধিবারে তাঁরে; দেখ্, চিন্তায় মগন তিনি এবে।

ক্লাইটাস। ও দিব্য-শোভন ঘট দুখঃনীরে এত ভরপুর

—উথলিয়া পড়ে জল দেখ ওই আঁখি-রন্ধ্র দিয়া।

ব্রু। ভদ্র ভলম্‌নিয়স্! হেথা আয়, আছে কোন কথা।

ভলম্। কি আদেশ—বল' প্রভু।

ব্রু। ভলম্ন্যাস্! এই কথা শুধু;—

—দুই-দুইবার রাতে সীজারের প্রেত-আত্মা আসি'

দেখা দিল মোর কাছে; আসিল সার্ডিসে একবার,

আর, গত কল্য হেথা, ফিলিপির রণক্ষেত্র মাঝে;

জানি আমি—আসিয়াছে মৃত্যু-কাল মোর;

ভল। না, না, প্রভু।

ব্রু। —আসিয়াছে ভলম্ন্যাস্! কহি তোরে নিশ্চয় করিয়া।

দেখিস্ না তুই কিরে আমাদের অদৃষ্টের গতি?

শত্রুগণ আনিয়াছে মোদের হটায়ে গর্ত্তমুখে,

(মৃদু দুন্দুভিধ্বনি।)

উচিত সে-গর্ত্তে এবে ঝম্প দেওয়া আপনা হইতে;

বিলম্বিলে শত্রুগণ ঠেলা-দিয়া ফেলিবে উহাতে।

ভদ্র ভলমনিয়াস! দেখ—মোরা যাইতাম দোঁহে

এক সঙ্গে পাঠশালে; সেই পূর্ব্ব-প্রণয়-খাতিরে

ধর' এই অসি মোর —আর আমি গিয়া দ্রুতবেগে

পড়ি' উহার উপরে;

ভল। এ নহে বন্ধুর কাজ প্রভু।

(মৃদু দুন্দুভিধ্বনি)

ক্লাইটাস্। পলাও পলাও প্রভু —বিলম্ব কোরোনা হেথা আর।

ব্রু। বিদায় রে ক্লাইটাস! বিদায়—বিদায় ভলম্ন্যস্!
স্ট্র্যাটো তুই সারাক্ষণ ঘুমাইয়া ছিলি অকাতরে
তুইও বিদায় দেরে; স্বদেশ-নিবাসী ভ্রাতৃগণ!
এক জনো নাহি হেথা যে না ছিল খাঁটি ভক্ত মোর
সমস্ত জীবন-পথে; —ইহাতেই আনন্দিত আমি।
অক্টোভিয়াস্ আন্তনি, যত না লভিল গউরব
এই হীন জয় লাভে —আজ এই পরাজয়ে আমি
ধন্য হ'নু ততোধিক; দেও মোরে তোমরা বিদায়;
রসনা করিল শেষ জীবনের সমস্ত কাহিনী;
রাত্রির আঁধার-রাশি লম্বিত এ-আঁখির সম্মুখে;
খাটিল এই অস্থিরাশি যার লাগি এত দিন ধরি'
আইল আমার সেই অন্তিমের বিশ্রাম-সময়।

(দুন্দুভিধ্বনি। নেপথ্যে।—"পলাও পলাও প্রভু"।)

ক্লাইটাস্। পলাও পলাও প্রভু!

ব্রু। যারে তোরা—যারে হেথা হতে,
পশ্চাতে আসিব আমি।

(ক্লাইটাস্, ডার্ডেনস ও ভলম্ন্যাসের প্রস্থান।)

দেখ স্ট্রাটো, তুই শুধু থাক্
জানি, তুই অতি ভদ্রলোক;
তোর
মর্য্যাদা-জ্ঞানের তুই দিয়াছিস কিছু পরিচয়
আপন-জীবনে; শোন্! তোরে করি এই অনুরোধ,

—ধরি এই অসি মোর, থাক্ তুই মুখ ফিরাইয়া,
আর আমি দ্রুতবেগে পড়ি ওই অসির উপরে।
করিবি—বলিনু যাহা?

ষ্ট্র্যা। আগে প্রভু দেও হস্ত তব;
বিদায় লইনু তবে তব-কাছে জনমের মত।

ব্রু। সুজন সুশীল ষ্ট্র্যাটো! জন্ম-শোধ হইনু বিদায়।
সীজার! নিশ্চিন্ত হও; আমি এবে যে আগ্রহ-ভরে
বধিতেছি আপনারে —ছিলনাকো অর্দ্ধেক তাহার
—বধিনু তোমায় যবে!

[দৌড়িয়া গিয়া অসির উপর পতন ও মৃত্যু।

দুন্দুভিধ্বনি।—রণক্ষেত্র হতে প্রত্যাবর্ত্তন। অক্টোভিয়াস, আন্তনি, মেসেলা,
লুসিলিযাস সসৈন্যে প্রবেশ।

অক্টোভ্যাস। ও লোকটা কেবা বল্' দেখি।

মেসলো। ও মোর প্রভুর ভৃত্য।
বল্ ষ্ট্র্যাটো—কোথা তোর প্রভু।

ষ্ট্র্যাটো। শুনগো মেসালা তবে —যে বন্ধনে আছ বদ্ধ তুমি
প্রভু মুক্ত তাহা হতে; বিজয়ীরা কি আর করিবে?
—আগুণ জ্বালাতে পারে শুধু তাঁর দেহের অঙ্গারে।
কেননা, ব্রুটাস নিজে নিজেরেই করিল নিহত;
তাঁর মৃত্যু ঘটনায় আর কেহ নহে যশোভাগী।

লুসিল্যস। ব্রুটাস কিরূপ লোক —এখন জানুক সর্ব্বজন;
ধন্যবাদ করি তোমা —সপ্রমাণ করিয়াছ তুমি,
যাহা কিছু বলিয়াছি পূর্ব্বে আমি তোমার সম্বন্ধে।

অক্টোভ্যাস। ব্রুটাসের ভৃত্যদের নিয়োগ করিব মোর কাজে;

আমার কার্য্যে কি তুই করিবিরে সময় ক্ষেপণ ?
ষ্ট্রাটো। করিব—মেসালা যদি পরামর্শ দেন করিবারে।
অক্টোভ্যস। বল’ গো মেসালা তাই।
মেসালা। প্রভু মোর মরিলা কেমনে ?
ষ্ট্র্যাটো। ধরিলাম অসি আমি —দ্রুত আসি’ পড়িলেন তাহে।
মেসালা। প্রভুর করিল যেই শেষ-সেবা—যাক্ তব সাথে।
আন্তনি। সকল রোমক-মাঝে ইনিই ছিলেন সর্ব্বোত্তম ;
ইনি ছাড়া আর যত ষড়যন্ত্রী, করিল সে কাজ
—মহোচ্চ সে সীজারের ঈর্ষা-দ্বেষে হইয়া চালিত ;
ইনি শুধু সাধারণ হিতকল্পে, সৎ অভিপ্রায়ে
হ’ন সেই দলভুক্ত ; সৌম্যশান্ত স্বভাব তাঁহার ;
তাঁহাতে মিশ্রিত ছিল উপাদান এইরূপ ভাবে
—স্বয়ং প্রকৃতি দেবী সগর্ব্বে দাঁড়াইয়া উঠি,
সর্ব্বজগৎ-সমক্ষে বলিতে পারেন অনায়াসে
—“একজন লোক বটে” !
অক্টো। তাঁহার গুণের অনুরূপ
এস মোরা সসম্ভ্রমে করি তাঁর অন্ত্যেষ্টি সৎকার ;
আজি রাতে এ তাঁবুতে থাকিবেক অস্থিরাশি তাঁর ;
বীর-সমুচিত মান লভিবেন তিনি বিধিমতে।
বিশ্রাম করিতে হেথা ডাকি’ আনো সৈন্যদের সব,
ভাগ করি’ লই মোরা এ শুভ দিনের গৌরব।

সমাপ্ত।